বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
তথ্য কমিশন

সহযোগিতা
তথ্য কমিশনের কর্মচারিবৃন্দ

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
আনিশা প্রিন্টিং প্রেস
২৭৭/৫, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের উদ্ধৃতাংশ
"আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।"
বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল অবহেলিত বাঙালির অধিকার আদায়ের দৃপ্ত অঙ্গীকার।

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্রের সারণী	V-VI
	মুখবন্ধ	VII
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	IX
	'মুজিব বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম	X
	বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	XI
	২০১৯ সনে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	XII
	সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	XIII
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	XIV-XVI
অধ্যায় ১	**তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**	০১
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	০২
১.২	তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	০২
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	০৪
১.৪	তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)	০৪
অধ্যায় ২	**তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম**	০৫
২.১	২০১৯ সনের তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম	০৬
২.২	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	২৫
২.৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৩১
২.৪	তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর	৩২
২.৫	মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	৩৩
২.৬	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩৩
২.৭	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র	৩৭
২.৮	আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম	৩৮
অধ্যায় ৩	**তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	৫৭
৩.১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৫৮
৩.২	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা প্রশাসন/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৬৭
৩.৩	বেসরকারি সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড	৭৩
অধ্যায় ৪	**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন**	১০১
অধ্যায় ৫	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি**	১১৭
৫.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	১১৮
৫.২	সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা	১১৯
৫.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি	১২০
৫.৪	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	১২০
৫.৫	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি	১২০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫.৬	জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী বিভাজন	১২১
৫.৭	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি জেলা	১২২
৫.৮	এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন	১২৩
৫.৯	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	১২৪
৫.৯.১	মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	১২৪
৫.৯.২	জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	১২৫
৫.৯.৩	এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	১২৬
৫.১০	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	১২৬
৫.১১	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	১২৭
৫.১১ (ক)	২০১৯ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ	১৩১
৫.১১ (খ)	মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণীভেদ (তথ্যচিত্র)	১৩৪
৫.১১ (গ)	শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	১৩৪
৫.১২	শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	১৩৬
৫.১২ (ক)	অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ	১৩৭
৫.১২ (খ)	শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এমন অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল	১৩৮
৫.১৩	তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	১৩৮
৫.১৪	তথ্য কমিশন: উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ	১৩৮
৫.১৫ (ক)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ	১৫২
৫.১৫ (খ)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ	১৫২
৫.১৬	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১৫৩
৫.১৭	নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব	১৫৩
৫.১৮	যেসব কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার বিষয়ক উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন	১৫৪
৫.১৯	উপসংহার	১৫৬
অধ্যায় ৬	**পরিশিষ্টসমূহ**	১৫৭
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১৫৮
খ.	তথ্য কমিশনের কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের তালিকা	১৫৯
গ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯	১৬২
ঘ.	জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের আদেশ সংক্রান্ত কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র	১৬৬

মুখবন্ধ

তথ্যের অবাধ প্রবাহ রচনা ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত ও কার্যকর হয়। এটি প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়নের আইন যা অনন্য, সার্বজনীন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক। শক্তিশালি নাগরিক বান্ধব এ আইনটি সর্বস্তরের নাগরিককে রাষ্ট্রের সর্ব বিষয়ে তথ্য পাওয়ার আইনী ভিত্তি ও কাঠামো রচনা করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ও জনগণের প্রতি সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে আইনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার এ আইনটি প্রকৃতই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের মূল চেতনার প্রতিফলন। আইনের শাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করে চলেছে। আইনটির প্রয়োগ ও চর্চা সকল কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক অন্তত: দুর্নীতি ও মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে। আমাদের অভিলক্ষ্য ২০২১ দরজায় কড়া নাড়ছে, ২০৪১ খুব দূরে নয়, এস.ডি.জি তো আছেই। অন্যদিকে কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ বিশ্বব্যাপী একটি কঠিন বাস্তবতা। যে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে তার পরিপূরক শক্তি হিসেবে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর রয়েছে। তাই জাতীয় স্বার্থেই এ আইনের ব্যাপক চর্চা ও প্রয়োগ জরুরি হয়ে পড়েছে। তথ্য অধিকার আইন সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে তথ্য কমিশন এ লক্ষ্যে সারা দেশে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার আইনের এক দশক পূর্তি হয়েছে।

জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিবেদিত বছরে কেন্দ্রীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা (ইউডিসি সহ) পর্যায়ে কমিটিসমূহকে **"ডিজিটাল বাংলাদেশ"** এর সাথে সংগতি রেখে **"অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম"** (অনলাইনে আবেদন, আপীল ও অভিযোগ দায়ের ও ট্র্যাকিং করার পদ্ধতি) সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে যুগোপযোগী করা হচ্ছে। তথ্য কমিশন সকল পর্যায়ের কমিটি ও সুধি সমাজের সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে **ভিডিও কনফারেন্স** এর মাধ্যমে মতবিনিময় সভার প্রচলন করে নিয়মিতভাবে তা করে যাচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে নিয়মিত অফলাইন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রথা চালু হয়েছে এবং তথ্য প্রদানে সাফল্য অর্জনকারীদের উৎসাহিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমিশনের ১৩ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে। অন্যদিকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদান বিষয়ে মনিটরিং জোরদারকরণের কারণে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত হালনাগাদ তথ্যের প্রবাহ জনগণের নিকট আরো অবারিত হয়েছে।

তবে আইনের এক দশক পূর্তিতে সকল কর্তৃপক্ষের যে বিষয়টির প্রতি জনস্বার্থে আরো মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন তা হলো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এর সূচিবদ্ধ প্রকাশ ও প্রচার, এ সংক্রান্ত বিধি, প্রবিধি ও নির্দেশমালার যথাযথ অনুসরণ। বিশেষত: আইনের ৬ (৩) এ বর্ণিত সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত তথ্যাদি নিয়ে বাধ্যতামূলক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচারের বিষয়টি। অন্য দিকে তৃণমূলে তথ্যের চাহিদা ও অধিকার প্রয়োগ বৃদ্ধিকল্পে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মাঠপর্যায়ের কমিটিগুলোকে আরো সক্রিয় দায়িত্বপালন করতে হবে।

তথ্য কমিশনের ২০১৯ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন; শ্রম, মেধা, তথ্যাদি ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছেন বিশেষত; তথ্য কমিশনের দু'জন সম্মানিত কমিশনার, সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারিগণকে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।

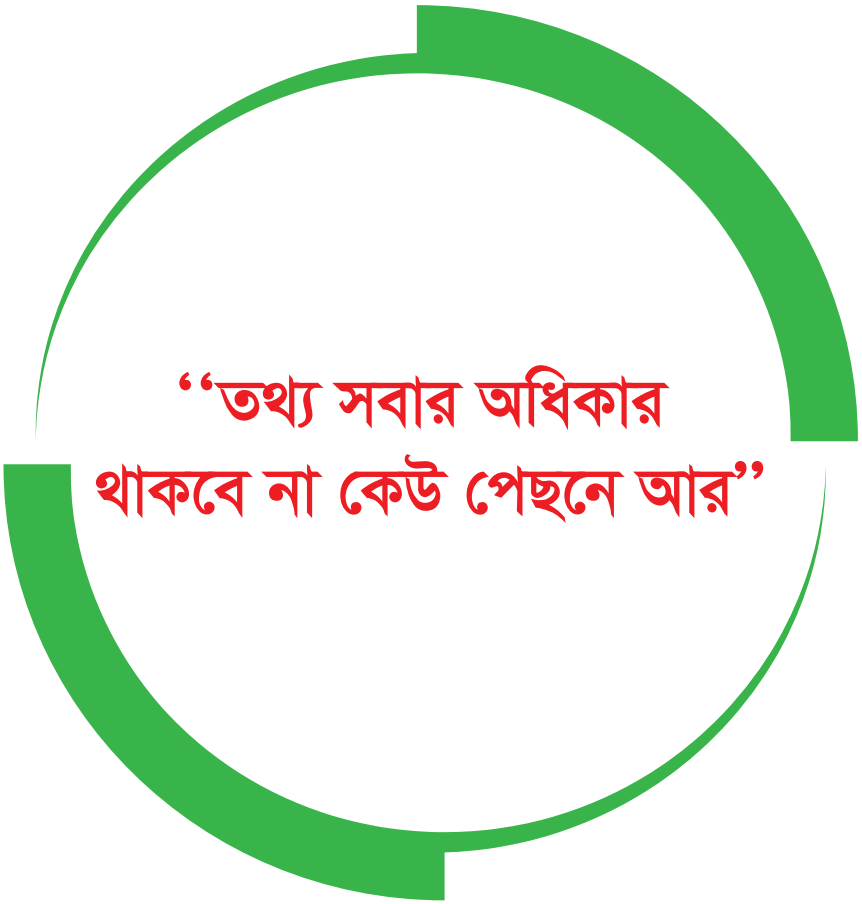

‘‘তথ্য সবার অধিকার
থাকবে না কেউ পেছনে আর’’

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ প্রকাশ ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছরের ন্যায় তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ প্রকাশ করে এবং তা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৮ পেশ করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। এ সময় সাবেক তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গভবন, ২৬ জুন ২০১৯

‘মুজিব বর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

‘মুজিব বর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের মাসভিত্তিক কিছু ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তথ্য কমিশন এবারের বর্ষপঞ্জি ২০২০ প্রকাশ করেছে। ১২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষপঞ্জি ২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*।

তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মানুষের কল্যাণে সংগ্রাম করে গেছেন। বর্ষপঞ্জির প্রতি মাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ সকল তথ্য প্রবাহ উঠে এসেছে। এতে নতুন প্রজন্ম থেকে শুরু করে সকলেই বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব ড. উর্মি বিনতে সালাম, এমআরডিআই’র নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড.রেজউয়ান-উল-আলম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে.আর.শাহরিয়ার। এসময় বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব মরতুজা আহমদ ২০১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* ২০১৮ সালের ২৯ মে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

আবদুল মালেক
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব আবদুল মালেক ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১৯ সনে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব মরতুজা আহমদ ২০১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ২০১৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* ২০১৮ সালের ২৯ মে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ

এম আজিজুর রহমান
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে ১০ জানুয়ারি, ২০১০

মোহাম্মদ জমির
৩১ মার্চ, ২০১০ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২

মোহাম্মদ ফারুক
১১ অক্টোবর, ২০১২ হতে ০৯ জানুয়ারি, ২০১৬

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে ০৪ জানুয়ারি, ২০১৮

সাবেক তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ আবু তাহের
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে
০১ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
০৫ জুলাই, ২০০৯ হতে
০৪ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ
২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে
৩১ জানুয়ারি ২০১৮

নেপাল চন্দ্র সরকার
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়। আর তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সবগুলো নিশ্চিত করা গেলে দেশ হতে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করে। আইন পাস করার পরপরই আইনের ১১ ধারার বিধান অনুসারে এ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এবং এর কমিশনার ও কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করে।

২০০৯ সালের ১ জুলাই তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হয়। ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনেই ২০তম আইন হিসেবে তথ্য অধিকার আইন পাস করে। আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তথ্য কমিশন গঠন না হওয়ায় আইনের ৮, ২৪ ও ২৫ ধারা স্থগিত থাকে। ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে সরকার কর্তৃক তথ্য কমিশন গঠন এবং প্রধান তথ্য কমিশনার ও দুইজন তথ্য কমিশনার নিয়োগ দেয়ার সাথে সাথে সারাদেশে ঐ দিন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্মকর্তা নিয়োগের মধ্য দিয়ে আইনটি পুরাপুরি কার্যকর হয়। ১ জুলাই ২০০৯ আইনের কার্যক্রম শুরু হলে ২০১৯ সালের ৩০ জুন আইনের এক দশক পূর্ণ হয়। সুতারং ২০১৯ ছিল বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দশম বছর।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর ৩১ মার্চের মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত বছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

তথ্য কমিশন সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এই প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের নিয়মিত কর্মসূচি, অর্জিত সাফল্যসমূহ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও আলোচনা, প্রতিবেদন প্রভৃতি এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি আরও সহজতর করার লক্ষ্যে অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তি ও ট্র্যাকিং নিশ্চিত করেছে, এজন্য তথ্য কমিশন সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে জনগণ দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারছেন।

তথ্য কমিশন আইনের প্রচার এবং প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকাশনা কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী, তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন, তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, ২০১২, তথ্য অধিকার সহায়িকা, ২০১৪, ব্যবহারকারী নাগরিকদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা, কর্তৃপক্ষের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশ করে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।

- ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সংস্থাসমূহ 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে নিজ দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পৃথক আরটিআই শাখা খুলে কর্মকর্তা কর্মচারী পদায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নে দূর্নীতিরোধ, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কৌশল হিসেবে তথ্য অধিকার আইনকে চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদার করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার এর নেতৃত্বে 'আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ', বিভাগীয় কমিশনারগণের নেতৃত্বে 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি', জেলা প্রশাসকগণের নেতৃত্বে 'তথ্য অধিকার বাতবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি', এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নেতৃত্বে 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কাজ করছে।
- বেসরকারি সংস্থাসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনগণকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

বর্তমানে তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাদেশে ৪২ হাজারের বেশি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করার নিমিত্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরগুলো কর্তৃক স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রচুর তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ ছাড়া তথ্য কমিশন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যলয়ে অবহিতকরণ সভা ও সেমিনার আয়োজন করে আসছে। ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইনটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য কমিশন বিভিন্ন মত বিনিময় সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে এর স্টেক-হোল্ডারদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে।

২০১৯ সনে ১৭ টি জেলার ১৩১ উপজেলায় ৭৫৫৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এনজিও কর্মকর্তা, সাংবাদিক, পুলিশ কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৭,৭৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের সকল বিভাগ ও জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১ জানুয়ারী ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১২৮৫২ টি। তন্মধ্যে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ২৬.৩৫%, কমিশনসমূহে ৮.৩৫%, জেলা পর্যায়ে ৫৪.৪৩%, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ০.২৩%, ব্যাংকসমূহে ০.৪২% এবং এনজিওগুলোতে ১০.২২% তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ১২৮৫২ টি আবেদনের মধ্যে ১২২৭১ টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৫.৪৮%।

০১ জানুয়ারী, ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৬২৮ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্ব-প্রণোদিতভাবে ০২ টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২৮৫টি (স্ব-প্রণোদিত ০২টি ব্যতীত) অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। আমলে গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ২৩৫ টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৫২টি (স্ব-প্রণোদিত ০২টি সহ) অভিযোগ ২০২০ সনে শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ০২ দিন ব্যাপী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯' উদ্‌যাপন করে। তন্মধ্যে প্রেস কনফারেন্স, ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ; টেলিভিশন ও বেতারে টকশোসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জাতীয় এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তথ্য মেলা, ডিজিটাল পোস্টারে প্রচার, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন,

তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদান, সড়ক ডেকোরেশন ও সুসজ্জিত গাড়ি দ্বারা সড়ক প্রচার ইত্যাদি। এ বছর প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুঠোফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে এবং ৫২৮৬ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৩২,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ এর স্লোগান ছিল 'তথ্য পাবে জনগণ, তথ্যে সবার উন্নয়ন'। প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর।"

২০১৯ সালে সাংবাদিকদের জন্য 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বেতারের সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইনের উপর সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'লাইভ ফোন ইন', বেতার টেলিভিশনে টক-শো, তথ্য অধিকার আইনের উপর টিভিসি নির্মাণ, ডিজিটাল ডিসপ্লে-বোর্ড, পটগান, গম্ভীরা ইত্যাদির মাধ্যমে আইনটির ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণ যাতে অনলাইনে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আবেদনটি কোন পর্যায়ে আছে তা মনিটরিংয়ের জন্য সর্বোপরি অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির পথকে সুগম করতে 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি চালু করা হয়েছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বজায় রাখতে তথ্য কমিশন একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেলেও আইনটি বাস্তবায়নে জনসাধারণের বড় অংশের সচেতনতার অভাব, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যথাযথভাবে প্রয়োগ না করা, প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না থাকায় এবং তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে চিহ্নিত হয়েছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। তাছাড়া সকল প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব স্ব তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে তথ্যের প্রবাহ বজায় রাখলে তবেই এই আইনটির প্রণয়ন সফল হবে, তৈরি হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রতিষ্ঠা পাবে সুশাসন।

২০১৯ সনে তথ্য কমিশনের কর্মচারীবৃন্দ।

তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব (অতিরিক্ত সচিব) ও বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৬ ব্যাচের কর্মকর্তা জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে ২২ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পূর্বাহ্নে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তথ্য কমিশন।

জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম সরকারি চাকরি জীবনে একজন কর্তব্যপরায়ণ, সৎ, দক্ষ, অমায়িক ও আকর্ষণীয় গুণাবলী সম্পন্ন কর্মকর্তা হিসেবে সকলের নিকট সমাদৃত ছিলেন। তাঁর এ মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন মহান ব্যক্তিকে হারিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে, তথ্য সরবরাহকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে তথা তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অবদান আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি ও মাগফেরাত কামনা করি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

অধ্যায়-১
তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে। "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"-এই ধারণা থেকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপিল, ২০০৯ তারিখে এ আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন নারী কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে বাংলাদেশ "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর চর্চা শুরু করে। উল্লেখ্য সর্বপ্রথম ১৭৬৬ সালে সুইডেন থেকে তথ্য অধিকার আইনের আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা শুরু হয়।

১.২. তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোরে ভাড়া ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবনেই কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং জমির রেজিস্ট্রেশন ও নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫,০৪,৫৮,০০০/- (পচাঁত্তর কোটি চার লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রকল্পের ভবন নির্মাণের পাইলিং কার্যক্রম চলছে।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি।

নির্মাণাধীন তথ্য কমিশন ভবন

ভবনের বৈশিষ্টসমূহ:

- ৭৮৬৬.৪০ বর্গমিটার ফ্লোর স্পেস।
- আরটিআই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং এয়ারকন্ডিশন রিসোর্স রুম।
- ৩০০ আসন বিশিষ্ট এয়ারকন্ডিশন অডিটরিয়াম।
- একুইস্টিক মাল্টিপারপাস হল ও এজলাস/কোর্ট রুম।
- প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরি।
- আধুনিক ফায়ার প্রটেকশন সুবিধাদি।
- এসি এবং ফোসর্ড ভ্যান্টিলেশন।
- ১২৫০ কেজি, ১৩ স্টপ প্যাসেঞ্জার লিফ্ট, ৩ স্টপ কারলিফ্ট সুবিধা।
- কার পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
- ১২৫০ কেভিএ সাব-স্টেশন ও ৪০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন।
- নিজস্ব পাম্পহাউজ এবং ডিপ টিউবওয়েল।
- দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা।
- ভবনের চতুর্দিকে সবুজ ঘাসের সমারোহ।

১.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

তথ্য কমিশনে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৭৬ টি। তথ্য কমিশনে বর্তমানে ৬৩ জন কর্মচারি কর্মরত আছেন যার মধ্যে ১২ (বার) জন নারী কর্মচারি। বর্তমানে পদ শূন্য রয়েছে ১৩টি যার নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'ক' এবং বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ, তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, তথ্য কমিশনের কর্মচারীবৃন্দ এবং তথ্য কমিশনে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত জনবল তালিকা পরিশিষ্ট 'খ' তে প্রদর্শিত হলো।

১.৪. তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৪৮১১০৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইলঃ doinfocom@gmail.com
বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	জনাব হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৪৮১১০৬৪৮ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১৮৭৮৩৫৮৮ ই-মেইলঃ ad.admin@infocom.gov.bd
আপীল কর্তৃপক্ষ (RTI) এর নাম ও পদবী	জনাব সুদত্ত চাকমা সচিব (সরকারের সচিব পদমর্যাদায়) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৯১১১৫৯০ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৮১৯২৪৭১৯১ ই-মেইলঃ secretary@infocom.gov.bd

বর্তমানে তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাদেশে ৪২ হাজারের বেশি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত চলছে। ডিজিটাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনঅবহিতকরণ সভা করা হচ্ছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করার নিমিত্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির পথকে সুগম করতে 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরগুলো কর্তৃক স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রচুর তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও মনিটরিং এর জন্য যথেষ্ট জনবল প্রয়োজন হওয়ায় তথ্য কমিশনের টিও এন্ড ই সংশোধনসহ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব কমিশন পর্যায়ে গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

অধ্যায় - ২

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

২.১ তথ্য কমিশন ২০০৯ সালের ১লা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা তৈরী করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জনগণের দোরগোড়ায় এই আইনকে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিক-গণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ২০১৯ সনে তথ্য কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হচ্ছে:

২.১.১ আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ:

আলোচ্য ২০১৯ সনে তথ্য কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপক জোরদারকরণ। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত তথ্য কমিশন নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। তথ্য কমিশন দেশের সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের (আরটিআই) জন্য ম্যানুয়েল প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল নিয়ে সারাদেশের সব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষতঃ ঘনঘন বদলি জনিত কারণে নবনিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে এ আইন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা কমিশনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণের দ্রুত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে অনলাইন প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। সবদিক বিবেচনা করে কমিশন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য বেসরকারি সংস্থা এমআরডিআই এর সহযোগিতায় আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সটি চালু করে।

তথ্য কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বেসরকারি সংস্থা এমআরডিআই এর সহায়তায় অনলাইন প্রশিক্ষণের Platform টি তৈরি করে সারাদেশে বাস্তায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বছরে তথ্য কমিশন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণের এর উপর জোর দেন। অত:পর সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে এ প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্নকরণে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় এবং সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী এ প্রশিক্ষণটি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। পরবর্তীতে আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এমআরডিআই এর সহায়তায় ও উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এর সভাপতিত্বে সকল বিভাগে এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সকল জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় অনলাইন প্রশিক্ষণের গুরুত্ব, অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন করার নিয়মাবলী ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। আরটিআই এ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে উত্থাপিত প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনাপূর্বক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
দেশের সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের জন্য একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট http://www.infocom.gov.bd/ এ সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এটি নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাওয়া যাবে: http://courses.mrdibd.org/rtionline.php। অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউলটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো:

১। এই কোর্সটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঘরে বসে সহজেই সম্পন্ন করা যায়।

২। এক নাগাড়ে বসে আড়াই ঘণ্টায় অথবা রেজিস্ট্রেশনের দিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে কোর্সটি সম্পন্ন করা যায়।

৩। ১০টি ধাপে প্রশিক্ষণটিতে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারা এবং তথ্য প্রদানের নিয়মাবলী নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণ কোর্সে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তথ্য কমিশনের সাথে সেতুবন্ধনকারী হিসেবে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে।

৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক সাধারণ প্রশ্ন ও তার উত্তর (FAQ) সংযুক্ত আছে।

৫। প্রতিটি অধিবেশনের শেষে প্রশিক্ষণার্থীকে একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় (Quiz) অংশ নিতে হয়।

৬। অফলাইন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রতিটি অধিবেশনে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় (Quiz) অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক না হলেও চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় সকলকে অংশ নিতে হয়।

৭। চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার স্বীকৃতিস্বরূপ তথ্য কমিশন থেকে ইস্যুকৃত একটি সনদ পাওয়া যায় (ই-মেইলযোগে)।

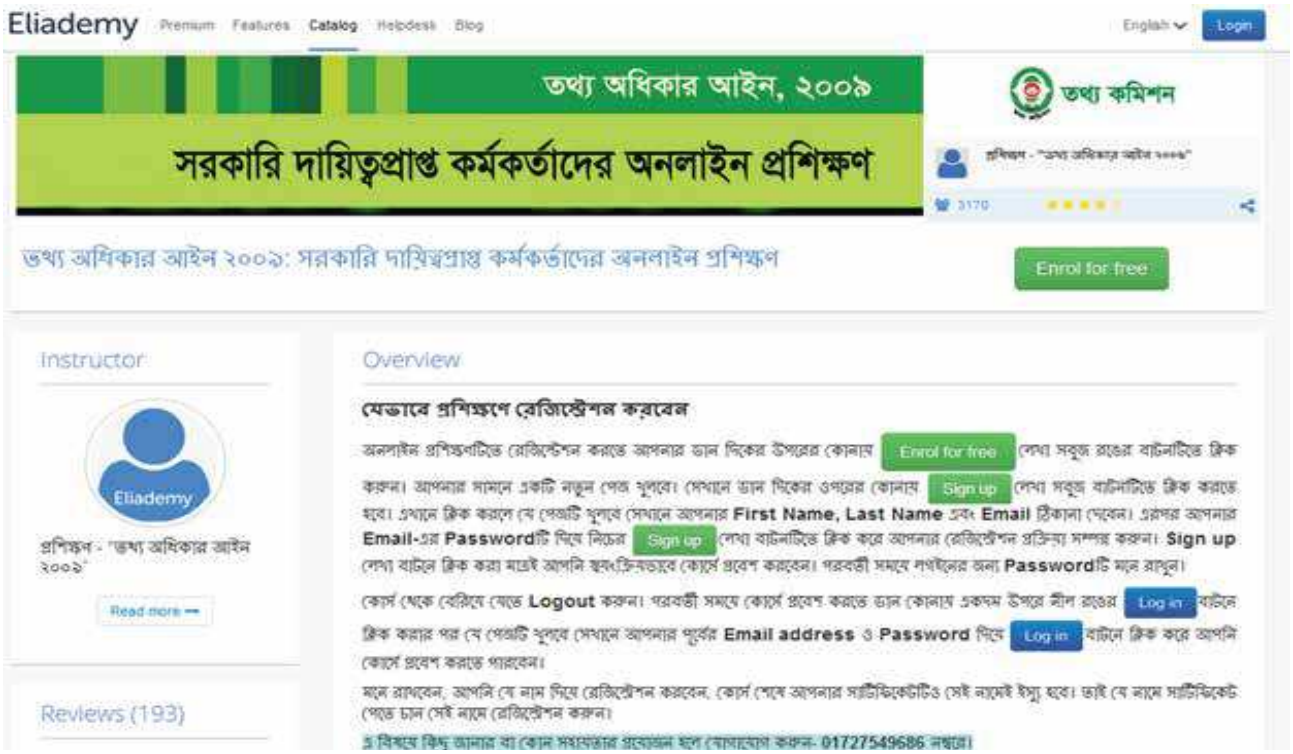

সিস্টেমটি চালু করার পর থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আগ্রহের সাথে অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তথ্য কমিশন অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে দেশের সকল জেলায় ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করে। অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার পর ডিসেম্বর, ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০,০০০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করে তথ্য কমিশনের সনদ নিয়েছেন। ডিসেম্বর, ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৫,০০০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করে তথ্য কমিশনের সনদ নিয়েছেন যা তথ্য কমিশন ও ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। অর্থাৎ ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৫,০০০ জন কর্মকর্তা উক্ত আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করেন।

২.১.২ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, অবহিতকরণ, প্রশিক্ষণ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সভা:

দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসনের সাথে তথ্য কমিশন ২০১৮ সালে প্রথম ভিডিও কনফারেন্স করে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য বয়ে আনে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে এবং অনলাইন ট্রেনিং সাপোর্ট বিষয়ক বিভাগীয় পরিকল্পনা সভার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে।

২০১৯ সনের মে মাসে তথ্য কমিশন এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ ও ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন চারটি জেলার সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়কে সম্পৃক্ত করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও অন্যান্য বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই মাসে তথ্য কমিশন এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ছয়টি জেলার সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়কে সম্পৃক্ত করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও অন্যান্য বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ২০১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে তথ্য কমিশন এবং মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়কে সম্পৃক্ত করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও অন্যান্য বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ক) সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরীতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় ও জেলা কমিটির সদস্য, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক বক্তব্য ও মতামত নেয়া হয়।

(খ) সভায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথা: তথ্য প্রদান ইউনিটের সংখ্যা, নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা, নিয়োগকৃত বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা, নিয়োগকৃত আপীল কর্তৃপক্ষের সংখ্যা, অনলাইন ট্রেনিং সম্পন্নকারীর সংখ্যা, অবশিষ্টদের অনলাইন ট্রেনিং সম্পন্নকরণের কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় ও জেলা কমিটির অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা, সিটিজেন চার্টার, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়।

(গ) ইত:পূর্বে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় সভাগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষত: অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণের জন্য প্রদত্ত সময়সীমা অনুসারে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

(ঘ) ভিডিও কনফারেন্সের পূর্বথেকে কিছু প্রশ্ন সরবরাহ করে সকল জেলার নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়:

- জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক টায়ারে তথ্য প্রদান ইউনিটের সংখ্যা।
- জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক টায়ারে তথ্য প্রদান ইউনিটসমূহে এ পর্যন্ত নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা।
- জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক টায়ারে তথ্য প্রদান ইউনিটসমূহে এ পর্যন্ত নিয়োগকৃত বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা।
- নিয়োগকৃত আপীল কর্তৃপক্ষের সংখ্যা।
- জেলায় নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে এ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনের উপর যতজন অনলাইন ট্রেনিং সম্পন্ন করেছেন তাদের সংখ্যা।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের উপর সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের অনলাইন ট্রেনিং সম্পন্নকরণের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কিনা?
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং না করে থাকলে পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে সভা করার ব্যবস্থা।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং না করে থাকলে পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে সভা করার ব্যবস্থা।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভা কোন্ কোন্ উপজেলা করেনি এবং না করে থাকলে পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে সভা করার ব্যবস্থা।
- জেলার কতগুলো তথ্য প্রদান ইউনিট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করেছে? না করে থাকলে কর্মপরিকল্পনা কী?
- জেলা ও উপজেলার সকল অফিসের সিটিজেন চার্টার আছে কিনা? সিটিজেন চার্টার না থাকলে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা কী?
- বিভিন্ন তথ্য প্রদান ইউনিটে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? কর্মপরিকল্পনা কী?
- জেলা প্রশাসকের বক্তব্য
- উপস্থিত সদস্যদের বক্তব্য

তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বরিশাল বিভাগের সকল জেলা প্রশাসনের সাথে ১৬ মে ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা।

তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসনের সাথে ১৫ মে ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা।

তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে মাদারীপুর জেলা প্রশাসনের সাথে ০৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা।

২.১.৩ তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

(ক) বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন: তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত কমিটিগুলো মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

(খ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রচার: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতি মাসে "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন"- বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও ও এফ.এম. বেতারে তথ্য অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

(গ) তথ্য অধিকার আইন মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ:
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য তথ্য কমিশন এই আইনটিকে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই তা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.১.৪ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন ও পরীক্ষামূলক আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমের শুভ উদ্বোধন:

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর ঘোষণা অনুযায়ী "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার" শীর্ষক এক কর্মশালা গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মূলত: সাংবাদিকগণ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকতা চর্চা, বিশেষত: এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর ও গভীরতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকদের উৎসাহিতকরণের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) ও প্রশিক্ষণ মডিউল চুড়ান্ত করা। দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, প্রধান প্রতিবেদক এবং সম্পাদকগণের অংশগ্রহণে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

"অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার" শীর্ষক কর্মশালা। কর্মশালার প্রধান অতিথি তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি, কর্মশালার সভাপতি প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, বিশেষ অতিথি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল মালেক (বর্তমানে তথ্য কমিশনার), তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার (সাবেক তথ্য কমিশনার), তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* এবং সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান।

প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব আবদুল মালেক (বর্তমান তথ্য কমিশনার)।

প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী মূল কর্মশালা ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেমের শুভ উদ্বোধন করেন। অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম চালু হওয়ায় দেশের জনগণ এখন থেকে অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

কর্মশালায় মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জনগণের ক্ষমতায়নে ২০০৯ সালে সরকার নবম পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে তথ্য কমিশন গঠন করতে তথ্য অধিকার আইন পাস করে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য কমিশন অনেক শক্তিশালী হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন সর্বক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন করতে অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এজন্য তিনি তথ্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম হাতিয়ার। তিনি বলেন, এই আইনের চর্চা বৃদ্ধির জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে

সচেতন করা, অনুপ্রাণিত করা, সেনসিটাইজ করা সাংবাদিকদের অন্যতম দায়িত্ব। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায়, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে, জনগণের অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণে, অসৎ ও গোপন তৎপরতা ফাঁস করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে সাংবাদিকগণ তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার করতে পারেন। বিশুদ্ধ তথ্য সম্বলিত গভীরতর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরীতে তথ্য অধিকার আইন অত্যন্ত কার্যকর ও নিরাপদ।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান। খসড়া প্রশিক্ষণ মডিউল ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন সাবেক তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন জিটিভি ও সারাবাংলা.নেট এর প্রধান সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইসতিয়াক রেজা।

একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও সিইও জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, ডিবিসি নিউজ এর সম্পাদক জনাব জায়েদুল আহসান পিন্টু, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন এর প্রধান নিউজ এডিটর জনাব আশীষ সৈকত, দৈনিক সমকালের সহযোগী সম্পাদক জনাব অজয় দাশ গুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ সাইফুল আলম চৌধুরী, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান, বিএনএনআরসি এর সিইও জনাব এ.এইচ.এম. বজলুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত কর্মশালায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও সিইও জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, দৈনিক সমকালের সহযোগী সম্পাদক জনাব অজয় দাশ গুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ সাইফুল আলম চৌধুরী, দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক জনাব শ্যামল দত্ত প্রমূখগণের অংশগ্রহণে একটি প্যানেল আলোচনা।

পরবর্তীতে ০৭-০৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অধিকতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

"অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। এ সময় তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ তৌফিকুল আলমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন পাস করে যা অত্যন্ত কার্যকর ও অনন্য একটি আইন। অন্য সকল আইন কর্তৃপক্ষ জনগণের উপর প্রয়োগ করে। তথ্য অধিকার আইনই একমাত্র আইন যেটি জনগণ কর্তৃপক্ষের উপর প্রয়োগ করে। এই আইন জনগণকে ক্ষমতায়িত করেছে। তথ্য অধিকার আইন জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রধান তথ্য কমিশনার আরো বলেন, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত গভীরতর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হবে তথ্য সমৃদ্ধ, কার্যকর, নিরাপদ, গুণগত মানসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, গভীর ও নির্ভরযোগ্য। এ সময় এমআরডিআই একটি প্রাকটিক্যাল সেশন পরিচালনা করে।

তথ্য অধিকার আইনের প্রচারে ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মিডিয়াকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধান তথ্য কমিশনার। সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ড. মো: গোলাম রহমান, তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ আলোচনা করেন। এসময় কীভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হয়, কীভাবে আপিল করতে হয়, কীভাবে অভিযোগ দায়ের করতে হয়, তথ্য প্রদান না করলে কী শাস্তির বিধান রয়েছে, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কীভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা যায় প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্যক ধারণা দেয়া হয়। কর্মশালায় এমআরডিআই একটি প্রাকটিক্যাল সেশন পরিচালনা করে।

"৭ থেকে ৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষকগণের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের ফটোশেসন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩২ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ তৌফিকুল আলম। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়।

নারী সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: ২৬ জুন ২০১৯ তারিখ তথ্য কমিশন হতে ঢাকা বিভাগের নারী সাংবাদিকদের "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে তথ্য কমিশন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। এছাড়া তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত নারী সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

"অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের ফটোশেসন।

অতঃপর ২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর ও গভীরতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় উৎসাহিতকরণের জন্য সিলেট বিভাগের নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, সিলেটের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ এবং বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি জনাব নাসিমুন আরা হক (মিনু)। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম।

২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে সিলেটে নারী সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে সিলেটে নারী সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

২.১.৫ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে 'RTI Online Tracking System' এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন:

'RTI Online Tracking System' এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে 'RTI Online Tracking System' এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি সিলেটে উক্ত পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ পলক এমপি, তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ। সিলেটের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ কাজী এমদাদুল ইসলাম সহ উক্ত বিভাগের বিভিন্ন সরকারি অফিসের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২.১.৬ "এসডিজি অর্জনে তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক সেমিনার:

"এসডিজি অর্জনে তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক এক সেমিনার ১১.০৯.২০১৯ তারিখ বিকেল ০২.৫০ ঘটিকায় তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এসডিজি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর এবং এনজিওসমূহের সমন্বয়ে উক্ত সেমিনারের আয়োজন করে তথ্য কমিশন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব শেখ মুজিবুর রহমান *এনডিসি*। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

"এসডিজি অর্জনে তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন কীভাবে আরো জোরালো করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলমসহ এসডিজি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর এবং এনজিওসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সেমিনার হতে গৃহীত সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- SDG বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল কর্তৃপক্ষকে Cross cutting issue হিসাবে আবশ্যিকভাবে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সক্রিয় হতে হবে । স্ব স্ব সেবা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের তথ্যে জনগণের অভিগমন স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকেই নিশ্চিত করতে হবে।
- ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সরকারি প্রচার যন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে বেসরকারি মিডিয়াকে সংযুক্ত করতে হবে।
- সারা দেশে সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে তৃণমূল জনগোষ্ঠির জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি/কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এসডিজি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন ।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪ স্তরের কমিটিকে আরো কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে, এজন্য বাজেটের প্রয়োজন রয়েছে।
- ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।
- এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে তথ্য কমিশনের লিংকেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- জাতিসংঘের এসডিজি সংক্রান্ত High Level Political Forum (HLPF) এর সাথে জাতীয় এসডিজি বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে । প্রতি বছর প্রেরিতব্য বার্ষিক প্রতিবেদনে [Voluntery National Reviews (VNR)] তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতির অধ্যায় সংযুক্ত করতে হবে ।
- UNESCO এর IPDC (International Programme for the Development of Communication)'র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এবং তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রণীত পথনকশায় (Mapping) শুধু অভীষ্ট ১৬ নয়, প্রযোজ্য সকল অভীষ্টেই তথ্য কমিশনকে সম্পৃক্ত করতে হবে ।
- জাতীয় এসডিজি বাস্তবায়ণকারী সংস্থার সহযোগিতায় এসডিজির ১৬.১০.২ সংক্রান্ত নিয়মিত Monitoring ও Reporting এর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি Full Template (ছক আকারে) তৈরি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য UNESCO এর IPDC একটি ছক (সংযুক্ত) তৈরি করেছে তা ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সুফল তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, কার্যকরকরণ ও বাস্তবায়ন। তাই জনস্বার্থে এর সফল প্রয়োগে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে আসবে। এ ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের SDG বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কের কার্যালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের General Economic Division (GED) ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে ।
- সকল দপ্তরে SDG এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে।
- আইনটিকে সকলের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য মুক্তপাঠ এবং শিশুদের জন্য কমিকস তৈরি করা যেতে পারে।
- বিশ্বের অন্যান্য দেশের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কৌশল জানার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
- সকল প্রতিষ্ঠানের ডাটার সমন্বয়ের মাধ্যমে তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন্বিত ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা যেতে পারে।

২.১.৭ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ:

২২-২৩ মে ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ০২ দিনব্যাপী তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ও তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* এর নেতৃত্বে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।

২ দিনব্যাপি উক্ত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্য, পটভূমি, তথ্যের সংজ্ঞা, কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা, আইনের ধারা ৭ অনুযায়ি যে সকল তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কতৃর্ক তথ্য প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদিসহ তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়।

১১ জুলাই ২০১৯ তারিখে বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) ও দি কার্টার সেন্টার এর যৌথ উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেশার্স কর্মশালার আয়োজন করে।

তথ্য কমিশনে গত ১১ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এনজিও কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেসার্শ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ উক্ত রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতাকে আরো শানিত করে এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে হালনাগাদ বিষয়াদি জানতে পারে। সাবেক তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* আইনটির বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্যক ধারণা দেন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।

১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। সাবেক তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনের পরিচালক (গ.প্র.প্র) ড. মো: আব্দুল হাকিম সহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (আরটিআই) উক্ত রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

২.১.৮ প্রধান তথ্য কমিশনারের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ:

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে গত ১০-১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনারগণের ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে গত ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে UNESCO কর্তৃক আয়োজিত মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং অন এসডিজি (পাবলিক একসেস টু ইনফরমেশন) বিষয়ক ওয়ার্কশপের ওয়ার্কিং গ্রুপের টিম লিডার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

UNESCO কর্তৃক আয়োজিত মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং অন এসডিজি (পাবলিক একসেস টু ইনফরমেশন) বিষয়ক ওয়ার্কশপের ওয়ার্কিং গ্রুপের টিম লিডার হিসেবে উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে কার্টার সেন্টারের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে কার্টার সেন্টারের পরিচালক (রুল অফ ল প্রোগাম) মিজ লরা ন্যুম্যান এবং তাঁর প্রতিনিধি দল প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সাথে তথ্য কমিশনে সাক্ষাৎ করে তথ্য অধিকার ও নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

তথ্য কমিশনের প্রতিনিধি দলের ইন্দোনেশিয়া সফর : গত ২৭-৩১ মে ২০১৯ পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী তথ্য কমিশনের আট সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্দোনেশিয়াতে সফর করেন। উক্ত সফরে ইন্দোনেশিয়ার তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিধি দলকে অবহিত করা হয় এবং বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়েও ইন্দোনেশিয়ার কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করা হয়। তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে, আর, শাহ্‌রিয়ার এ দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

২.১.৯ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য কমিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

(ক) তথ্য কমিশন ও একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর: তথ্য কমিশন ও এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম *পিএএ* উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*। এটুআই এর পক্ষে এটুআই প্রজেক্টের পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান *পিএএ* এবং তথ্য কমিশনের পক্ষে তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

তথ্য কমিশন ও এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমকে একসেবা সিস্টেমের আওতায় এনে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন, অভিযোগ দায়ের এবং অনলাইনের মাধ্যমে তার সর্বশেষ অবস্থা জানতে সহায়তা করা, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের উক্ত কাজে সহায়তা করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া, আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমকে ৩৩৩ কল সেন্টারের সাথে সংযুক্ত করা, ৩৩৩ কল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে সেবা ও যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা, ৩৩৩ কল সেন্টারের এজেন্টদের উক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া, বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রমকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্মারকের মেয়াদ স্বাক্ষরিত হওয়ার দিন থেকে ০৫ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং উভয়পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে পরবর্তীতে এই মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

(খ) তথ্য কমিশন ও টিআইবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরঃ

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতিরোধ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও এ সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশীজনের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ এবং টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ তৌফিকুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন) জে. আর. শাহরিয়ার, পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিমসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য কমিশন ও টিআইবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আগারগাঁওয়ে তথ্য কমিশন কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর ব্যবহারে তরুণদের সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমে সহযোগিতা, গণমাধ্যম যোগাযোগ ও প্রচারণা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ে তথ্য কমিশন ও টিআইবি একযোগে কাজ করবে। সমঝোতা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যথাযথ মান অনুসরণ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য কমিশন ও টিআইবি যৌথভাবে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি আইন অনুযায়ী সঠিক প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরুণদের নিয়ে যৌথভাবে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী/স্বশিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করবে। রোভার স্কাউট, গার্ল ইন স্কাউটিং গার্লস গাইড, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ও টিআইবির ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সহ তরুণদের নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে তথ্য কমিশন ও টিআইবি যৌথভাবে তথ্য অধিকার বিষয়ক রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। এছাড়া তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্টুনভিত্তিক স্টিকার, অ্যানিমেশন, তথ্যচিত্র/ভিডিও তৈরি করে তা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ, প্রচার ও বিতরণ করবে এবং কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক বার্তা/বিজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সমঝোতা স্মারকের আওতায় তথ্য কমিশন ও টিআইবি যৌথভাবে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতামূলক শোভাযাত্রা, সেমিনার, আলোচনা সভা ও তথ্য মেলার আয়োজন করবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে জেলা/উপজেলা প্রশাসন ও টিআইবির অনুপ্রেরণায় দেশের ৪৫টি অঞ্চলে গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সাথে সমন্বয় করে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও তথ্য মেলার আয়োজন করবে। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, বর্তমান সরকারপ্রধান দুর্নীতি দমনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তথ্য কমিশন এবং টিআইবির এই যৌথ কার্যক্রম

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে জোরালো ভূমিকা রাখবে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তথ্য কমিশন এবং টিআইবির যৌথ কার্যক্রম এই আইন বাস্তবায়নকে আরো কার্যকর করবে।

উল্লেখ্য, এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ স্বাক্ষরিত হওয়ার দিন থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং উভয়পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে পরবর্তীতে এই মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

২.১.১০ তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন:

তথ্য অধিকার আইন চর্চায় কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত ২০১৮ সালে প্রথম তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় এবং তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় চলতি বছর তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় এবং সাতটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) যথা মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর-টিআই), তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় নির্বাচিতদের এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। নীতিমালাটি পরিশিষ্ট 'গ' তে প্রদর্শিত হলো।

উক্ত নীতিমালা অনুসারে গঠিত বাছাই কমিটি সারাদেশের সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিভিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে পুরস্কারের সুপারিশমালা তৈরী করেন যা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সাতটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) যথা মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় নির্বাচিতদের এই পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

২.১.১১ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী ও নিষ্পত্তিকরণ:

তথ্য কমিশনের অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা। তথ্য কমিশনে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি, ২০১৫ সালে ৩৩৬ টি, ২০১৬ সালে ৫৩৯ টি, ২০১৭ সালে ৫৩০ টি, ২০১৮ সালে ৭৩২ টি এবং ২০১৯ সালে ৬২৮টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তথ্য কমিশনে প্রতিমাসে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোগের শুনানী করা হয়।

২.১.১২ তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:

তথ্য কমিশনের তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে তথ্য কমিশনে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন, জাতীয় শোক দিবস পালন, প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে। তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো:

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন

তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলমের নেতৃত্বে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদানের মাধ্যমে তথ্য কমিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদানের মাধ্যমে তথ্য কমিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও গভীর শোক প্রকাশ।

তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তথ্য কমিশনে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত দোয়া মাহফিলে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে.আর.শাহরিয়ার, পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিম, প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ গোলাম কবির, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান, উপপরিচালক (গ.প্র.প্র.) জনাব এ.কে.এম.তারিকুল আলমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মাহফিল শেষে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে বিশেষ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা।

২.২ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ:

ক. জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস হওয়ার পর তথ্য কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তিতে দেশের সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে জনঅবহিতকরণ সভা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সনে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলায় এবং ২০১৬ সনে ১৬টি জেলার ১০২টি উপজেলায়, ২০১৭ সনে ২০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায়, ২০১৮ সনে ০৮টি জেলার ৭৩টি উপজেলায় এবং ২০১৯ সনে ০১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৭ টি জেলার ১৩১ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে যেসকল জেলার উপজেলাতে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	ঢাকা	০১. মাদারীপুর	রাজৈর, কালকিনি, শিবচর, মাদারীপুর
		০২. শরীয়তপুর	ডামুড্যা, গোসাইরহাট, নড়িয়া, শরীয়তপুর সদর, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ
		০৩. গাজীপুর	গাজীপুর সদর, কালীগঞ্জ, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর
০২.	বরিশাল	০১. পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, ইন্দুরকানী, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, কাউখালী, নেছারাবাদ, ভান্ডারিয়া,
		০২. ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, রাজাপুর, কাঠালিয়া, নলছিটি,
০৩.	চট্টগ্রাম	০১. চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, শাহারাস্তি, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, কচুয়া, হাজীগঞ্জ
		০২. ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী, দাগনভূইঞা, পরশুরাম, ফুলগাজী
		০৩. ব্রাহ্মনবাড়িয়া	ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর, নবীনগর, আশুগঞ্জ, বাঞ্চারামপুর, বিজয়নগর, কসবা,নাসিরনগর, সরাইল, আখাউড়া
		০৪. চট্টগ্রাম	লোহাগড়া, বাশঁখালী, চন্দনাইশ, সীতাকুন্ডু, সন্দ্বীপ, ফটিকছড়ি, আনোয়ারা, পটিয়া, বোয়ালখালী, সাতকানিয়া, মীরসরাই, কর্ণফুলী, হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া
		০৫. নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি, সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, হাতিয়া, সেনবাগ, চাটখিল,
০৪.	সিলেট	০১. সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, দক্ষিন সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, ছাতক, দিরাই, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, শাল্লা, দোয়ারাবাজার
০৫.	রাজশাহী	০১. নওগাঁ	নওগাঁ সদর, বদলগাছী, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর, পত্নিতলা, ধামাইরহাট, মান্দা, রাণীনগর, আত্রাই, গাপাহার, পোরশা
		০২. চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নাচোল, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ
		০৩. বগুড়া	বগুড়া সদর, শিবগঞ্জ, শেরপুর, শাজাহানপুর, সোনাতলা, ধুনট, সারিয়াকান্দি, গাবতলী,কাহালু, নন্দীগ্রাম, আদমদিঘি, দুপচাঁচিয়া
০৬.	খুলনা	০১. খুলনা	বটিয়াঘাটা, ফুলতলা, দাকোপ, কয়রা, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, রুপসা, ডুমুরিয়া, তেরখাদা
		০২. সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, কলারোয়া, আশাশুনি, দেবহাটা, শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, তালা
		০৩. নড়াইল	নড়াইল সদর, লোহাগড়া, কালিয়া

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় খুলনা জেলায় বর্ধিত আকারে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। উক্ত সভায় খুলনা বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারসহ বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা প্রশাসকসহ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় খুলনা জেলায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় গাজীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা

২৩ জুন ২০১৯ তারিখে নড়াইল জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং জেলা অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে সভা।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*।

২৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে চাঁদপুর জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিসন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্য ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা। উক্ত সভাতে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* ও জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাজেদুর রহমান খান।

বরিশালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম বিষয়ক অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সন থেকে ২০১৯ সন পর্যন্ত ৬২ টি জেলার ৪৭২ টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে এবং প্রতিটি সভায় প্রায় ৩ থেকে ৪ শত লোক অংশগ্রহণ করেছেন।

খ. প্রশিক্ষণ: তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ১৭ টি জেলার ১৩১ টি উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অফিস প্রধানগণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং প্রতিটি উপজেলায় কমবেশী ৬০ জনকে তথ্য অধিকার বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১৯ সনে যে সকল উপজেলায় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে তা নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	ঢাকা	০১. মাদারীপুর	রাজৈর, কালকিনি, শিবচর, মাদারীপুর
		০২. শরীয়তপুর	ডামুড্যা, গোসাইরহাট, নড়িয়া, শরীয়তপুর সদর, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ
		০৩. গাজীপুর	গাজীপুর সদর, কালীগঞ্জ, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর
০২.	বরিশাল	০১. পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, ইন্দুরকানী, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, কাউখালী, নেছারাবাদ, ভান্ডারিয়া,
		০২. ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, রাজাপুর, কাঠালিয়া, নলছিটি,
০৩.	চট্টগ্রাম	০১. চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, শাহারাস্তি, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, কচুয়া, হাজীগঞ্জ
		০২. ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী, দাগনভূইঞা, পরশুরাম, ফুলগাজী
		০৩. ব্রাহ্মনবাড়িয়া	ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর, নবীনগর, আশুগঞ্জ, বাঞ্চারামপুর, বিজয়নগর, কসবা, নাসিরনগর, সরাইল, আখাউড়া
		০৪. চট্টগ্রাম	লোহাগড়া, বাশঁখালী, চন্দনাইশ, সীতাকুন্ডু, সন্দ্বীপ, ফটিকছড়ি, আনোয়ারা, পটিয়া, বোয়ালখালী, সাতকানিয়া, মীরসরাই, কর্ণফুলী, হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া
		০৫. নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি, সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, হাতিয়া, সেনবাগ, চাটখিল,

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০৪	সিলেট	০১. সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, দক্ষিন সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, ছাতক, দিরাই, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, শাল্লা, দোয়ারাবাজার
০৫.	রাজশাহী	০১. নওগাঁ	নওগাঁ সদর, বদলগাছী, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর, পত্নিতলা, ধামাইরহাট, মান্দা, রাণীনগর, আত্রাই, সাপাহার, পোরশা
		০২. চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নাচোল, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ
		০৩. বগুড়া	বগুড়া সদর, শিবগঞ্জ, শেরপুর, শাজাহানপুর, সোনাতলা, ধুনট, সারিয়াকান্দি, গাবতলী, কাহালু, নন্দীগ্রাম, আদমদিঘি, দুপচাঁচিয়া
০৬.	খুলনা	০১. খুলনা	বটিয়াঘাটা, ফুলতলা, দাকোপ, কয়রা, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, রুপসা, ডুমুরিয়া, তেরখাদা
		০২. সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, কলারোয়া, আশাশুনি, দেবহাটা, শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, তালা
		০৩. নড়াইল	নড়াইল সদর, লোহাগড়া, কালিয়া

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও জনঅবহিতকরণ সভা।
তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর জেলায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা ও আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম বিষয়ক অবহিকরণ সভা। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*।

২.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারি/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে ০১ জানুয়ারী, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে ৮৯০ জন ও বেসরকারি সংস্থায় ৫ জনসহ সর্বমোট নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৮৯৫ জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারি	এনজিও	মোট সংখ্যা
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৮৩	৫১১২
২০১৪	১৭৭৪	১০১	১৮৭৫
২০১৫	২৭৫	৩০৮৮	৩৩৬৩
২০১৬	৫৮২	০২	৫৮৪
২০১৭	৫৭	০০	৫৭
২০১৮	১৭০৯২	৪১	১৭১৩৩
২০১৯	৮৯০	৫	৮৯৫
সর্বমোট সংখ্যা	৩৫২৮৩ জন	৬৯০৫ জন	৪২১৮৮ জন

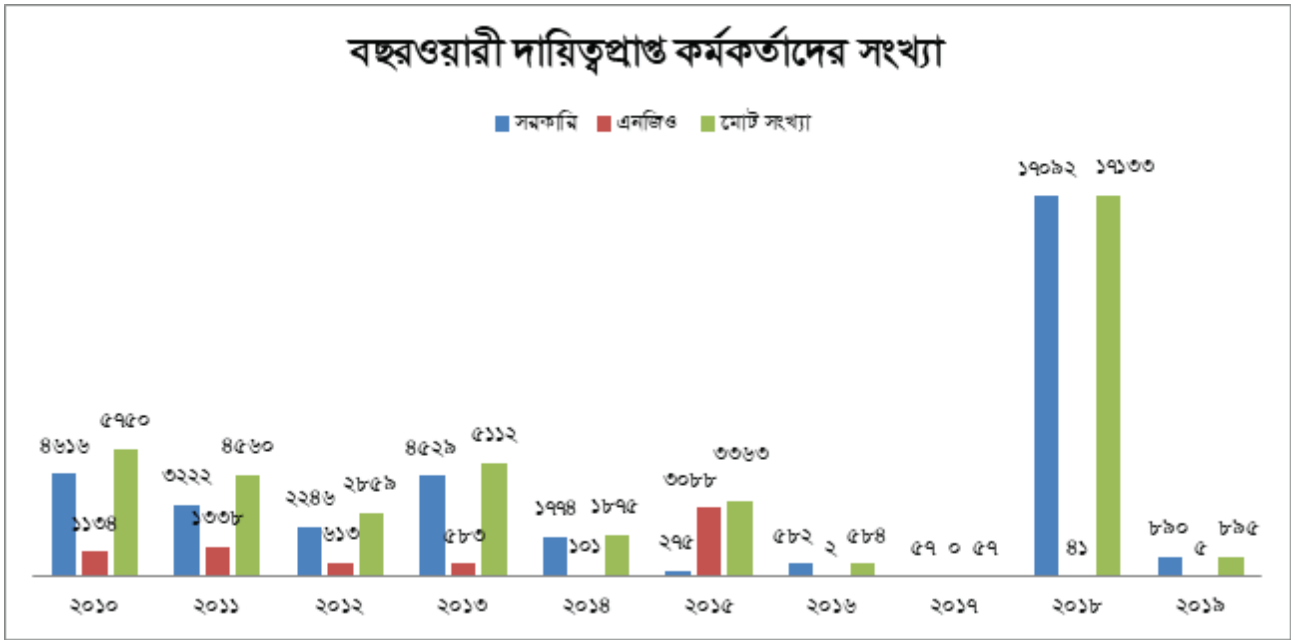

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১৯ সন পর্যন্ত সরকারি দপ্তরগুলো ও এনজিও-তে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরিসংখ্যান

দপ্তরগুলোর শ্রেণী	সংখ্যা	হার
সরকারি ও সরকারি সাহায্যপুষ্ট	৩৫২৮৩	৮৩.৬৩%
এনজিও	৬৯০৫	১৬.৩৭%
মোট	৪২১৮৮	১০০%

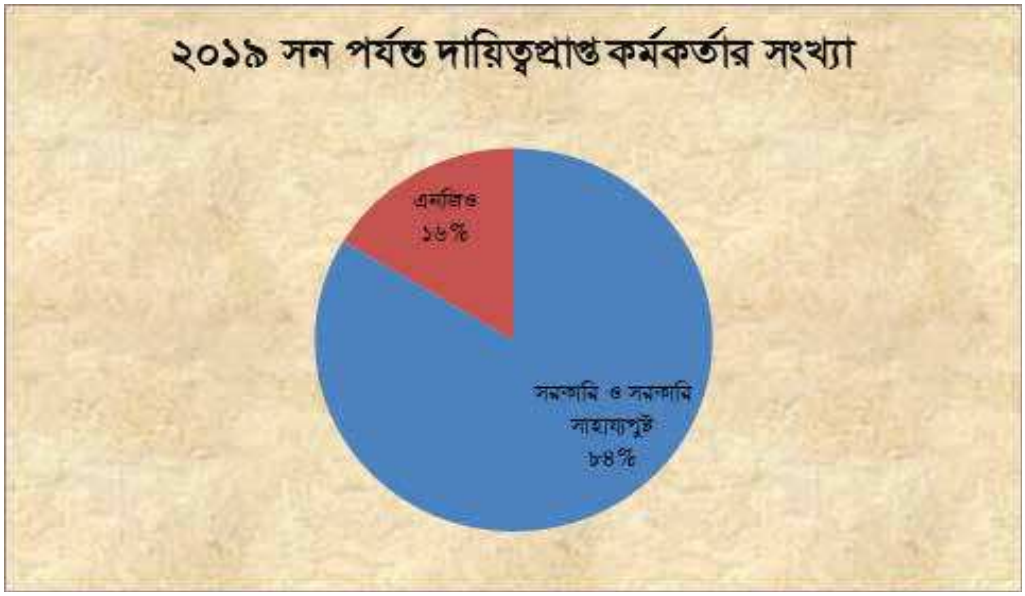

২.৪ তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর:

১	-	৩	৩	০	১	-	০	০	০	১	-	১	৮	০	৭

২.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ:

তথ্য কমিশন ২০১০ সাল থেকে সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। তথ্য কমিশন ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউপি সচিবগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, ২০১৬ সনে ৫৯২০ জন, ২০১৭ সালে ৮,৮২০ জন ও ২০১৮ সনে ৪,৬৫৬ জন এবং ২০১৯ সনে ৭,৭৫৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২০১৯ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের ২৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ৩১ জন সাংবাদিককে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পুলিশ স্টাফ কলেজ মিরপুর, ঢাকায় ২৩ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে, ৫৪ জন নারী সাংবাদিককে এবং বেসরকারী সংস্থা সিসিডি, সাভার, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষনে ৬২ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ১৭ টি জেলার মোট ১৩১ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ৭,৫৫৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, কতিপয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় তাদের কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট বিশেষত: বিপিএটিসি, আরপিএটিসি, এনআইএলজি, বার্ড, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, ভূমি প্রশাসন কেন্দ্র, পুলিশ ষ্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেইনিং স্কুল, এনএপিডিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারবৃন্দ এবং কমিশনের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

২০১৯ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো:

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম ও প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
রাজশাহী	০১। নওগাঁ	নওগাঁ সদর	৫৭ জন	৬২৮ জন
		বদলগাছী	৬০ জন	
		নিয়ামতপুর	৫৭ জন	
		মহাদেবপুর	৫৬ জন	
		পত্নিতলা	৫৬ জন	
		ধামাইরহাট	৬০ জন	
		মান্দা	৫৩ জন	
		রাণীনগর	৫৯ জন	
		আত্রাই	৫৮ জন	
		সাপাহার	৫২ জন	
		পোরশা	৬০ জন	

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম ও প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
রাজশাহী	০২। চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	৬০ জন	২৮৮ জন
		নাচোল	৫৩ জন	
		গোমস্তাপুর	৫৭ জন	
		ভোলাহাট	৫৮ জন	
		শিবগঞ্জ	৬০ জন	
	০৩। বগুড়া	বগুড়া সদর	৫৫ জন	৬৭৫ জন
		শিবগঞ্জ	৬০ জন	
		শেরপুর	৫৯ জন	
		শাজাহানপুর	৬০ জন	
		সোনাতলা	৫৫ জন	
		ধুনট	৬০ জন	
		সারিয়াকান্দি	৬০ জন	
		গাবতলী	৫৩ জন	
		কাহালু	৫৮ জন	
		নন্দীগ্রাম	৫৯ জন	
		আদমদিঘি	৪৯ জন	
		দুপচাঁচিয়া	৪৭ জন	
চট্টগ্রাম	০১। চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	৬০ জন	৪৭১ জন
		শাহারাস্তি	৫৭ জন	
		হাইমচর	৬০ জন	
		ফরিদগঞ্জ	৬০ জন	
		মতলব উ:	৬০ জন	
		মতলব দ:	৬০ জন	
		কচুয়া	৬০ জন	
		হাজীগঞ্জ	৫৪ জন	
	০২। ফেনী	ফেনী সদর	৬০ জন	৩৪১ জন
		ছাগলনাইয়া	৬০ জন	
		সোনাগাজী	৫৭ জন	
		দাগনভূইঞা	৫৭ জন	
		পরশুরাম	৪৭ জন	
		ফুলগাজী	৬০ জন	
	০৩। ব্রাহ্মনবাড়িয়া	ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর	৬০ জন	৫৩৭ জন
		নবীনগর	৬০ জন	
		আশুগঞ্জ	৬০ জন	
		বাঞ্চারামপুর	৬০ জন	
		বিজয়নগর	৬০ জন	
		কসবা	৬০ জন	
		নাসিরনগর	৫৭ জন	
		সরাইল	৬০ জন	
		আখাউড়া	৬০জন	

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম ও প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
চট্টগ্রাম	০৪। চট্টগ্রাম	লোহাগড়া	৫৫ জন	৮৫৪ জন
		বাশঁখালী	৬০ জন	
		চন্দনাইশ	৫০ জন	
		সীতাকুন্ডু	৫৪ জন	
		সন্দ্বীপ	৬০ জন	
		ফটিকছড়ি	৬০ জন	
		আনোয়ারা	৬০ জন	
		পটিয়া	৬০ জন	
		বোয়ালখালী	৬০ জন	
		সাতকানিয়া	৫৪ জন	
		মীরসরাই	৬০ জন	
		কর্ণফুলী	৪৪ জন	
		হাটহাজারী	৫৭ জন	
		রাউজান	৬০ জন	
		রাঙ্গুনিয়া	৬০ জন	
	০৫। নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	৬০ জন	৫২২ জন
		বেগমগঞ্জ	৬০ জন	
		সোনাইমুড়ি	৬০ জন	
		সুবর্ণচর	৫৬ জন	
		কোম্পানীগঞ্জ	৬০ জন	
		কবিরহাট	৫২ জন	
		হাতিয়া	৬০ জন	
		সেনবাগ	৫৪ জন	
		চাটখিল	৬০ জন	
ঢাকা	০১. মাদারীপুর	রাজৈর	৫৪ জন	২৩৪ জন
		কালকিনি	৬০ জন	
		শিবচর	৬০ জন	
		মাদারীপুর	৬০ জন	
	০২. শরীয়তপুর	ডামুড্যা	৬০ জন	৩৫৩ জন
		গোসাইরহাট	৫৮ জন	
		নড়িয়া	৬০ জন	
		শরীয়তপুর সদর	৫৮ জন	
		জাজিরা	৬০ জন	
		ভেদরগঞ্জ	৫৭ জন	
	০৩. গাজীপুর	গাজীপুর সদর	৬০ জন	৩০০ জন
		কালীগঞ্জ	৬০ জন	
		কালিয়াকৈর	৬০ জন	
		কাপাসিয়া	৬০ জন	
		শ্রীপুর	৬০ জন	

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম ও প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
খুলনা	০১. খুলনা	বটিয়াঘাটা	৫৮ জন	৫২৩ জন
		ফুলতলা	৬০ জন	
		দাকোপ	৫৪ জন	
		কয়রা	৬০ জন	
		দিঘলিয়া	৬০ জন	
		পাইকগাছা	৬০ জন	
		রুপসা	৫১ জন	
		ডুমুরিয়া	৬০ জন	
		তেরখাদা	৬০ জন	
	০২. সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	৬০ জন	৩৮৫ জন
		কলারোয়া	৫৬ জন	
		আশাশুনি	৪৬ জন	
		দেবহাটা	৬০ জন	
		শ্যামনগর	৫০ জন	
		কালিগঞ্জ	৬০ জন	
		তালা	৫৩ জন	
	০৩. নড়াইল	নড়াইল সদর	৫৮ জন	১৭৮ জন
		লোহাগড়া	৬০ জন	
		কালিয়া	৬০ জন	
বরিশাল	০১। পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	৬০ জন	৪০২ জন
		ইন্দুরকানী	৫৭ জন	
		মঠবাড়িয়া	৬০ জন	
		নাজিরপুর	৫৩ জন	
		কাউখালী	৬০ জন	
		নেছারাবাদ	৫২ জন	
		ভান্ডারিয়া	৬০ জন	
	০২। ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	৬০ জন	২৩৩ জন
		রাজাপুর	৬০ জন	
		কাঠালিয়া	৬০ জন	
		নলছিটি	৫৩ জন	
সিলেট	০১। সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর	৬০ জন	৬৩২ জন
		জামালগঞ্জ	৬০ জন	
		দক্ষিন সুনামগঞ্জ	৫২ জন	
		ধর্মপাশা	৬০ জন	
		জগন্নাথপুর	৫৩ জন	
		ছাতক	৬০ জন	
		দিরাই	৫৬ জন	
		সুনামগঞ্জ সদর	৬০ জন	
		বিশ্বম্ভরপুর	৫৭ জন	
		শাল্লা	৬০ জন	
		দোয়ারাবাজার	৫৪ জন	
			মোট	৭৫৫৬ জন

২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩৮,২১০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া ২০১৯ সালে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) ৭,৭৫৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৪৫,৯৬৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।

২০১৯ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত সারণী :

সাল	মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অধিদপ্তর /সংস্থার	সাংবাদিক	জেলা ও উপজেলা	এনজিও	অন্যান্য
২০১৯	৭,৭৫৩ জন	২৭ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (টিওটি)	২৩ জন পুলিশ কর্মকর্তা	৫৪ জন	১৭ টি জেলার ১৩১ টি উপজেলায় ৭৫৫৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	৬২ জন	৩১ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (টিওটি)

২.৭ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্রঃ

সাল	বছরওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	আরটিআই অনলাইন ট্রেনিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১০	১৫২	-
২০১১	২০৯৪	-
২০১২	২০৬৭	-
২০১৩	৪২৮৭	-
২০১৪	৭৬০১	-
২০১৫	২৬১৩	-
২০১৬	৫৯২০	-
২০১৭	৮৮২০	৫০,০০০ (প্রায়)
২০১৮	৪৬৫৬	
২০১৯	৭৭৫৩	৫,০০০ (প্রায়)

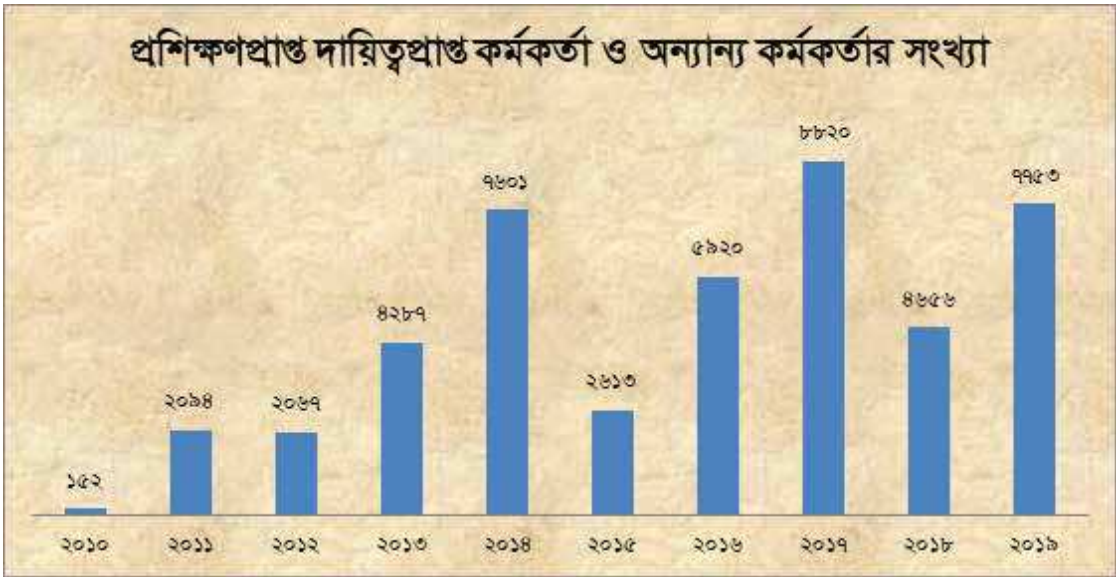

মোট প্রশিক্ষণকৃত ৪৫,৯৬৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে ২০১০ সালে ১৫২ জন, ২০১১ সালে ২০৯৪ জন, ২০১২ সালে ২০৬৭ জন, ২০১৩ সালে ৪২৮৭ জন, ২০১৪ সালে ৭৬০১ জন, ২০১৫ সালে ২৬১৩ জন, ২০১৬ সালে ৫৯২০ জন ও ২০১৭ সালে ৮৮২০ জন , ২০১৮ সালে ৪৬৫৬ জন এবং ২০১৯ সালে ৭,৭৫৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা উপর্যুক্ত চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

পাশাপাশি আরটিআই অনলাইন ট্রেনিং এর মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৮ সাল পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ৫০,০০০ জন কর্মকর্তা (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আরটিআই নলাইন ট্রেনিং এর মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ৫৫,০০০ জন কর্মকর্তা (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ২০১৯ সালে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) সারাদেশে প্রায় ৫,০০০ জন কর্মকর্তা (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

২.৮ আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম:

রাষ্ট্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ গণতন্ত্র ও সুশাসনের পূর্বশর্ত। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হল সরকারি তথ্য উন্মুক্ত করে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে জনসাধারণ যেকোনো সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। তথ্য না পেলে বা সন্তুষ্ট না হলে আপীল করা যাবে। যদি কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে নাগরিক সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যাবে। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য পেতে আবেদন করার পদ্ধতি চালু রয়েছে। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যদি এই সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে নাগরিকের সময়, অর্থ ও শ্রম অনেক সাশ্রয় হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির পথকে সুগম করতে সম্প্রতি তথ্য কমিশন এবং ডিনেট যৌথভাবে 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' উদ্ভাবন করেছে, যা পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে জনগণের তথ্য চাওয়ার একটি অনলাইন ব্যবস্থা। সিস্টেমটি তৈরিতে এটুআই প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহায়তা প্রদান করেছে। সিস্টেম'টি বাস্তবায়ন ও উত্তরোত্তর উন্নয়নে ডিনেট তথ্য কমিশনকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি' তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতাধীন সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য পর্যায়ক্রমিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও ডিনেট একযোগে কাজ করছে।

চিত্র: আরটিআই- ওটিএস সাইকেল

আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমে প্রধানত ০৪ (চার) ধরণের ব্যবহারকারী রয়েছে। এরা হচ্ছে নাগরিক, দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশন। নাগরিক সিস্টেমটি ব্যবহার করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারবেন। আবেদন সম্পন্ন হলে নাগরিক একটি মোবাইল এসএমএস পাবে। এতে সিস্টেম হতে নাগরিককে একটি ট্র্যাকিং আইডি ও পাসকোড দেয়া হবে। আইডি পাসকোড ব্যবহার করে পরবর্তীতে নাগরিক তাঁর আবেদন, আপীল ও অভিযোগের অবস্থা যাচাই (ট্র্যাকিং) করতে পারবেন।

একইভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও ডেস্ক অফিসার, তথ্য কমিশন এর কাছে মোবাইল এলার্ট এসএমএস প্রদান করা হবে। ফলশ্রুতিতে সিস্টেমটি ব্যবহার করে সময়মত আবেদন, আপীল ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এই ওয়েবসাইটটি নাগরিক নিজে অথবা সহযোগীর মাধ্যমে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনসহ সবাই ব্যবহার করতে পারবে। এখন নাগরিক স্বশরীরে নির্দিষ্ট অফিসে না এসেই ঘরে বসে বা ইন্টারনেট আছে এমন যেকোনো স্থানে বসেই সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। নাগরিক নিজে যদি সিস্টেমটি ব্যবহার করতে না পারেন তবে সাপোর্ট সহকারীদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

এ জন্য সহকারী নিজে নিবন্ধন করে অথবা না করে আবেদন কারীকে সহযোগিতা করতে পারবেন। নাগরিক আবেদনের ক্ষেত্রে নিবন্ধন করে অথবা না করে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। তবে নিবন্ধন করে নিলে সুবিধা বেশী। এ ক্ষেত্রে একাধিক আবেদনের ক্ষেত্রে বার বার তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করতে হবে না। সিস্টেটিতে কেন্দ্রিয় আরটিআই ওয়াকিং কমিটির প্রধান কে, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অভেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে অ্যাডমিন প্রদান করার পরিকল্পনা রয়েছে যার মাধ্যমে প্রত্যেক কমিটি তার আওতাধীন দপ্তরের প্রাপ্ত আবেদন, আপীলের ও অভিযোগের অগ্রগতি দেখতে পারবেন। সিস্টেমটির অনলাইন ঠিকানা: rtitracking.infocom.gov.bd। এছাড়া সিস্টেমটি তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট infocom.gov.bd এর ০৪ (চার) নং সেবা বক্স হতেও ব্যবহার করা যাবে।

আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমের সুবিধা:

- ✓ নাগরিককে সশরীরে নির্দিষ্ট অফিসে এসে আবেদন করার প্রয়োজন হবে না। ঘরে বসে বা ইন্টারনেট আছে এমন যেকোনো স্থানে বসেই সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।
- ✓ তথ্যের জন্য আবেদনের পর একটি ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে নাগরিক তার আবেদনপত্রের সার্বিক অবস্থা সর্ম্পকে জানতে পারবেন। ফলে আবেদনকারী নাগরিককে বারবার নির্দিষ্ট অফিসে আসতে হবে না।
- ✓ তথ্য প্রদানে নিয়োজিত দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য কমিশনসহ সবাই প্রত্যেকটি আবেদনের উত্তর ও সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন নিজ অফিসে বসেই।
- ✓ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ এই সিস্টেমটি ব্যবহার করে অনলাইনে নিবন্ধন ও পরবর্তীতে তাঁদের তথ্য হালনাগাদ করতে পারবেন।
- ✓ এই অনলাইনভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রতিটি আবেদন, আপীল ও অভিযোগের অফিস বা এলাকাভিত্তিক সার্বিকচিত্র ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক জানা ও পরিবীক্ষণ করা যায় এবং সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে ব্যবহার করা যায়।
- ✓ আরটিআই-ওটিএস এর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হবে, যার ফলে মোবাইলের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন, আপীল ও অভিযোগ করা যাবে।
- ✓ আরটিআই-ওটিএস ব্যবহার করে কোন নাগরিক তথ্যের জন্য আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে সাথে সাথে একটি এসএমএস যায়। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাৎক্ষনিক নাগরিককে তথ্য প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয় এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

গত ০৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক কর্মশালায় আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য সচিব জনাব আবদুল মালেক ও সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো: গোলাম রহমান।

চিত্র: আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি

২৫ জুন ২০১৯ আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম বাস্তবায়নে একটি কারিগরি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ মহোদয়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ও জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* মহোদয়। কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, ডিনেট ও বিসিসিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা থেকে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম বাস্তবায়নে একটি অপারেশনাল গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়।

চিত্র: আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম বাস্তবায়ন শীর্ষক কারিগরি কর্মশালা

প্রথম পর্যায়ে সিলেট জেলা ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহোযোগিতায় চার দিনব্যাপি (২৮-৩১ জুলাই, ২০১৯) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ১৯ জন আপীল কর্তৃপক্ষ, ৫৫ জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ৩৭ জন ইউডিসি ও এনজিও উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, বিশেষ অতিথি হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সিলেট উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ফলপ্রসু করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষক ছিলেন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও আইটি), সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য কমিশন ও ডিনেটের টেকনিক্যাল কর্মকর্তাবৃন্দ।

চিত্র: প্রশিক্ষণ কার্মসূচিতে উপস্থিত মাননীয় তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*; বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সিলেট ও পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে আর শাহরিয়ার, তথ্য কমিশন।

আপ্লিকেশনটি পাইলটের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর আঞ্চলিক কার্যালয় সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থী ও সরকারী দপ্তরের দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকমন্ডলির ছবি ।

চিত্র: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর আঞ্চলিক কার্যালয় সিলেটে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থী - সরকারী দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকমন্ডলির ছবি

আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং ইতোমধ্যেই টেস্টিং এর জন্য ১৮৬২৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তাদের আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য কমিশনের নিকট বিদ্যমান ডাটাবেইস থেকে মাইগ্রেট করে দেয়া হয়েছে। সিস্টেমটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের হালনাগাদ তথ্য আপলোড করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অ্যাপ্লিকেশনটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন জেলায় অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করে ব্যবহারকারীদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী সিস্টেমটি হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ব্যবহারবিধি (আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য):

প্রথম ধাপ: যে কোন ওয়েব ব্রাউজারের (মোজিলা, গুগল ক্রোম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইত্যাদি) মাধ্যমে এই সাইটটি ব্যবহার করা যাবে। যেকোন একটি ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে rtitracking.infocom.gov.bd এই লিংকটির মাধ্যমে সাইটে প্রবেশ করতে হবে। অথবা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট (infocom.gov.bd) থেকেও সরাসরি এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার লিংক পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় ধাপ: সিস্টেমটি বাংলা এবং ইংরেজী এই দুই ভাষাতে ব্যবহার করা যাবে। মূলপাতার উপরে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি লেখা বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমে কাঙ্খিত ভাষাটি নির্বাচন করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ: ওয়েবসাইটের 'নিবন্ধন' বাটনে ক্লিক করলে ড্রপ-ডাউনে চারটি অপশন দেখা যাবে। অপশনগুলোর মধ্য থেকে 'আপীল কর্তৃপক্ষ' এর উপর ক্লিক করলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনের পৃষ্ঠাটি দেখা যাবে।

চিত্র: আপীল কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন মেনু।

আপীল কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল তথ্য:-

- ড্রপ-ডাউন থেকে অফিসের ঠিকানা চিহ্নিত করতে হবে।
- ড্রপ-ডাউন থেকে অফিসের নাম চিহ্নিত করতে হবে।
- 'অফিস পদবী' লিখতে হবে।
- 'তৈরি করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

যদি অফিসটি সিস্টেমে তৈরী করা না হয়ে থাকে তবে ড্রপ-ডাউন থেকে 'অফিস তৈরী করুন' অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং অফিসটি তৈরি করা যাবে। এরপর এডমিন প্রোফাইলটির অনুমোদন দিবেন। প্রোফাইলটি অনুমোদিত হলে একটি এসএমএস ও ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে।

চতুর্থ ধাপ: নিবন্ধনের পর যেকোন সময় ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সিস্টেমে লগ ইন করা যাবে। সিস্টেমে লগ ইন করতে মূলপাতার ডানপাশে উপরের লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে। ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ডটি লিখতে হবে। ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ডটি লিখতে হবে এবং লগ ইন করা যাবে। তবে কোন কারণে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে 'পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ই-মেইল অথবা মোবাইল নম্বর লিখতে হবে এবং 'অ্যাকাউন্টটি খুঁজুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ: আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমে লগ ইন করার মাধ্যমে ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

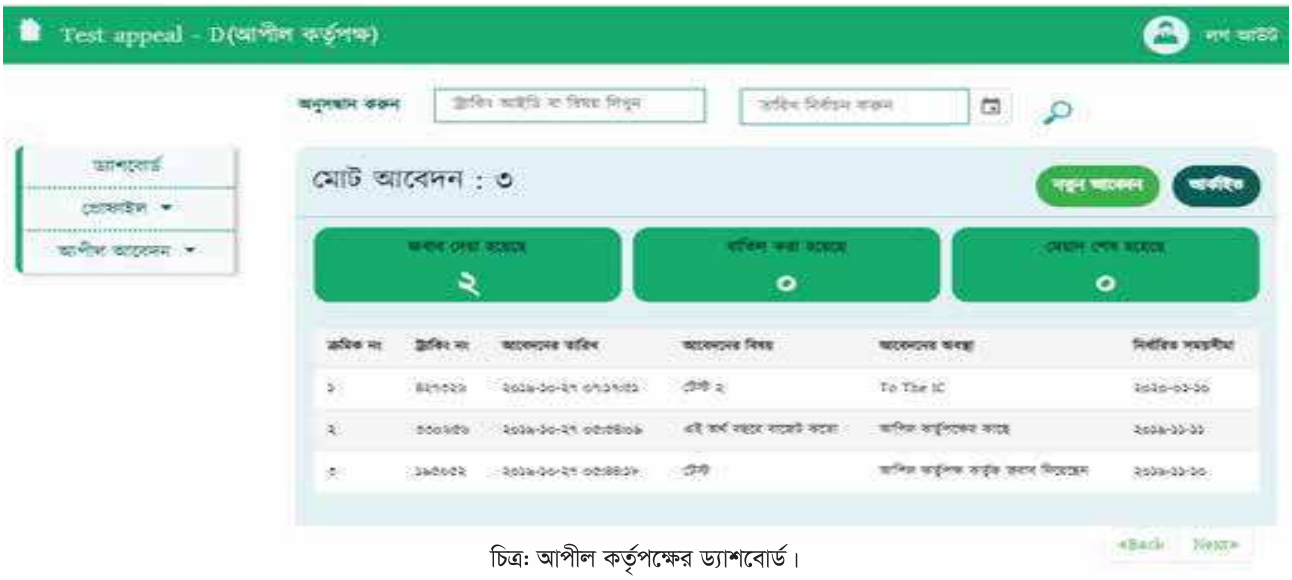

চিত্র: আপীল কর্তৃপক্ষের ড্যাশবোর্ড।

এই ড্যাশবোর্ডে 'প্রোফাইল', 'আপীল আবেদন' অপশন দুইটি পাওয়া যাবে। 'প্রোফাইল' বাটনে ক্লিক করে প্রোফাইল এডিট করা যাবে। অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যাবে। 'আপীল আবেদন' বাটনে ক্লিক করে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট যেসব আপীল জমা পড়েছে তার বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে। ড্যাশবোর্ডের উপরে 'অনুসন্ধান' বাক্সে আসা যেকোন আপীল খোঁজা যাবে। এর নিচের অংশে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট যত গুলো আপীল জমা হয়েছে তার সংখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে এবং এরপর সবগুলো আপীলের একটি তালিকা দেখতে পাওয়া যাবে। এই তালিকা থেকে প্রতিটি আপীলের বিস্তারিত পৃষ্ঠায় গিয়ে আপীলের জবাব দেয়া যাবে। ড্যাশবোর্ডের ডানপাশে লগ আউট করার অপশন পাওয়া যাবে।

ব্যবহারবিধি (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য):

প্রথম ধাপ: ব্যবহারবিধি (আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য) এর ১ম ধাপের অনুরূপ।

দ্বিতীয় ধাপ: ব্যবহারবিধি (আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য) এর ২য় ধাপের অনুরূপ।

তৃতীয় ধাপ: ওয়েবসাইটের 'নিবন্ধন' বাটনে ক্লিক করলে ড্রপডাউনে চারটি অপশন দেখতে পাওয়া যাবে। অপশনগুলোর মধ্য থেকে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র উপর ক্লিক করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র নিবন্ধনের পৃষ্ঠাটি দেখতে পাওয়া যাবে।

চিত্র: দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিবন্ধন মেনু।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র নিবন্ধনের পৃষ্ঠাটিতে দুইটি অংশ রয়েছে। পৃষ্ঠাটি যেভাবে পূরণ করা হবে তা নিচে দেয়া হল-

১ম অংশ: আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য

- প্রথমে আপীল কর্মকর্তার অফিসের ঠিকানা ড্রপ-ডাউন থেকে চিহ্নিত করতে হবে।
- এরপর ড্রপ-ডাউন থেকে অফিসের নাম চিহ্নিত করতে হবে।
- অফিসের নাম চিহ্নিত করা হলে আপীল কর্তৃপক্ষের নাম ও পদবী দেখা যাবে।

আপীল কর্তৃপক্ষ সিস্টেমটিতে নিবন্ধিত না হলে একটি মেসেজ দেখা যাবে।

২য় অংশ: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য

- অফিসের ঠিকানা অংশটির ড্রপ-ডাউন থেকে অফিসের ঠিকানা চিহ্নিত করতে হবে।
- অফিসের নাম লিখতে হবে।
- পদবী লিখতে হবে।
- সম্পূর্ণ নাম লিখতে হবে।
- মোবাইল নম্বর লিখতে হবে।
- ই-মেইল লিখতে হবে।
- সুবিধামত 'ইউজারনেম' লিখতে হবে।

- সুবিধামত 'পাসওয়ার্ড' লিখতে হবে।
- 'পাসওয়ার্ড' নিশ্চিত করার জন্য আবার 'পাসওয়ার্ড' লিখতে হবে।
- নিয়োগ আদেশ সংযুক্ত করতে ।
- এবার 'তৈরি করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

এরপর এডমিন প্রোফাইলটির অনুমোদন দিবেন। প্রোফাইলটি অনুমোদিত হলে একটি এসএমএস ও ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে।

চিত্র: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিবন্ধন মেনু।

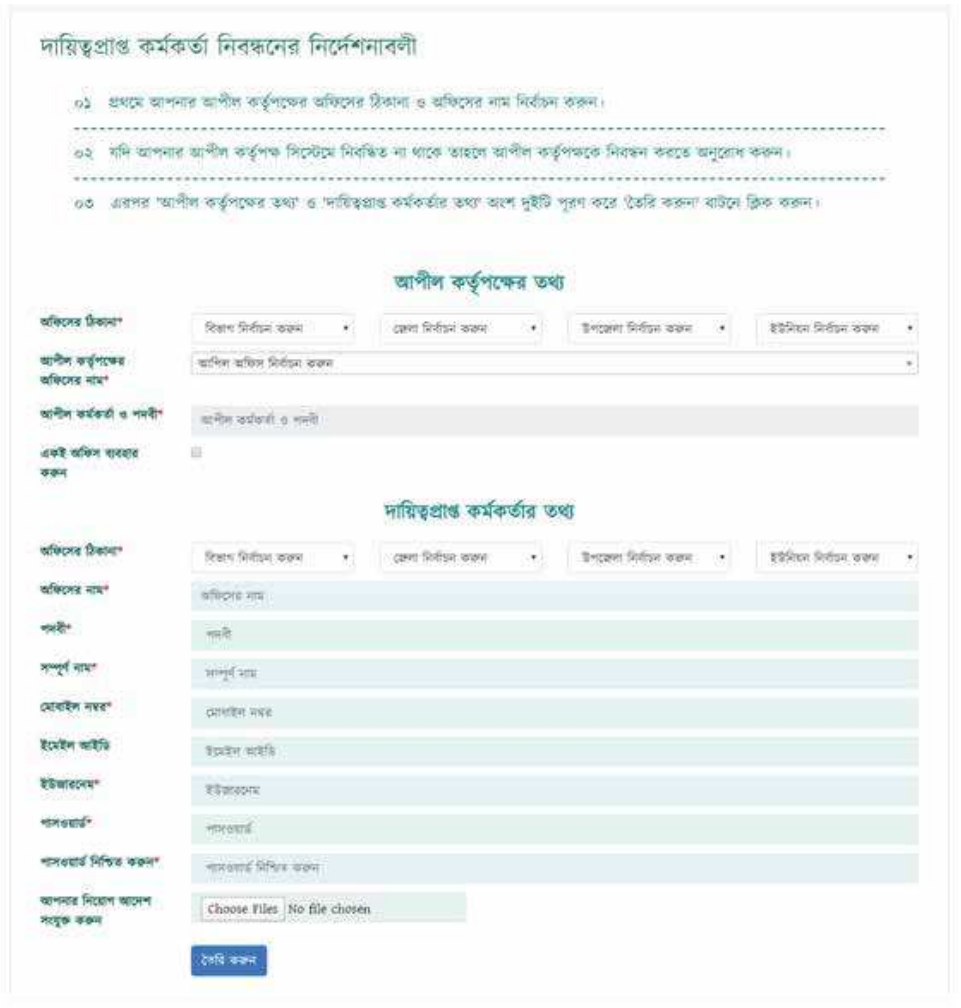

চিত্র: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিবন্ধন ফরম।

চতুর্থ ধাপ: নিবন্ধনের পর যেকোন সময় ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সিস্টেমে লগ ইন করা যাবে। সিস্টেমে লগ ইন করতে মূলপাতার ডানপাশে উপরের লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে। ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ডটি ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ডটি লিখতে হবে এবং লগ ইন করুন। তবে কোন কারণে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে 'পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ই-মেইল অথবা মোবাইল নম্বর লিখতে হবে এবং 'অ্যাকাউন্টটি খুঁজুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমে লগ ইন করার মাধ্যমে ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

চিত্র: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ড্যাশবোর্ড

এই ড্যাশবোর্ডে 'প্রোফাইল' ও 'আবেদনের অবস্থা' অপশন দুইটি পাওয়া যাবে। 'প্রোফাইল' বাটনে ক্লিক করে প্রোফাইল এডিট করা যাবে। অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যাবে। 'আবেদনের অবস্থা' বাটনে ক্লিক করে কাছে যেসব আবেদন জমা পড়েছে সেগুলোর বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে। ' ড্যাশবোর্ডের উপরে 'অনুসন্ধান' বাক্সে কাছে আসা যেকোন আবেদন খোঁজা যাবে। এর নিচের অংশে কাছে যত গুলো আবেদন জমা হয়েছে তার সংখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে এবং সবগুলো আবেদনের একটি তালিকা দেখতে পাওয়া যাবে। এই তালিকা থেকে প্রতিটি আবেদনের বিস্তারিত পৃষ্ঠায় গিয়ে আবেদনের জবাব দেয়া যাবে । ড্যাশবোর্ডের ডানপাশে লগ আউট করার অপশন পাওয়া যাবে।

চিত্র: তথ্য কমিশনে একটি তথ্য প্রাপ্তির অনলাইন আবেদনের বিস্তারিত ও জবাব অপশন।

ব্যবহারবিধি (নাগরিকের জন্য):

প্রথম ধাপ: ব্যবহারবিধি (আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য) এর ১ম ধাপের অনুরূপ।

দ্বিতীয় ধাপ: ব্যবহারবিধি (আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য) এর ২য় ধাপের অনুরূপ।

তৃতীয় ধাপ: ওয়েবসাইটের 'নিবন্ধন' বাটনে ক্লিক করলে ড্রপ-ডাউনে চারটি অপশন দেখতে পাওয়া যাবে। অপশনগুলোর মধ্য থেকে 'নাগরিক' এর উপর ক্লিক করলে নাগরিকের নিবন্ধনের পৃষ্ঠাটি দেখতে পাওয়া যাবে।

চিত্র: নাগরিক নিবন্ধন মেনু।

পৃষ্ঠাটি যেভাবে পূরণ করবেন তা নিচে দেয়া হল-

- সম্পূর্ণ নাম লিখতে হবে।
- পিতার নাম লিখতে হবে।
- মাতার নাম লিখতে হবে।
- বর্তমান ঠিকানা ড্রপ ডাউন থেকে চিহ্নিত করতে হবে।
- স্থায়ী ঠিকানা ড্রপ ডাউন থেকে চিহ্নিত করতে হবে।
- বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা একই হলে 'বর্তমান ঠিকানার মত' অংশটিতে ক্লিক করতে হবে।
- লিঙ্গ চিহ্নিত করতে হবে।
- জন্ম তারিখ লিখতে হবে।
- জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে) লিখতে হবে।
- মোবাইল নম্বর লিখতে হবে।
- 'ই-মেইল অ্যাড্রেস' লিখতে হবে।
- সুবিধামত 'ইউজারনেম' লিখতে হবে।
- সুবিধামত 'পাসওয়ার্ড' লিখতে হবে।
- 'পাসওয়ার্ড' নিশ্চিত করার জন্য আবার 'পাসওয়ার্ড' লিখতে হবে।
- এবার 'তৈরি করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

চতুর্থ ধাপ: নিবন্ধনের পর যেকোন সময় ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সিস্টেমে লগ ইন করা যাবে। সিস্টেমে লগ ইন করতে মূলপাতার ডানপাশে উপরের লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে। ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ডটি লিখে লগ ইন করতে হবে। তবে কোন কারণে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে 'পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ই-মেইল অথবা মোবাইল নম্বর লিখতে হবে এবং 'অ্যাকাউন্টটি খুঁজুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

চিত্র: লগইন অপশন।

চিত্র: নাগরিকের লগইন অপশন।

পঞ্চম ধাপ: নিবন্ধন করে অথবা নিবন্ধন ছাড়াই তথ্যের জন্য আবেদন করা যাবে। তথ্য চেয়ে আবেদন করার জন্য ওয়েবসাইটের মূলপাতার স্লাইডারের 'তথ্যের জন্য আবেদন করুন' অংশটিতে ক্লিক করতে হবে অথবা মূলপাতার 'আবেদন করুন' অংশটিতে ক্লিক করতে হবে। এছাড়াও মূলপাতার ডান পাশে উপরের দিকে একটি বার্গার মেন্যু আছে। এই মেন্যুর 'আবেদন' অপশনটিতে ক্লিক করেও তথ্য চেয়ে আবেদন করা যাবে। এই তিনটি অংশের যেকোন একটিতে ক্লিক করলে একটি আবেদন ফরম আসবে। আবেদন ফরমে দরকারি তথ্যগুলো পূরণ করে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর মোবাইল নম্বরে এসএমএস'র মাধ্যমে একটি কোড আসবে। এই কোডটি 'কনফার্মেশন কোড' অংশটিতে লিখে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

চিত্র: আবেদনের নির্দেশনা অপশন।

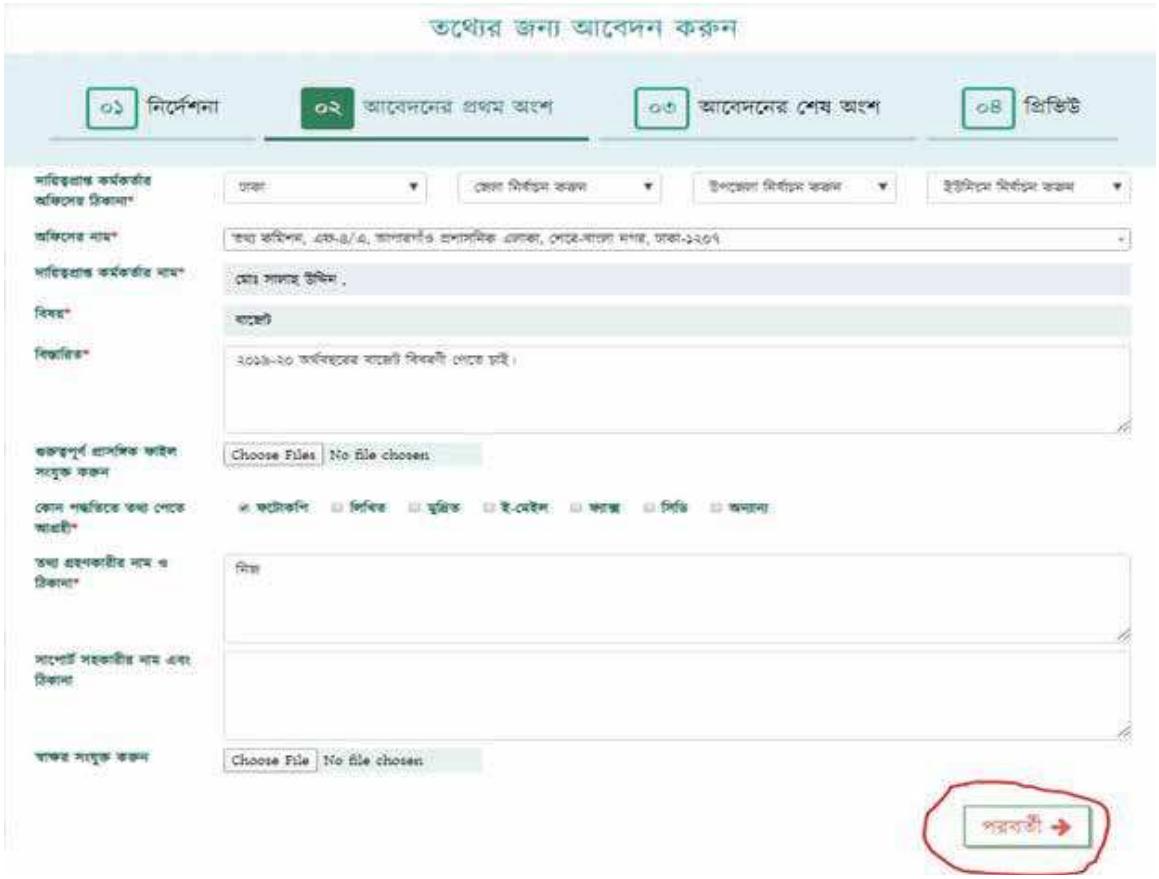

চিত্র: আবেদনের প্রথম অংশ

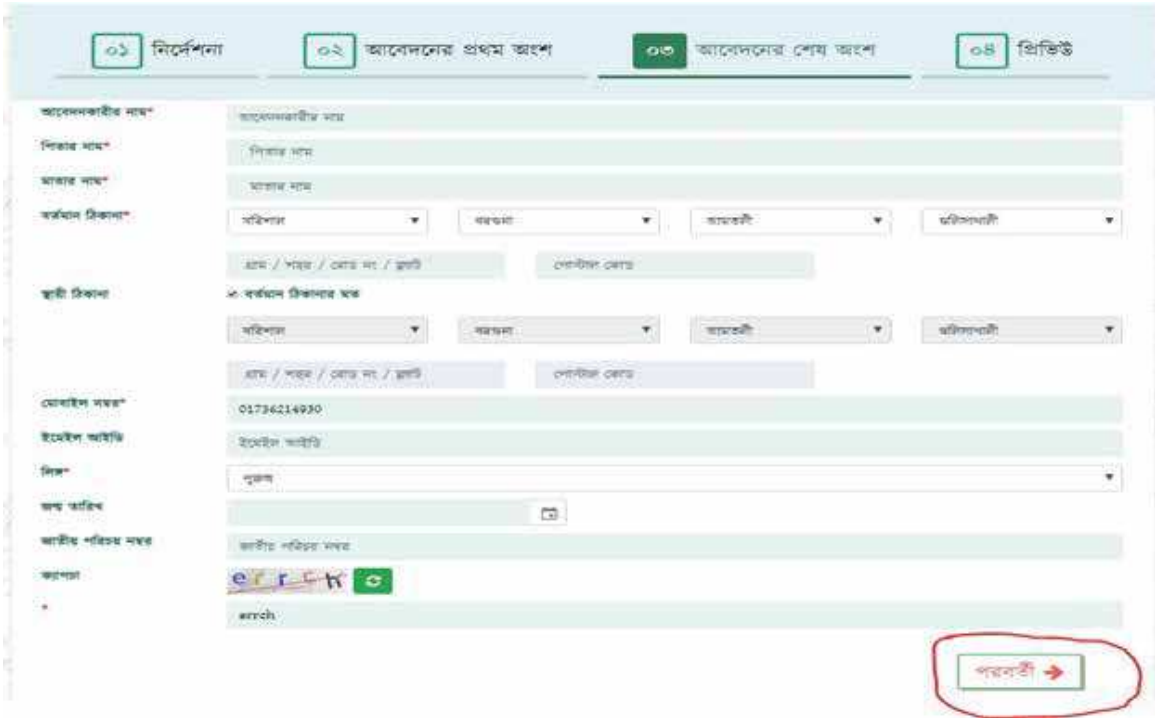

চিত্র: আবেদন ফরম (শেষ অংশ)।

চিত্র: একটি অনলাইন আবেদনের প্রিভিউ।

চিত্র: আবেদন ট্র্যাকিং অপশন

ষষ্ঠ ধাপ: আবেদন ফরম জমা দেয়ার পর মোবাইল নম্বরে এসএমএস'র মাধ্যমে একটি ট্র্যাকিং নম্বর এবং পাসকোড আসবে। এই ট্র্যাকিং নম্বর এবং পাসকোডটি সংরক্ষণ করতে হবে। পরে যেকোনো সময় আবেদনের অগ্রগতি জানতে মূলপাতার 'আবেদনের বর্তমান অবস্থা দেখুন' অংশটিতে এই ট্র্যাকিং নম্বর এবং পাসকোড লিখে 'সাবমিট' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

সপ্তম ধাপ: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে আবেদনের কোন উত্তর না পেলে, অথবা কোন তথ্য না পেলে, অথবা তার উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আপীল করা যাবে। আপীল করার জন্য মূলপাতার 'আপীল করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে ট্র্যাকিং আইডি ও পাসকোড লিখে 'সাবমিট' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপীলের ফরম আসবে। আপীল ফরমে দরকারি তথ্যগুলো পূরণ করে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপীল আবেদন জমা হয়ে যাবে। যদি রেজিস্ট্রেশন করে আবেদনটি করে থাকেন, তাহলে ড্যাশবোর্ড থেকে 'আবেদনের বিস্তারিত' পৃষ্ঠাটিতে গিয়ে 'আপীল' বাটনে ক্লিক করেও আপীল করা যাবে।

অষ্টম ধাপ: আপীল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপীলের উত্তর না পেলে, অথবা তথ্য না পেলে অথবা তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করুন। তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার জন্য মূলপাতার 'অভিযোগ করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। অভিযোগ ফরম সঠিক ভাবে পূরণ করে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর 'অভিযোগ' জমা হয়ে যদি রেজিস্ট্রেশন করে আবেদনটি করে থাকেন, তাহলে ড্যাশবোর্ড থেকে 'আবেদনের বিস্তারিত' পৃষ্ঠাটিতে গিয়ে 'অভিযোগ' বাটনে ক্লিক করেও অভিযোগ করা যাবে।

নবম ধাপ: একজন নাগরিক হিসেবে অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমে লগ ইন করার মাধ্যমে ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

- এই ড্যাশবোর্ডে 'প্রোফাইল', 'আবেদনের অবস্থা', 'আপীল', 'অভিযোগ' অপশনগুলো পাওয়া যাবে।
- 'প্রোফাইল' বাটনে ক্লিক করে প্রোফাইল এডিট করা যাবে। অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যাবে।
- 'আবেদনের অবস্থা' বাটনে ক্লিক করে যেসব আবেদন করা হয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে।
- 'আপীল' বাটনে ক্লিক করে যে সব আবেদন আপীল পর্যায়ে গেছে সেগুলোর বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে।
- 'অভিযোগ' বাটনে ক্লিক করে যে সব আবেদন অভিযোগ পর্যায়ে গেছে সেগুলোর বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে।
- ড্যাশবোর্ডের উপরে 'অনুসন্ধান' বাক্সে যেকোন আবেদন খোঁজা যাবে। এর নিচের অংশে মোট আবেদনের সংখ্যা দেখা যাবে।
- এরপর সবগুলো আবেদনের একটি তালিকা থাকবে। এই তালিকা থেকে প্রতিটি আবেদনের বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে।
- ড্যাশবোর্ডের ডানপাশে লগ আউট করার অপশন পাওয়া যাবে।

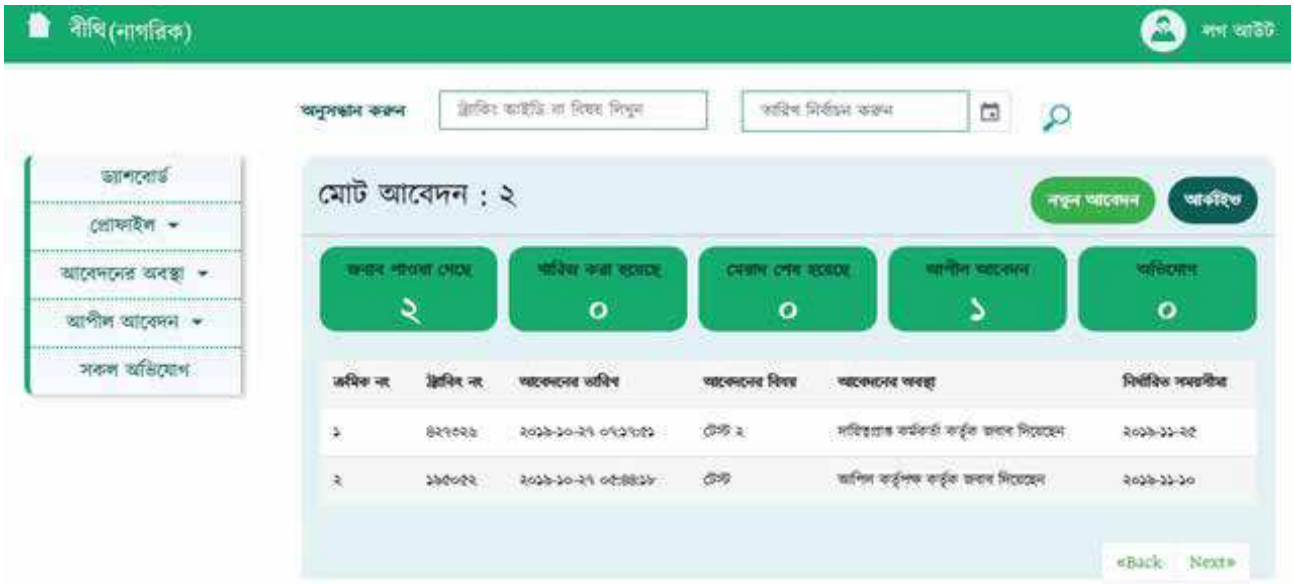

চিত্র: নাগরিকের ড্যাশবোর্ড।

ব্যবহারবিধি (সাপোর্ট সহকারীর জন্য)

প্রথম ধাপ: ব্যবহারবিধি (আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য) এর **১ম** ধাপের অনুরূপ।

দ্বিতীয় ধাপ: ব্যবহারবিধি (আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য) এর ২য় ধাপের অনুরূপ।

তৃতীয় ধাপ: ওয়েবসাইটের 'নিবন্ধন' বাটনে ক্লিক করলে ড্রপ-ডাউনে চারটি অপশন দেখতে পাওয়া যাবে। অপশনগুলোর মধ্য থেকে 'সাপোর্ট সহকারী' এর উপর ক্লিক করলে সাপোর্ট সহকারীর নিবন্ধনের পৃষ্ঠাটি দেখতে পাওয়া যাবে।

পৃষ্ঠাটি যেভাবে পূরণ করবেন তা নিচে দেয়া হল-

- সম্পূর্ণ নাম লিখতে হবে।
- পিতার নাম লিখতে হবে।
- মাতার নাম লিখতে হবে।
- বর্তমান ঠিকানা ড্রপ ডাউন থেকে চিহ্নিত করতে হবে।
- স্থায়ী ঠিকানা ড্রপ ডাউন থেকে চিহ্নিত করতে হবে।
- বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা একই হলে 'বর্তমান ঠিকানার মত' অংশটিতে ক্লিক করতে হবে।
- ড্রপ ডাউন থেকে চিহ্নিত করতে হবে। 'প্রতিষ্ঠানের নাম' নির্বাচন করুন।
- লিঙ্গ চিহ্নিত করতে হবে।
- জন্ম তারিখ লিখতে হবে।
- জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে) লিখতে হবে।
- মোবাইল নম্বর লিখতে হবে।
- 'ই-মেইল অ্যাড্রেস' লিখতে হবে।
- সুবিধামত 'ইউজারনেম' লিখতে হবে।
- সুবিধামত 'পাসওয়ার্ড' লিখতে হবে।
- 'পাসওয়ার্ড নিশ্চিত করার জন্য আবার 'পাসওয়ার্ড' লিখতে হবে।
- এবার 'তৈরি করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

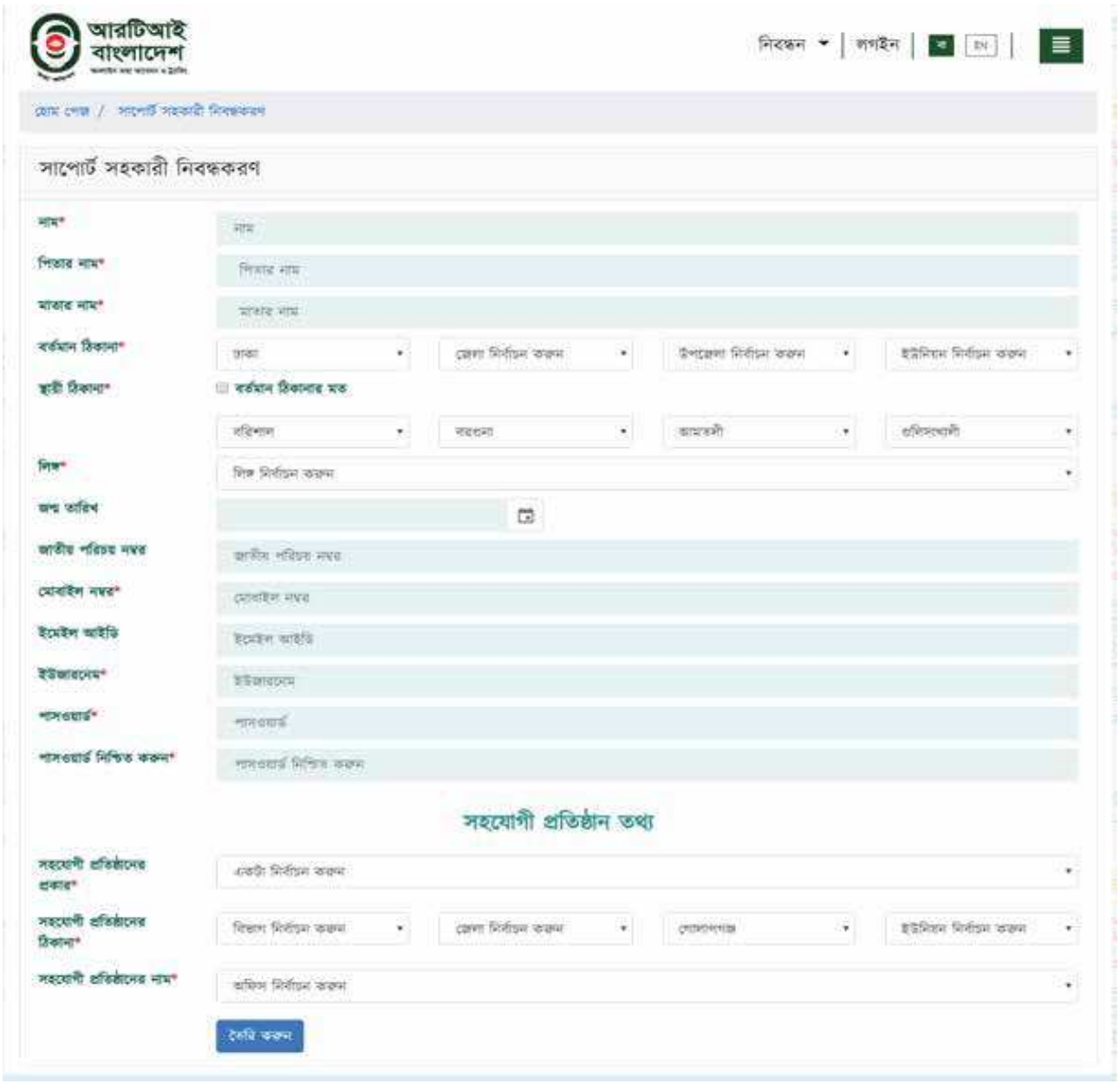

চিত্র: সাপোর্ট সহকারীর নিবন্ধন ফরম

চতুর্থ ধাপ: নিবন্ধনের পর যেকোন সময় ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সিস্টেমে লগ ইন করা যাবে। সিস্টেমে লগ ইন করতে মূলপাতার ডানপাশে উপরের লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে। ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ডটি লিখতে হবে ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ডটি লিখতে হবে এবং লগ ইন করুন। তবে কোন কারণে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে 'পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ই-মেইল অথবা মোবাইল নম্বর লিখতে হবে এবং 'অ্যাকাউন্টটি খুঁজুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ: নাগরিককে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে সাহায্য করার জন্য লগ-ইন অবস্থায় ওয়েবসাইটের মূলপাতার অপশনের 'তথ্যের জন্য আবেদন করুন' অংশটিতে ক্লিক করতে হবে অথবা মূলপাতার 'আবেদন করুন' অংশটিতে ক্লিক করতে হবে। এছাড়াও মূলপাতার ডান পাশে উপরের দিকে একটি বার্গার মেন্যু আছে। এই মেন্যুর 'আবেদন' অপশনটিতে ক্লিক করেও তথ্য চেয়ে আবেদন করা যাবে। এছাড়াও ড্যাশবোর্ডের ডান পাশে উপরের দিকে বার্গার মেন্যুতে আবেদনের অপশনটি আছে।

এই তিনটি অংশের যেকোন একটিতে ক্লিক করলে একটি আবেদন ফরম আসবে। আবেদন ফরমের প্রথম অংশে দরকারি তথ্যগুলো পূরণ করুন। এক্ষেত্রে 'সাপোর্ট সহকারীর নাম ও ঠিকানা' অংশটিতে নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে। এবং আবেদনের শেষ অংশে আবেদনকারীর দরকারী তথ্যগুলো পূরণ করে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর নাগরিকের মোবাইল নম্বরে এসএমএস'র মাধ্যমে একটি কোড আসবে। এই কোডটি 'কনফার্মেশন কোড' অংশটিতে লিখে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। সাপোর্ট সহকারীকে অবশ্যই লগ-ইন অবস্থায় আবেদন করতে হবে।

ষষ্ঠ ধাপ: আবেদন ফরম জমা দেয়ার পর নাগরিকের মোবাইল নম্বরে এসএমএস'র মাধ্যমে একটি ট্র্যাকিং নম্বর এবং পাসকোড আসবে। এই ট্র্যাকিং নম্বর এবং পাসকোডটি সংরক্ষন করুন। পরে যেকোনো সময় আবেদনের অগ্রগতি জানতে মূলপাতার 'আবেদনের বর্তমান অবস্থা দেখুন' অংশটিতে ক্লিক করে এই ট্র্যাকিং নম্বর এবং পাসকোড লিখে 'সাবমিট' বাটনে ক্লিক করতে হবে। সপ্তম ধাপঃ নাগরিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে আবেদনের কোন উত্তর না পেলে, অথবা কোন তথ্য না পেলে, অথবা তার উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আপীল করুন। আপীল করার জন্য মূলপাতার 'আপীল করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে ট্র্যাকিং আইডি ও পাসকোড লিখে 'সাবমিট' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপীলের ফরম আসবে। আপীল ফরমে দরকারি তথ্যগুলো পূরণ করে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপীল আবেদন জমা হয়ে যাবে। যদি রেজিস্ট্রেশন করে আবেদনটি করে থাকেন, তাহলে ড্যাশবোর্ড থেকেও 'আবেদনের বিস্তারিত' পৃষ্ঠাটিতে গিয়ে 'আপীল' বাটনে ক্লিক করেও আপীল করা যাবে।

অষ্টম ধাপ: নাগরিক আপীল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপীলের উত্তর না পেলে, অথবা তথ্য না পেলে অথবা তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যাবে। তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার জন্য মূলপাতার 'অভিযোগ করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। অভিযোগ ফরম সঠিক ভাবে পূরণ করে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর 'অভিযোগ' জমা হয়ে যাবে। যদি রেজিস্ট্রেশন করে আবেদনটি করে থাকেন, তাহলে ড্যাশবোর্ড থেকে 'আবেদনের বিস্তারিত' পৃষ্ঠাটিতে গিয়ে 'অভিযোগ' বাটনে ক্লিক করেও অভিযোগ করা যাবে।

নবম ধাপ: একজন সাপোর্ট সহকারী হিসেবে অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমে লগ ইন করার মাধ্যমে ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করা যাবে। এই ড্যাশবোর্ডে 'প্রোফাইল', 'আবেদনের অবস্থা', 'আপীল', 'অভিযোগ' অপশনগুলো পাওয়া যাবে। 'প্রোফাইল' বাটনে ক্লিক করে প্রোফাইল এডিট করা যাবে। অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যাবে।
'আবেদনের অবস্থা' বাটনে ক্লিক করে নাগরিককে যেসব আবেদন করতে সাহায্য করা হয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে। 'আপীল' বাটনে ক্লিক করে যে সব আবেদন আপীল পর্যায়ে গেছে সেগুলোর বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে। 'অভিযোগ' বাটনে ক্লিক করে যে সব আবেদন অভিযোগ পর্যায়ে গেছে সেগুলোর বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে। ড্যাশবোর্ডের উপরে 'অনুসন্ধান' বাক্সে নাগরিককে যেসব আবেদন করতে সাহায্য করা হয়েছে সেগুলো খোঁজা যাবে। এর নিচের অংশে মোট আবেদনের সংখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে। এবং সবগুলো আবেদনের একটি তালিকা দেখতে পাওয়া যাবে। এই তালিকা থেকে প্রতিটি আবেদনের বিস্তারিত দেখতে পাওয়া যাবে। ড্যাশবোর্ডের ডানপাশে লগ আউট করার অপশন পাওয়া যাবে।

চিত্র: সাপোর্ট সহকারীর ড্যাশবোর্ড

অধ্যায়-৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

অধ্যায় - ৩
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

সংবিধানে বর্ণিত অন্যতম মৌলিক অধিকার, চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃত জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। এই আইনের মূল লক্ষ্য হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়ণ এবং কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর ও বেসরকারি সংস্থার গৃহীত সেবা, সম্পদ ও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে জনগণের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিতকরণে এবং এগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.১৭৫ নং স্মারকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে) গঠন করা হয়। আরটিআই ওয়ার্কি গ্রুপের কার্যপরিধি ছিল: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ; নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন; তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন; তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের অগ্রগতি জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ইত্যাদি। অত:পর তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের আরো সক্রিয় করার নিমিত্ত ২০১৮ সনে বিভাগীয় কমিশনারদের সভায় আলোচনা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনসহ উক্ত তিনটি পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করার ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) পূর্ণগঠনসহ তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করে ২২ মে ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পৃথক আরটিআই শাখা খুলে কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নে দুর্নীতিরোধ, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কৌশল হিসেবে তথ্য অধিকার আইনকে চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে আরটিআইকে আবশ্যিক করা হয়। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য নির্দেশনা জারী করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলার ওয়েবসাইটে প্রবেশযোগ্যতা, ব্যবহারযোগ্যতা যুগোপযোগীকরণ-এক কথায় স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এমআরডিআই এর সহযোগিতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত মূল্যায়নের কাজটি করেছে।

❖ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৯ সালে গৃহীত কার্যক্রম:

- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষে আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপের ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ২০টি জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে।
- জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৪ জেলার সকল উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারগণের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে স্বপ্রণোদিত তথ্য সঠিকভাবে প্রকাশ ও প্রচার সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সিলেট ও খাগড়াছড়ি জেলায় এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তথ্য প্রাপ্তিতে নারীর অগ্রগতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৯ সালে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি ১৯ টি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি ২৫৬ টি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি ৬৬৫টি সভা করে সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণের মাধ্যমে সভায় গৃহীত কর্মপরিপল্লনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করে।

কমিটিগুলো গঠনের গেজেটের কপি সন্নিবেশিত করা হলো।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪২—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.১৭৫ সংখ্যক স্মারকে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল:

তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়):

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সভাপতি
২। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪। সচিব, তথ্য কমিশন	:	সদস্য
৫। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
৬। এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট যেকোন ১টি)	:	সদস্য
৭। প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সদস্য
৮। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

(১) আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যপরিধি:

(ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৬২৯৯)

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের অগ্রগতির জোরদাকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(ঙ) বাংলাদেশে নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(চ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের নিমিত্ত ফোরাম গঠন; এবং

(ছ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহীত মাল্টি-সেক্টোরাল সুযোগের রেপ্লিকেশন।

(২) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি ৩ মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং উর্পযুক্ত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে;

(৩) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ কিংবা এ কাজের সহিত সম্পৃক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৩—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি গঠন করল :—

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি :

০১.	বিভাগীয় কমিশনার	:	সভাপতি
০২.	ডিআইজি (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ)	:	সদস্য
০৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	:	সদস্য
০৪.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	:	সদস্য
০৫.	বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৬.	বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক	:	সদস্য
০৭.	পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	:	সদস্য
০৮.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)	:	সদস্য
০৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত (সংশ্লিষ্ট সার্কেল)	:	সদস্য
১০.	একজন অধ্যক্ষ (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১২.	বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১৩.	বিভাগাধীন একজন উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস	:	সদস্য
১৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৭.	একজন আইনজীবী (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৮.	তিনজন এনজিও প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৯.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	সুশীল সমাজের দুইজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত):		সদস্য
২১.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) বিভাগের আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৪—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১. ১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩ সংখ্যক স্মারকে জেলা উপদেষ্টা কমিটি নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি

০১.	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
০২.	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
০৩.	সিভিল সার্জন	:	সদস্য
০৪.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	:	সদস্য
০৬.	একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৮.	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৯.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১০.	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১১.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১২.	জেলা শিক্ষা অফিসার	:	সদস্য
১৩.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)	:	সদস্য
১৫.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৬.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	:	সদস্য
১৭.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	:	সদস্য
১৮.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	:	সদস্য
১৯.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) জেলার আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৫—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি:

০১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
০২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	:	সদস্য
০৩.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৪.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৫.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৬.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৭.	উপজেলা প্রকৌশলী	:	সদস্য
০৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৯.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১০.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	:	সদস্য
১১.	একজন সাংবাদিক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১২.	একজন আইনজীবী (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৩.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৫.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(২) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৩) উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ, সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেশি/বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিও এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(৬) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(৭) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন, বিভাগীয় ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.

৩.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা প্রশাসন/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	ক) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৯ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। খ) মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জন/সাফল্য/কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। গ) সেবা গ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের ফ্রন্ট ডেস্কের পাশে "সেবা গ্রহীতার মতামত বক্স" স্থাপন করা হয়েছে। ঘ) মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন্স চার্টার হালনাগাদপূর্বক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ঙ) মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি এবং থিম সং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। চ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে দেশব্যাপী (জেলা/উপজেলা) সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সকল উপজেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়েও এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং দেয়া হয়ে থাকে। জ) প্রবাসবন্ধু কল সেন্টারের মাধ্যমে দেশে/বিদেশে তথ্য প্রদানসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
বিদ্যুৎ বিভাগ	১) টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের নাম ও অর্থের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে। ২) ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটে বিভিন্ন সময়ে বৈদ্যুতিক তার পড়ে থাকা সংক্রান্ত তথ্যাদি আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ও তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা হালনাগাদকৃত (১৫/০৪/২০১৯) ওয়েবসাইটে ও পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা কর্মকালীন প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
শিল্প মন্ত্রণালয়	১. সহকারী সচিব হতে যুগ্মসচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়কদের ইনহাউজ প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), সিটিজেন চার্টার, বাজেট ব্যবস্থাপনা, অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩. সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমান করা হয়। ৪. স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবা বক্স হালনাগাদ করা হয়। ৫. স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ৬. স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্স হালনাগাদ করা হয়। ৭. স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবা বক্স হালনাগাদ করা হয়।

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১। তথ্য প্রবাহ জনগনের কাছে সহজলভ্য ও তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে তথ্য ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ। ৩। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রস্তুত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৪। হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা। ৫। জেলা/উপজেলা হতে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরী করা এবং তা মন্ত্রণালয়ে চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে; ২। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রকাশযোগ্য তথ্য, মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।
কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা।	ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার টানানো হয়েছে। খ) কর্মকর্তাদের কক্ষ নং ও টেলিফোন নং সম্বলিত বোর্ড টানানো হয়েছে। গ) সকল প্রকার মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ কমিশনারেটের বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগের জন্য মোবাইল নং সম্বলিত বোর্ড টানানো হয়েছে। ঘ) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার ফোন নম্বর এবং অফিসের ফোন নম্বর ফেসবুকসহ অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়েছে। ঙ) স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।
পরিচালক, বিএসটিআই, খালিশপুর, খুলনা।	ক) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আইসিটি সেলের সহকারী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সনদপত্র গ্রহণ করেছেন। খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিএসটিআই, খুলনার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অবহিত করা হয়েছে। গ) তথ্য প্রাপ্তি/ গ্রহণের জন্য সকল আবেদনকারী যাতে সহজে তথ্য পেতে পারে সেজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল সম্বলিত নেইম প্লেট স্ব স্ব কক্ষের সামনে ঝুলানো হয়েছে। ঘ) সেবা প্রত্যাশীদের সুবিধার্থে তীরচিহ্ন সম্বলিত একটি স্টিকার পোস্টার তৈরি করে দৃশ্যমান স্থানে রাখা হয়েছে।
আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।	ক) উন্নয়ন মেলাসহ অন্যান্য মেলায় আগত দর্শনার্থীদের বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। খ) ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয়। গ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয়। ঘ) ই-মেইলে তথ্য প্রদান করা হয়। ঙ) শিক্ষার্থী ও গবেষকদের তথ্য প্রদান করা হয়। চ) টেলিফোনেও চাহিত তথ্যদি মৌখিকভাবে প্রদান করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল	১। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করা হয়। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা করা হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	১। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ২। নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে সেবা প্রদানের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ৩। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৯ এ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৫। জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ৬। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	৭। প্রতি মাসে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে জেলা পর্যায়ের অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ৮। জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যকে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে সরবরাহ যোগ্য সকল সেবাকে পর্যায়ক্রমে অনলাইন সেবার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৯। বিভিন্ন বিভাগের তথ্যাবলী নিয়মিত ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার বিষয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একাধিকবার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ১০। জনসাধারণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেইজ নিয়মিত হালনাগাদ ও মনিটরিং করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ	১) তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ পালন করা হয়েছে। ২) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে বিভিন্ন সভায় পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয়েছে। ৩) সকল সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর	০১। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ০২। জেলার আওতাধীন সকল অফিসসমূহে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, মোবাইল ও ইমেইল ঠিকানা দৃশ্যমান স্থানে লাগানো হয়েছে ।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ।	(১) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। (২) সাধারণ মানুষের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে জেলা, উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও ভূমি অফিসসমূহে ফ্রন্টডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। (৩) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীর জন্য স্থানীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে। (৪) তথ্য অধিকার আইনকে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। (৫) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন ও জনগণকে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক ভিডিও ক্লীপ তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। (৬) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য মানিকগঞ্জ জেলার উপজেলাসমূহে মত বিনিময় সভা করা হয়েছে। (৭) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অধিকতর প্রচারের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লেতে নিয়মিত আইনের উপর নির্মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। (৮) জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। (৯) আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা	১। জেলা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়মিত সভা হচ্ছে। ২। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি/অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে/আওতাভূক্ত বিভিন্ন অফিস প্রধানকে তথ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতনতামূলক প্রচারণা অব্যাহত আছে। ৪। তথ্য প্রদান কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য প্রদান কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫। স্বপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য নোটিশ বোর্ড/ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ৬। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর।	১) প্রতি দুই মাসে একবার অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি সভা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ৩) ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয়। ২। তথ্য গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফরমেটের কপি পিকেএসএফ-এর রিসেপশন ডেস্কে সংরক্ষণ করা আছে। ৩। পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটের মেন্যুতে ইনফরমেশন নামক একটি ট্যাব সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ওয়েবসাইটের উক্ত ট্যাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। ৪। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
বাংলাদেশ টি বোর্ড	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২। তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ৩। চায়ের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্যাদি বিষয়ক মাসিক বুলেটিন প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রচার ও কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ৪। চায়ের সাপ্তাহিক নিলাম কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদির মার্কেট রির্পোট তৈরি, সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। ৫। চা বোর্ডের গঠন ও কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি, আইন, ও বিধি-বিধান সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। ৬। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ মিউনিসিপাল ডেভলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ)	১. ২৪/০৬/২০১৯ তারিখে বিএমডিএফ কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ২.তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কিত অনলাইন প্রশিক্ষণ চলমান
বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)	ক) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নিমিত্তে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ প্রকাশ করা হয়েছে। খ) বোয়েসেল এর তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয়। গ) এছাড়া বোয়েসেল এর ফেইসবুক পেইজ ও ওয়েবসাইটেও নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হয়।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	১. বিআইএম এর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, বিআইএম এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২. বিআইএম,তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বাস্তবায়নে দাপ্তরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বিআইএম এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট হতে অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৪. তথ্য প্রদানের জন্য ১টি রেজিষ্টার খোলা হয়েছে। ৫. বিআইএম-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬. প্রতিবছর নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হচ্ছে। ৭. বিআইএম- এর ওয়েবসাইট প্রতি তিন মাস অন্তর হালনাগাদ করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত কর্মকাণ্ডের তথ্যাদি নিম্নরূপ: (১) অত্র বোর্ডের কর্মকাণ্ডের তথ্যাদি বোর্ডের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে; (২) তথ্য কর্মকর্তার তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুত করে বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে ; (৩) রেশম চাষে উদ্বুদ্ধকরণে বিভিন্ন সময় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের মাধ্যমে রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকাণ্ড/সেবা সর্ম্পকিত তথ্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে;

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	(৪) রেশম চাষ সংক্রান্ত তথ্য তুঁতচাষি/পশুপালনকারী/ রেশম চাষে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে; (৫) অত্র বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ রেশম চাষে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণসহ কারিগরি জ্ঞান/পরামর্শ প্রদান করছে; (৬) রেশম চাষি ও রেশম চাষের সাথে সংশ্লিষ্টদের মোবাইলে মেসেজ প্রদান করে কারিগরি পরামর্শ/নির্দেশনা নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে; (৭) এছাড়া বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে রেশম চাষ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে; (৮) বোর্ড প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহে ইতিপূর্বে তথ্য কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর-১৭০৬।	ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ওয়েবসাইটে প্রদর্শন। খ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বিষয়ক কমিটি গঠন। গ) GRS (Grievance Redress System) সফটওয়্যার চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ। ঘ) সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন। ঙ) মার্চ-২০২০ তারিখের মধ্যে তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া	ক) উক্ত কার্যালয়ে তথ্য কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োজিত তথ্য কর্মকর্তা এবং বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা আর টি আই অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর, ফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ও ফ্যাক্স নম্বর দপ্তরের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার আকারে প্রদর্শন করা হয়েছে। গ) সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক জনস্বার্থে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘ) অফিসে একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড	০১। জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে জনতা ব্যাংক লিমিটেড ইতোমধ্যে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আদলে জনতা ব্যাংকের জন্য তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রস্তুতকরত: তা বই আকারে প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ০২। নিজস্ব ডাইন্যামিক ওয়েবসাইটের তথ্য বাতায়ন সর্বদা হালনাগাদ রাখার পাশাপাশি তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যেমন: বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ডেইলি এক্সচেঞ্জ রেইট প্রভৃতি।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিমিটেড	ব্যাংকের ওয়েবসাইটে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রাজশাহী	১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর নির্মিত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও হাত বাড়ালেই সেবা শীর্ষক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময় আগত দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ আলোচনা করা হয়। ২. আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে উদ্‌যাপন জেলা প্রশাসনের সাথে প্রচার, র‍্যালী, আলোচনা, মেলায় স্টলে অংশগ্রহণসহ সার্বিক কাজে সহযোগিতা প্রদান
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট	ক) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৬ মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় তথ্য এ কার্যালয়ের Website এ প্রকাশ করা হয়েছে। খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেমপ্লেট লাগানো হয়েছে।
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), বগুড়া।	ক) তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। খ) কর্মচারীগণকে এই আইন বিষয়ে অবহিতকরণ করা হয়েছে।
বিএসটিআই, বিভাগীয় অফিস, সিলেট	১। তথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন করা হয়েছে। ৩। ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
রাজশাহী ওয়াসা	ফেস্টুন, পোষ্টার ও মাইকিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে জনগণকে সহায়তা করা হয়।
খুলনা ওয়াসা	খুলনা ওয়াসার বিভিন্ন তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে গণশুনানী করে গ্রাহকদের চাহিত তথ্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে।
জেলা তথ্য অফিস, চাঁদপুর	১. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত তথ্য মেলায় তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়। ২. হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাণ্ডার তৈরির কাজ অব্যাহত আছে।
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, সিলেট	১। তথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন করা হয়েছে। ৩। ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জকিগঞ্জ, সিলেট	উপজেলায় তথ্য কমিশনের সমন্বয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাসহ মোট ৪০ জনের অনলাইন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং সকল কর্মকর্তাই সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সভা, সেমিনারে ব্যাপক প্রচারণা হয়েছে এবং এখনো প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

৩.৩ বেসরকারি সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড:

ক. এমআরডিআই

তথ্য অধিকার বিষয়ে এমআরডিআই এর ২০১৯ সালের কার্যক্রম

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এমআরডিআই-এর এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৌশলগত অংশীদার। এ অংশে ২০১৯ সালে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এমআরডিআই পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও দি কার্টার সেন্টার-এর সহায়তায় এবং ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে এডভান্সিং ওমেন রাইটস অব একসেস টু ইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কার্যক্রম

১. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন: নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই-এ ইতোমধ্যেই সংযোজন করা হয়েছে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আইনটির সাথে পরিচিত হয়ে উঠছে। এরই পরিপূরক হিসাবে তথ্যের সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা এবং এটি ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশানের ৪টি স্কুলের নবম এবং দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সেশনের আয়োজন করা হয়। এতে এ সকল বিদ্যালয়ের মোট ৪৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান এ সকল ওরিয়েন্টেশনে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সেশন শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কুইজ বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের জন্য পৃথক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

২. বস্তি এলাকায় কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ: সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাজ করা দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নারী মৈত্রি এবং সহায়-এর ভলান্টিয়ার এবং কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

কার্যক্রমের ফলোআপ হিসাবে নারী মৈত্রির উপকারভোগীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মরত বস্তি এলাকায় ১১টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার ১৯৭ জন নারী উপকারভোগী অংশ নেন। তথ্য কীভাবে জীবন যাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারে সে বিষয়ে এসকল বৈঠকে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন সহজপাঠ, লিফলেট, পোস্টার এবং স্টিকার বিতরণ করা হয়।

৩. যুব নারীদের জন্য তথ্য অধিকার বুট ক্যাম্প: তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এবং তরুণ প্রজন্মকে আইনটি প্রচারে সহযোগী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য তিন দিনের আবাসিক বুট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে মোট ৪২ জন যুব নারী অংশগ্রহণ করে।

বুট ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে এবং সেশনে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার। এছাড়াও

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউএসএইড-এর ডেমোক্রেসি এন্ড গভার্নেন্স ডিরেক্টর রেনডাল; গভার্নেন্স এ্যাডভাইজর রুমানা আমিন এবং দি কার্টার সেন্টারের চীফ অব পার্টি সুমনা সুলতানা মাহমুদ।

৪. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক রেডিও প্রোগ্রাম: বিস্তৃত পরিসরে জনমানুষের কাছে তথ্য অধিকার আইনের মূল বার্তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিগত বছরে প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বেতারের সাথে পার্টনারশীপে তৈরিকৃত তথ্য অধিকার বিষয়ক রেডিও প্রোগ্রামের ১২টি পর্ব এ বছর বাংলাদেশ বেতার সিলেট স্টেশন থেকে প্রচার করা হয়। ২০ মিনিট ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক গান, নাটক, সাক্ষাৎকার এবং আলোচনাপর্ব যুক্ত ছিলো যেখানে নারীর তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বের জন্য সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, সমন্বয় সংস্কার জনাব এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং বেগম সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'র নিবার্হী পরিচালক বেগম শাহীন আনাম এবং সাবেক তথ্য কমিশনার বেগম সাদেকা হালিম।

৫. ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন: প্রকল্পে চেঞ্জমেকার হিসাবে কর্মরত ৮ জন যুবনারী তাদের বসবাসকৃত ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দুইটি বস্তি এলাকায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তুলতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আইনটি নিয়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছে। তথ্যের ব্যবহার কিভাবে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারে এবং কিভাবে তথ্য চাইতে হবে এই বিষয়গুলো তারা তুলে ধরে। এর মাধ্যমে তারা মোট ২০০ জন সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য অধিকার আইনের বার্তা পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছে যার মধ্যে ১৭৬ জনই ছিলো নারী।

ইউকেএইড এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় বেটার গর্ভানেন্স ফর বেটার সার্ভিসেস প্রকল্পের কার্যক্রম

১. প্রকল্প উপস্থাপন এবং মতিবিনিময় সভা:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এ বছর এমআরডিআই 'বেটার গর্ভানেন্স ফর বেটার সার্ভিসেস' শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করে। প্রারম্ভে প্রকল্পটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পিত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প এলাকা ঢাকা এবং যশোরে কয়েকটি প্রকল্প উপস্থাপন সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য কমিশনে প্রকল্প উপস্থাপন সভা: তথ্য কমিশনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত প্রকল্প উপস্থাপন সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ; তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার; তথ্য কমিশনার, বেগম সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*; তথ্য কমিশনের পরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্য অফিসারগণ। সভায় এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান প্রকল্প সংক্রান্ত একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এমআরডিআই-এর ধারাবাহিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য এমআরডিআইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্য কমিশন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্প উপস্থাপন সভা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার ড. মোঃ শামসুল আরেফিনের উপস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যের মধ্যে এ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন খন্দকার সাদিয়া আরাফিন, উপসচিব, প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং ড. উর্মি বিনতে সালাম, উপসচিব (সংযুক্ত), তথ্য অধিকার অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সভায় এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান প্রকল্প সংক্রান্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে এমআরডিআই-এর এই কার্যক্রম অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রকল্পটির সফলতা কামনা করেন এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় সভা: যশোর জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে প্রকল্পটি উপস্থাপনের লক্ষ্যে যশোর সার্কিট হাউজে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় যশোর জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ জেলার ৮টি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রকল্পে গৃহীত

কার্যক্রমের ভিত্তিতে উপস্থাপনা প্রদান করেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক। তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে এই সকল কার্যক্রমের কার্যকর ভূমিকা সম্পর্কেও সভায় আলোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসন প্রকল্পের সার্বিক সফলতা কামনা এবং সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেয়।

স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা: যশোর জেলার সাংবাদিকদের প্রকল্প কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত করার লক্ষ্যে আরেকটি সভার আয়োজন করা হয়। এই মতবিনিময় সভায় জেলায় কর্মরত জাতীয় গণমাধ্যমের ব্যুরো প্রধান/জেলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের সম্পাদক/ জ্যৈষ্ঠ সাংবাদিকসহ মোট ৩৭ জন অংশ নেন। সভায় প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের ভিত্তিতে উপস্থাপনা প্রদান করেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের অগ্রণী ভূমিকার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

২. জাগ্রত নাগরিক কমিটি গঠন:

এমআরডিআই-এর পূর্ববর্তী প্রকল্পকালীন সময়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রান্তিক জনমানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজে সহযোগী হিসাবে যশোরের ৬টি উপজেলায় সর্বজনগ্রাহ্য, ইতিবাচক, সচেতন ও উদ্যোগী মানুষের সমন্বয়ে জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) নামে গঠন করা হয়েছিলো ১১ সদস্য বিশিষ্ট নাগরিক কমিটি। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় পূর্বের ৬ উপজেলার জানাক কমিটিগুলোকে পূন:গঠনসহ বাকী ২টি উপজেলায় নতুন জানাক কমিটি গঠন করা হয়েছে। যশোরের ৮ উপজেলার জানাক সদস্যরা তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, নিজে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার এবং আইন ব্যবহারে অন্যকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তথ্য অধিকার বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছেন।

৩. জানাক সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যশোরের আটটি উপজেলায় কাজ করছে সুশীল সমাজের সদস্যদের নিয়ে গঠিত জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক)। গত ২৩ জুন ২০১৯ যশোর সার্কিট হাউজে জানাক সদস্যদের জন্য তথ্য অধিকার আইন এবং সুশাসন বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের তথ্য কমিশনার, বেগম সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ শামসুল আরেফিন। অনুষ্ঠানের সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক, যশোর মোঃ আব্দুল আওয়াল।

৪. উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন: তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের আওতায় যশোরের চৌগাছা, শার্শা, অভয়নগর এবং বাঘারপাড়া উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও সুশাসন বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে চারটি উপজেলার মোট ১১৪ জন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশ নেন।

ওরিয়েন্টেশনের বিভিন্ন অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইনের মূল কথা; জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-এর ব্যবহার এবং সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে অতিথি এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মরতুজা আহমদ, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং শেখ মুজিবুর রহমান *এনডিসি*, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এছাড়াও যশোর জেলা প্রশাসক; জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, প্রত্যেক উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যানগণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী এবং সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

৫. ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্যদের জন্য ওরিয়েন্টেশন:

তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এবং আইনটির ব্যবহারে নারীদের উৎসাহিত করতে গত ১ ডিসেম্বর ২০১৯ যশোর সদর উপজেলা হলরুমে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্যদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক দিনব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যশোরের আট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের ৩১ জন নারী সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: তৌফিকুল আলম, সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; তথ্য কমিশনের কার্যক্রম ও পরিধি; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: মুলকথা; তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের করণীয়; কোন তথ্য পাওয়া যাবে; কোন তথ্য পাওয়া যাবে না সে বিষয়ে অধিবেশন পরিচালিত হয়।

৬. তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন:

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ছিলো আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস। দিবসটি উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ঢাকায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সাথে নিয়ে যশোর জেলার আটটি উপজেলায় নানা ধরণের কর্মসূচী পালন করে এমআরডিআই। নীচে এসকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

জাতীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন উপলক্ষে এ বছরও তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও মেলার আয়োজন করা হয়। এ সকল আয়োজনে এমআরডিআই-এর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তথ্য মেলায় স্টল তৈরির দায়িত্ব ছিলো এমআরডিআই-এর। ১০টি এনজিও মেলায় অংশ নেয়। এমআরডিআই-এর স্টলে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সকল প্রকাশনা প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রকাশিত এমআরডিআই-এর লিফলেট, স্টিকার, সহজপাঠ ও কমিক বই মেলায় আগতদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

প্রকল্প এলাকায় তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন

যশোর সদর উপজেলা প্রশাসন, এমআরডিআই ও জানাক আন্তর্জাতিক তথ্য জানার দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বুকভরা বাঁওড়ে এক জলসভার আয়োজন করে। এ জলসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মুহাম্মাদ ইব্রাহীম। অনুষ্ঠানে এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে তথ্য অধিকার আইন এবং এটি কিভাবে সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারবে সেসব বিষয় তুলে ধরেন।

প্রধান এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। আলোচনা শেষে বাউল আব্দুল মজিদ দোতরা'র সুরে তথ্য অধিকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে।

এছাড়ার চৌগাছা, শাঁশা, মনিরামপুর, কেশবপুর, বাঘারপাড়া, ঝিকরগাছা উপজেলায় র‍্যালী, লিফলেট ক্যাম্পেইন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, মতবিনিময় সভা, যুব সমাবেশ, নারীসমাবেশ, কৃষাণ-কৃষাণী সমাবেশ, মা সমাবেশ এবং বায়োস্কোপ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন এলাকার প্রায় ৭৭০ জন নারী ও পুরুষ। এসকল আয়োজনে জানাকের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, এলাকার সাংবাদিকবৃন্দ।

৭. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সুশাসন: কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি, প্রয়োগ ও চর্চা বিষয়ক মতবিনিময় সভা এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ:

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে এবং তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনজিও কার্যক্রমের মূলধারায় তথ্য অধিকার আইনের অর্ন্তভূক্তি, প্রয়োগ ও চর্চার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জনাব সোলতান আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সচিব তথ্য কমিশন বাংলাদেশ জনাব মো: তৌফিকুল আলম। এছাড়াও বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: নজরুল ইসলাম, সাবেক সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান সভায় তথ্য অধিকার আইন এবং সুশাসন বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। ১২টি এনজিও'র নির্বাহী পরিচালক এবং মনোনিত প্রতিনিধিগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভা শেষে প্রতিষ্ঠানসমূহের জৈষ্ঠ্য কর্মকর্তাদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অধিবেশনের জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: মূলকথা; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা; সেবা তথ্য ও তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব এবং কার কাছে কী তথ্য- এ সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় রাইট টু ইনফরমেশান সার্ভে প্রকল্পের কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন পাশের পর থেকে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আইনটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য প্রদানে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মানসিকতার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে আইনটি ব্যবহারে সফলতার কিছু দৃষ্টান্ত নজরে এসেছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে আইনটি সম্পর্কে জনসচেতনতার বর্তমান অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে এ বছর মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং অর্গ কোয়েস্টের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক দেশব্যাপী একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অন্যান্য প্রকল্প কার্যক্রমে তথ্য অধিকার আইন

বিগত বছরে ফোয়ো মিডিয়া ইন্সটিটিউটের সাথে পার্টনারশীপে পরিচালিত 'ইমপ্রুভিং কোয়ালিটেটিভ জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত ২টি সাংবাদিক প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার বিষয়ক একটি সেশন সংযুক্ত ছিলো। এই সেশনে তথ্য অধিকার আইনের মৌলিক বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তথ্য আবেদন, আপীল এবং অভিযোগের নিয়মাবলী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রকাশনা

এ বছর এমআরডিআই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় গভীরতাধর্মী প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বিষয়ে 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন' নামক একটি প্রকাশনা প্রকাশ করে। পাশাপাশি 'এখন তথ্য পাওয়া সহজ' নামে আরেকটি প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক লিফলেট এবং স্টিকার প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন সহায়তা প্রদানে পরিচালিত আরটিআই হেল্পডেস্ক

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য এমআরডিআই একটি হেল্পডেস্ক পরিচালনা করছে। ০১৭২৭৫৪৯৬৮৬ মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। সপ্তাহে রবি থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি এই নম্বরে ফোন করে তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকিত যে কোন তথ্য জানতে চাইতে পারে এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারে। তথ্য আবেদনকারী এবং তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষই আরটিআই হেল্পডেস্কে ফোন করে সহযোগিতা নিতে পারে। আবেদন এবং আপীলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, ফরম পূরণে সহায়তা প্রদানসহ আইন বিষয়ে যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় হেল্পডেস্কের মাধ্যমে। সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় এ হেল্পডেস্কটি কোর্সে রেজিষ্ট্রেশনসহ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে।

এ বছর হেল্পডেস্কের মাধ্যমে ৮৫টি তথ্য আবেদন, ১৩টি আপীল এবং ৩টি অভিযোগে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

খ. টিআইবি

তথ্য অধিকার বিষয়ে টিআইবি এর ২০১৯ সালের কার্যক্রম

১. তথ্য কমিশন ও টিআইবি'র সমঝোতা স্মারকের আওতায় কার্যক্রম:
তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন ও এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে তথ্য কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) যৌথ সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক (প্রথম পর্ব) এর আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম:-

(ক) ২৭ আগস্ট ২০১৯ এ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা' শীর্ষক দিনব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এতে টিআইবি ও তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

(খ) গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯-এ তথ্য কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর সাথে তিন বছর মেয়াদী সমঝোতা স্মারক (দ্বিতীয় পর্ব) স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন ও এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

২. তথ্য কমিশনের আয়োজনে অংশগ্রহণ: ২৯ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় টিআইবি অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া, তথ্য কমিশন আয়োজিত তথ্য মেলায় টিআইবি'র একটি স্টল থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ক নানা রকম তথ্য ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। টিআইবি ও তথ্য কমিশনের যৌথভাবে ১৩ হাজার তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্টুনভিত্তিক স্টিকার 'ফাঁকা বুলি না স্যার, তথ্য চাই!!' বিতরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

৩. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে টিআইবির আলোচনা অনুষ্ঠান: আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ এবং তথ্য অধিকার আইনের ১০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে টিআইবি ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ টিআইবি 'তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ: আইনের প্রথম দশকের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাংবাদিক, গবেষক ও গণমাধ্যম বিশ্লেষক অধ্যাপক আফসান চৌধুরী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন।

৪. জাতীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার ফোরামের সাথে আয়োজন: তথ্য অধিকার ফোরামের উদ্যোগে ২৯ অক্টোবর ২০১৯ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত 'আরটিআই কনভেনশন ২০১৯' এ ফোরামের অন্যতম সদস্য হিসেবে টিআইবিও অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, আরটিআই কনভেনশনে টিআইবি'র একটি স্টল থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ক নানা রকম তথ্য ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

৫. স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন:

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সর্বমোট ৮০টি প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয় যেখানে ৭৮৮৩ জন অংশগ্রহণ করেন। এ সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ।

৬. স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য মেলা ২০১৯: টিআইবি তার কর্মএলাকা সমুহে (ঢাকার বাইরে) স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে ১২টি তথ্য মেলার আয়োজন করে যেখানে সংশ্লিষ্ট এলাকার ৩১০টি সরকারি ও ৭৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৩৫ হাজার দর্শনার্থী মেলা পরিদর্শন করে এবং প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করে। উক্ত সময়কালে টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সদস্যগণ ১৮৮৬১ জন ব্যক্তিকে নিয়ম অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম পূরণ করা শেখায়। সনাক ও ইয়েস-এর সহযোগিতায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করেন ৮০৮৯ জন এবং ৫৬৫৯ জন তথ্য পেয়েছেন। এছাড়াও তথ্য মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কিত টিভিসি এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

৭. স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা, র‍্যালি ও মানববন্ধন: জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ আয়োজনে তথ্য অধিকার বিষয়ে সর্বমোট ৭১টি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, র‍্যালি ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়েছে ৪৫টি। এসব আলোচনা সভা, র‍্যালি ও মানববন্ধনে বিভিন্ন পেশা- শ্রেণির প্রায় ৩০ হাজার নাগরিক অংশগ্রহণ করে।

৮. স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ বিতরণ কার্যক্রম: সনাকের ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস এর উদ্যোগে ৪৫টি সনাক অঞ্চলে তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে ঢাকাভিত্তিক ১৬টি ইয়েস গ্রুপের সদস্যগণ ৪টি তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা করেছে, যেখানে তারা প্রায় ২,৫০০ মানুষকে তথ্য সরবরাহ ও ভাঁজপত্র বিতরণের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে।

৯. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ প্রকাশ ও বিতরণ: ‘তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার: তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি’ শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে তথ্য অধিকার আইনের এক দশক উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১০ হাজার ভাঁজপত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও একটি ধারণাপত্র ও ২৫ হাজার কার্টুনভিত্তিক স্টিকার তৈরি করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য তথ্য অধিকার বিষয়ে টিআইবি’র ৪৫টি কর্ম এলাকায় লিফলেট/তথ্যপত্র বিতরণ করা হয়েছে ৪৯৫৫৫টি। সেইসাথে সামাজিক মাধ্যমে নানা রকম প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে।

১০. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ইয়েস প্রচারণা কার্যক্রম: সারাদেশে টিআইবি’র অনুপ্রেরণায় গঠিত ৬১টি ইয়েস দলের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে:-

(ক) তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকায় ১৬টি ইয়েস গ্রুপের ১২০ জন সদস্যবৃন্দ ৮টি পাবলিক স্পটে (শংকর, কলেজ গেইট, ফার্মগেইট, নিউমার্কেট, শাহবাগ, রামপুরা ব্রীজ, উত্তরা হাউজ-বিল্ডিং এবং বেইলি রোড) তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগবিধি নিয়ে অর্ধ-দিনব্যাপী সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। ইয়েস সদস্যবৃন্দ এ প্রচারণার ওপর একটি ভিডিও তৈরী করে তা ‘তথ্য অধিকার আইন (বাংলাদেশ)’ ফেসবুক পেইজে (ভিডিও লিংক: www.facebook.com/rtibd/posts/2998316843531618) শেয়ারের মাধ্যমে দুই হাজার তরুণের কাছে তথ্য অধিকারের বার্তা পৌঁছেছে।

(খ) প্রথমবাবের মতো এ বছর সনাকের ইয়েস সদস্যরা ৪৫টি এলাকায় ‘তথ্য অধিকার সপ্তাহ ২০১৯’ পালন করেছে। সর্বমোট ১৪৬টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৪৪,৪৫৭ জনকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করা হয়। সনাক বিভিন্ন এলাকায় তথ্য অধিকার বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করে।

(গ) একইভাবে ঢাকায় গঠিত ১৬টি ইয়েস গ্রুপগুলো বছরব্যাপী নিজ ক্যাম্পাসসমূহে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা, টিভিসি প্রদর্শন, স্টিকার বিতরণ আলোচনা সভার আয়োজন করে। প্রায় চারশত জন ইয়েস সদস্য শিক্ষার্থী তথ্য অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টশনে অংশগ্রহণ করে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক): একটি নির্দিষ্ট এলাকার স্থানীয়, সচেতন, শিক্ষিত ও সামাজিকভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সনাক গঠিত যারা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতিরোধে স্থানীয় নাগরিকদের উৎসাহী ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ কমিটি তাদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গুরুত্ব অনুসারে তা বাস্তবায়ন করছে এবং টিআইবি এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে। দেশের ৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলায় সর্বমোট ৪৫টি সনাক রয়েছে যা টিআইবি'র স্থানীয় পর্যায়ের কার্যালয়।

স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন): সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ায় সনাক সদস্য হিসেবে সীমিত সংখ্যক নাগরিককে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়। তাই সনাক এলাকাগুলোতে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসেবে 'স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক - স্বজন' গঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে যারা স্বচ্ছতার সাথে ও সৎভাবে জীবনযাপন করছেন তাদের নিয়ে স্বজন গঠিত। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্বজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

ইয়েস (ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট): তরুণরা যাতে নিজস্ব উদ্যোগে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে তাদের ভাবনা, ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর উপায় এবং সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে তার জন্য একটি প্লাটফরম হল ইয়েস কার্যক্রম।স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংস্কৃতিক দল এর সমন্বয়ে ইয়েস গ্রুপ গঠন করা হয়।

ইয়েস-ফ্রেন্ডস: ইয়েস সদস্যস্যদের পাশাপাশি টিআইবি এবং সনাকের নেতৃত্বে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দেলনে আগ্রহী তরুণদের নিয়ে ইয়েস-ফ্রেন্ডস গ্রুপ গঠিত হয়। মূলত যাদেরকে সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে সরাসরি ইয়েস সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়না তাদেরকে নিয়েই ইয়েস-ফ্রেন্ডস গ্রুপ গঠন করা হয়।

টিআইবি সদস্য: দেশের যেকোন নাগরিক যিনি পেশাগত ও ব্যক্তি জীবনে সৎ এবং বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হতে আগ্রহী এমন নাগরিকগণ টিআইবি সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। টিআইবি একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবেদনকারীদের সদস্যপদ প্রদান করে। বর্তমানে টিআইবি'র সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক।

ইয়াং প্রফেশনালস এগেইনস্ট করাপশন (ওয়াইপ্যাক): টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত এ প্ল্যাটফর্মটি তরুণ পেশাজীবিদের সমন্বয়ে গঠিত। যে সকল ইয়েস সদস্য শিক্ষার্থী জীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন এবং যাদের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে এমন তরুণদের নিয়েই এ প্ল্যাটফর্মটি পরিচালিত হয়, তবে ইয়েস ছিলেন না কিন্তু সৎ মেধাবী তরুণ যারা বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হতে চান এমন তরুণদেরও ভবিষ্যতে ওয়াইপ্যাক সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত করা হবে। ওয়াইপ্যাক মূলতঃ অনলাইন ভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে থাকে।

গ. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)

তথ্য অধিকার বিষয়ে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' (এমজেএফ)- এর ২০১৯ সালের কার্যক্রম

১. আরটিআই ফোরাম বাংলাদেশ ২৯ অক্টোবর ২০১৯ ঢাকায় দিনব্যাপী এক 'আরটিআই কনভেনশন ২০১৯' আয়োজন করে। উল্লেখ্য, 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' (এমজেএফ)-এ ফোরামের সচিবালয় অবস্থিত। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার ১০ বছর পুর্তি উদ্‌যাপন করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৩০০ জনেরও বেশি আরটিআই সমর্থক, কর্মী ও অনুশীলনকারী যোগ দেন। বাংলাদেশ সচিবালয়সহ বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, আরটিআই কর্মী, উন্নয়ন সহযোগী, কূটনীতিক, গবেষক, সিএসও, এনজিও এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এমজেএফ এর নির্বাহী পরিচালক ও আরটিআই ফোরাম বাংলাদেশের আহবায়ক বেগম শাহীন আনাম। উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাংসদ

জনাব মো. ফজলে রাব্বি মিয়া। উদ্বোধনী অধিবেশনে আরও বক্তব্য দেন তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, ডিএফআইডি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ জুডিথ হার্বেটসন, বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. মার্সি মিয়াং টেম্বন প্রমুখ। তারা আরটিআই আইন ২০০৯ এর বাস্তবায়নে সরকার, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে অতিথিরা অনুষ্ঠানস্থল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৪ টি এনজিওর আরটিআই বিষয়ক স্টল পরিদর্শন করেন। সেখানে তথ্য কমিশন ও সরকারের এআইটু' এরও দুটি স্টল ছিল। সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনার বেগম সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'আরটিআই কনভেনশন ২০১৯' এ বক্তব্য রাখছেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

দিনব্যাপী এ আলোচনায় বেশ কিছুসংখ্যক সুপারিশ উত্থাপিত হয়। সমাপনী অধিবেশনে আরটিআই বাস্তবায়ন কৌশল-এ নির্ধারিত বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা এবং এসডিজির আওতাধীন বৈশ্বিক সূচক ও আরটিআই জরিপ ২০১৯ এর আলোকে সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করতে সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। একটি যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে আইনটি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করার জন্য তথ্য কমিশনের প্রতি আহবান জানানো হয়। জনগণের মধ্যে তাদের সামাজিক সংহতি ও সচেতনতা কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহ বাড়াতে সিএসও এবং এনজিওগুলোকে তাদের সব কর্মসূচিতে আরটিআই-এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানানো হয়। জনগণের মতামতের প্রভাবক হিসাবে মিডিয়াকে আরটিআই সম্পর্কে প্রচারের জন্য তাদের নিজস্ব কৌশল গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া টিভি চ্যানেলগুলোকে সারা বছর ধরে টক শো, নাটক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ফোন-ইন-প্রোগ্রাম সম্বলিত অনুষ্ঠান আয়োজনের আহবান জানানো হয় কনভেনশনের আলোচনায়।

২. এমজেএফের নেতৃত্বে এক কনসোর্টিয়াম ২০১৯ সালে তথ্য অধিকার জরিপ ২০১৯ পরিচালনা করে। কনসোর্টিয়ামের অন্য সদস্যরা হল: এমআরডিএই এবং অরকোয়েস্ট। আরটিআই কনভেনশনে 'আরটিআই জরিপ ২০১৯-এর ফলাফল প্রকাশ করা হয়।'

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। এমজেএফ এর পরিচালক ড. রিজওয়ান-উল-আলম, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান এবং অর্গকোয়েস্ট চেয়ারম্যান ও এমডি জনাব মো. মনজুরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্যানেল তথ্য উপাত্তগুলো উপস্থাপন করেন। আইনটির বাস্তবায়নকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করার জন্য স্টেকহোল্ডারকেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট সুপারিশও রাখা হয়। তথ্য কমিশনের পরিচালক ড. মো. আবদুল হাকিম আলোচনায় অংশ নেন।

৩. তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯ সালের তথ্য অধিকার দিবস উদযাপনে এমজেএফ কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান করে এবং কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

৪. 'কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস'-নিউ দিল্লি কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার শিখন কর্মসূচিতে (২৪-৩০ নভেম্বর ২০১৯) মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের মোহাম্মদ মহসিন কবির, প্রোগাম ম্যানেজার অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মসুচিতে ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলংকাও অংশগ্রহণ করেন।

৫. তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এমজেএফ যুক্তরাষ্ট্রের দ্য কার্টার সেন্টার এর সহায়তায় "Advancing right of women's access to information in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প ঢাকা, সিলেট ও খাগড়াছড়ি জেলায় বাস্তবায়ন করেছে । উল্লেখিত কর্ম এলাকায় এমজেএফ ও তথ্য কমিশন বাংলাদেশ যৌথভাবে এনজিও কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই সকল প্রশিক্ষণে স্থানীয় পর্যায়ের প্রায় ৭৫টি এনজিও এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখিত কার্যক্রমে প্রধান তথ্য কমিশনার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আইন বাস্তবায়নে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় ঢাকা সিলেট ও খাগড়াছড়ি এলাকায় রিফ্রেশাস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ঘ. বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি)

তথ্য অধিকার বিষয়ে বিএনএনআরসি এর ২০১৯ সালের কার্যক্রম

তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) গ্রামীণ জনপদে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার, সুশাসন এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিও চালু করার জন্য সরকারের সাথে অধিপরামর্শ করে আসছে। দীর্ঘ ১০ বছর বিরামহীন অধিপরামর্শ ও নীতি নির্ধারকদের সদিচ্ছার ফলে আজ দেশের গ্রামীণ জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কমিউনিটি রেডিও।

বর্তমানে চলমান ১৮টি কমিউনিটি রেডিও প্রতিদিন অবিরত ১৬০ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। স্থানীয় ১০০০ জন যুব ও যুবনারী কমিউনিটি সম্প্রচারকারীর অংশগ্রহণে নতুন ধারার এ গণমাধ্যমটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ১৬টি জেলায় সর্বমোট ১২১টি উপজেলার বর্তমানে প্রায় ৬৮ লাখ মানুষ কমিউনিটি রেডিও'র অনুষ্ঠান শুনছেন।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে কমিউনিটি রেডিও'র কৌশলগত ব্যবহার মূলত গুরুত্ব প্রদান করেছে -তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণের সচেতনতা তৈরি করা এবং স্বেচ্ছা প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করা, কমিউনিটি রেডিওতে কর্মরত ১০০০ (এক হাজার) যুবনারী ও যুব সম্প্রচারকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কমিউনিটি রেডিওতে সম্প্রচারিত দৈনন্দিন অনুষ্ঠানমালায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কর্মসূচি সম্পৃক্তকরণ এবং সাধারণ জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন , ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম কর্মীদের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা ইত্যাদি।

কমিউনিটি রেডিও'র নিয়মিত অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার

তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর তথ্য শূন্যতা পূরণে কমিউনিটি রেডিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। রেডিওগুলোর দৈনিক ১৬০ ঘন্টার অনুষ্ঠানসূচিতে সংবাদসহ রয়েছে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ঘোষণা, পিএসএ (পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট), কথিকা, উঠান বৈঠক, সংলাপ, সাক্ষাৎকার, কুইজ, রেডিও স্পট, অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান, ইস্যুভিত্তিক

অনুষ্ঠান, লাইভ বা সরাসরি অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এছাড়া বাল্য বিয়ে, যৌতুক, মানব পাচার, আত্মহত্যা, স্থানীয় সরকারের নানা সুবিধা বিষয়ক তথ্য, প্রতিদিনকার আবহাওয়ার খবর, বাজার দর, যানবাহনের খবর সহ নানা প্রয়োজনীয় তথ্য শ্রোতাদের দিয়ে থাকে কমিউনিটি রেডিও। রেডিওগুলো তথ্য অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের পাশাপাশি নিয়মিত অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন, এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান, আইনের প্রয়োগ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক নানাবিধ তথ্য প্রচার করে থাকে ।

তথ্য অধিকার বিষয়ক কমিউনিটি সংলাপ

স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন প্রচারাভিযানে মূল কৌশলগত বিষয় হল স্বেচ্ছা প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধকরণ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় তথ্য অধিকার বিষয়ক দুটি কমিউনিটি সংলাপ।

ফ্রিডরিখ ন্যাউম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম -এর সহায়তায়, বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) ও কমিউনিটি রেডিও বড়াল-এর যৌথ আয়োজনে, গত ২ মে, ২০১৯ রাজশাহী'র বাঘা উপজেলার আড়ানী মনোমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় একটি কমিউনিটি বা সামাজিক সংলাপ।

কমিউনিটি রেডিও

তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন শিরোনামে অনুষ্ঠিত উক্ত কমিউনিটি সংলাপের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব আলমগীর কবির। সংলাপে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাঘা উপজেলার চেয়ারম্যান এডভোকেট লায়েব উদ্দিন লাবলু, আড়ানী পৌরসভার মেয়র মোঃ মুক্তার আলী, রাজশাহী জেলার সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা জনাব ফারুক মোঃ আব্দুল মুনিম প্রমুখ।

উক্ত সংলাপে প্রায় ১০০ জন স্থানীয় সরকারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, শিশু ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তারা ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী কর্মকর্তা, রেডিও বড়ালের শ্রোতা সংঘ প্রতিনিধি, স্থানীয় মিডিয়া ও প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক; দলিত ও ঋষি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সাতক্ষীরা জেলার নলতায় ১৫ জুলাই, ২০১৯ অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক কমিউনিটি সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী, অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক, এমপি এবং সভাপতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। এছাড়া সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, সাতক্ষীরা জেলা পরিষদ, জনাব সাইদ মেহেদি, উপজেলা চেয়ারম্যান, কালীগঞ্জ, জনাব মো. মনসুর আহমেদ, সাবেক এমপি, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবু সাইদ এবং জনাব ইলতুৎমিশ, পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা।

উক্ত সংলাপে স্থানীয় সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, বিভিন্ন পেশাজীবী, এনজিও প্রতিনিধি, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, রেডিও নলতার শ্রোতা সংঘ প্রতিনিধি, স্থানীয় মিডিয়া ও প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ১৫০জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয়ক তথ্য প্রদান

উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বিশেষ করে যুব ও যুব নারী এবং শিশুদের জন্য তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিও স্টেশনসমূহ।

উপকূলীয় ৮টি কমিউনিটি রেডিও (রেডিও নলতা -সাতক্ষীরা , কৃষি রেডিও এবং রেডিও লোক বেতার -বরগুনা, রেডিও নাফ -টেকনাফ, রেডিও মেঘনা -ভোলা, রেডিও সাগরগিরি- চট্টগ্রাম, রেডিও সাগরদ্বীপ -হাতিয়া, নোয়াখালী এবং রেডিও সুন্দরবন -খুলনা) স্টেশন প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন, দুর্যোগের প্রস্তুতি ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর) ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা রাখছে।

নিরাপদ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য সেবা

পরিবার পরিকল্পনা সব ধরণের উন্নয়নের ভিত্তি। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সব কটি লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিরাপদ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, মাসিক নিয়মিতকরণ ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং সেবাপ্রার্থী নারীদের সহজ প্রবেশগম্যতা বাড়ানোর পাশাপাশি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে কমিউনিটি রেডিও স্টেশনসমূহ।

কমিউনিটি রেডিওতে সম্প্রচারকৃত তথ্যসমূহ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা বিশেষতঃ নারী- পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, যুব ও যুব নারী এবং নব দম্পতিদের মানসম্পন্ন পরিবার পরিকল্পনা সেবা পেতে সহযোগিতা করছে। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত আধুনিক ও দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি এবং সন্তান প্রসব ও গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সঠিক তথ্য প্রদান করে কমিউনিটি রেডিও সাধারণ জনগণকে তথ্য সমৃদ্ধ করছে।

ঙ. নিজেরা করি

তথ্য অধিকার বিষয়ে "নিজেরা করি" এর ২০১৯ সালের কার্যক্রম

নিজেরা করি ভূমিহীন নারী পুরুষের নিজস্ব সংগঠন তৈরী এবং চেতনায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ভূমিহীন সংগঠন তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন বিষয়ে আবেদন করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অধিকার আদায়ের চেষ্টা চলমান রেখেছে।

তথ্য অধিকার সংক্রান্ত জন সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম ও ফলাফল:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ২০১৯ কর্মবছরে নিজেরা করি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। ৩১টি উপকেন্দ্রে দলের সভায় ১৭১১ বার, কমিটি সভায় ৩৮১বার আলোচনা করা হয়। আরটিআই বিষয়ক কর্মশালা ৩৪টি সহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় আলোচনা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী যেমন- নাটক ৫০টি, সংগীতের অনুষ্ঠান ৫০টি, পদযাত্রা ২টি প্রভৃতিতে আরটিআইএর বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

তথ্য প্রতিনিধির ভূমিকা:

নিজেরা করির উপকেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্ধারিত প্রতিনিধিগণ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ভূমিহীন সদস্যদের সহায়তা, অগ্রগতি মূল্যায়ন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ এবং প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন:

কর্মবছরে নিজেরা করি এবং ভূমিহীন সংগঠন যৌথভাবে ২৮ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ৩০টি উপকেন্দ্রে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করে। কর্মসূচী হিসাবে ছিল র‍্যালী, মানববন্ধন, সমাবেশ ও আলোচনা সভা। এ ছাড়াও প্রতিটি এলাকায় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আরটিআই বিষয়ক গান, নাটক, আবৃত্তি, লোকজ সংগীত পরিবেশন করা হয়। এবছর কর্মসূচীতে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সমাজ সেবা কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ইউএনওর সহকারী, গ্রাম আদালত কর্মী, শুভাকাংখীদের মধ্যে শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, চিকিৎসক অংশগ্রহণ করে বক্তব্যে তথ্য আইন বাস্তবায়নে যুক্ত থেকে সহায়তা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। জাতীয় পর্যায়ে তথ্য কমিশন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন, র‍্যালী, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মসূচীতে ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে।

চ. ব্র্যাক

তথ্য অধিকার বিষয়ে "ব্র্যাক" এর ২০১৯ সালের কার্যক্রম

তথ্য অধিকার ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ব্র্যাক দীর্ঘদিন ধরেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সহায়তায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

Partnership Strengthening Unit (PSU) নামক একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠনের মাধ্যমে ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে যাচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলায় এই ইউনিটের অধীন কর্মরত BRAC District Coordinator (BDC)-গণ ব্র্যাক-এর পক্ষে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া ব্র্যাক ৪৯১টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন প্রদান করছেন। তাছাড়া জেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সফলতার সঙ্গে অনলাইনে তথ্য অধিকার আইনের উপর কোর্স সমাপ্ত করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, পার্টনারশিপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিটের প্রধান ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন এবং ব্র্যাকের পক্ষে জনাব কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ, টেকনোলজি অ্যান্ড পার্টনারশিপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিট সকল জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্র্যাক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে তার কার্যক্রমের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে সার্বক্ষণিক উপস্থাপন করছে। ফলে যে কেউ তাঁদের চাহিদামত সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে। ফলশ্রুতিতে ব্র্যাকের কাছে আবেদনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ধারা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ২০১৯ সালে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ৮ জন ব্যক্তি ব্র্যাকের নিকট আবেদন করলে তাদের কাছে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করে এবং ২ জন ব্যক্তির তথ্য আপীল নিষ্পত্তি হয় যার মাধ্যমে তথ্যের মূল্য বাবদ ৮ টাকা আদায় হয়।

ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি বিশেষ করে সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (সিইপি) তৃণমূল জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করছে। সিইপির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে "Creating Awareness on RTI Law for Community Empowerment" (CARE) প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির উঠান বৈঠক, গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সর্বোপরি ব্র্যাক বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং মেলায় অংশগ্রহণ করে তথ্য অধিকার আইন ও এর সুফল তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

ছ. DNET

Report on RTI Activities of DNET in 2019

Since 2009, DNET has been working to establish citizens' Right to Information (RTI) in collaboration with the Information Commission of Bangladesh. Information Commission and Dnet signed a MoU in 2014 to work together for technology innovation and expansion of RTI across the country. As a continuation of previous activities on Right to Information (RTI) following activities were done in 2019:

1. **The modified version of Right to Information-Online Tracking System (RTI-OTS):** To ease the enforcement of the Right to Information Act 2009, Dnet and Information Commission developed the Right to Information-Online Tracking System (RTI-OTS). RTI Online Tracking System (RTIOTS) is an online platform, where general citizens directly (or via assistance) can file applications to respective authorities (Designated Officer) for desired information through online and get SMS alert on every end data transaction. They can file appeal applications to next level authorities and complain to the Information Commission and can track the responses real-time. Respective authorities can respond to citizen's application online, can monitor the overall status for smart management decisions. Information Commission can centrally monitor the country status using the system dashboard and produce consolidate report. The system was developed previously and the inauguration of the system was held on March 6, 2019. Later the system was further modified on reference to the workshop with Information Commission, Students-Journalists-DO of NGOs in Dnet, feedback from demand-side people and supply-side authorities of Sylhet Sadar and South Surma Upazilas and feedback from the students of Jahangirnagar University. The development of modified RTI OTS was accomplished at the end of 2019 with the assistance from Manusher Jonno Foundation, financed by UKAid.

Photo: Demonstration Workshop for collecting feedback on RTI OTS (DO's of NGOs)

2. **Piloting of Right to Information Online Tracking System (RTI OTS):** To orient RTI OTS among demand-side people and supply-side authority, piloting was done in Sylhet Sadar and South Surma Upazilas of Sylhet. A total of 109 participants (88 men and 21 women) from Sylhet Sadar and South Surma Upazilas of Sylhet received training on RTI Act and RTIOTS usage at the end of July 2019. Among them, nineteen (19) Appellate Authorities and fifty-four (54) Designated Officers were trained as supply-side authority to respond citizen's questions, where thirty-six (36) participants received training as Support Assistant to help the citizens for placing their queries through RTIOTS as per the RTI Act 2009. For creating awareness about RTI OTS on demand-side people and supply-side authority in Sylhet Sadar and South Surma Upazilas of Sylhet, 3000 (three thousand) leaflets and 60 (sixty) PVC festoons were developed and disseminated. These activities were completed with the support from The Carter Center and funded by USAID.

Photo: Piloting RTI OTS in Sylhet Sadar Upazila (Designated Officers)

3. **RTI Mobile App Development:** Mobile application development was one of the requirements of all the stakeholder working on Right to Information Act 2009. For addressing the need, mobile application development was started in 2019. For developing the mobile app, feedback from demand-side people were taken through rounds of workshops. The workshops were held with the students of different universities, journalists from various newspapers, TV channels and online news portals and designated officers of several NGO's. Citizens can submit an application through the mobile application. The application will be released in the play store soon. The mobile app is being developed with the assistance from Manusher Jonno Foundation, financed by UKAid.

Photo: Demonstration Workshop on feedback collecting of Mobile Application (Journalists)

4. **Workshop on Upholding Right to Information Act- Youth's View:** A day-long workshop was arranged to provide knowledge about Right to Information Act, 2009 so that the general public can use it for necessary information accessibility. The online tracking system is also oriented to the participants so that they can easily request information at any time. The workshop was held in March 2019 at Jahangirnagar University. Total seventy (70) students participated in different departments. Among them 32 were female and 38 were male. The participants of the workshop provided feedback on RTI OTS for further development.

জ) The Carter Center

Report on RTI Activities of The Carter Center in 2019

The Carter Center worked closely with the Cabinet Division (C & R), Information Commission, Bangladesh, Manusher Jonno Foundation and local civil society partners to implement the Advancing the Right of Access to Information for Women in Bangladesh project funded by the USAID. Under this project the following activities were implemented in 2019:

Awareness Raising and Capacity Building for Public Officials

RTI for women campaigns in Dhaka, Khagrachari and Sylhet

In April, 2019, and in coordination with the Information Commission, Deputy Commissioner of Sylhet, and the RTI WGs of all four administrative levels in Sylhet, the Carter Center held a half-day meeting for the RTI WG members in Sylhet, which included the development of messages and

The Center's Chief of Party, Sumana Mahmud, speaks to attendees, including Chief Guest Chief Information Commissioner Martuza Ahmed, during the awareness raising program in Sylhet in April, 2019.

slogans for the Center's targeted awareness raising campaign. Among the 43 total guests (31 men, 12 women), Upazila Nirbahi Officers (UNO) from all 13 upazilas in Sylhet attended the event, contributing their thoughts and ensuring representation from across the district. During his opening remarks, Chief Information Commissioner Mr. Martuza Ahmed spoke of the importance of addressing the public mindset of individuals in Bangladesh and in local communities to ensure support for the right to information and for its benefits to equitably reach women.

A Sample of Slogans Developed During the Workshop (translated)

- Women's rights are human rights
- Getting information for my family will empower my daughter
- Women will break all the barriers to know information
- If women are informed, the country will be developed
- We are all citizens – we will build Bangladesh through providing information

Complementarily, the Center worked with 50 students in Sylhet – from class seven to 10 – to design a visual component for the targeted awareness raising campaign. Students from Poshim Sadar School were provided an overview of the right of access to information and asked to draw pictures expressing how they think youth and women might benefit from increased information. Of the 50 pictures submitted, the Center chose three and paired them with slogans identified by either students or the RTI WG.

RTI Refreshers

Chief Information Commissioner Mr. Martuza Ahmed and the other guests facilitated individual presentations on the right of access to information, as well as initiatives being taken in Sylhet, and the overarching importance of access to information for women. During an open discussion session, various participants spoke to how they had been working more closely with government to access information beneficial to their own program activities. In addition to describing their own activities and use of the right to information, representatives from five different CSOs indicated that their organizations had developed internal information disclosure policies, so that they also are acting in compliance with the RTI Act, 2009.

From left to right, Deputy Director of the Sylhet Divisional Office Ms. Julia Jesmin Mili, Chief Information Commissioner Martuza Ahmed, and Sylhet Deputy Commissioner M Kazi Emdaul Islam welcome guests to MJF's ToT refresher event in April, 2019.

RTI Intensive Training for key public officials

From left to right, Dr. Md. Shamsul Arefin (Chief Guest, Secretary for Coordination and Reforms, Cabinet Division), Mr. Sultan Ahmed (Additional Secretary, Reforms wing, Cabinet Division) and M.Kazi Emdadul Islam (Deputy Commissioner, Sylhet) welcome guests to the RTI Intensive in Sylhet.

During 2019, the Carter Center conducted a series of two-day right to information capacity development trainings for Bangladesh government officials from various ministries in Dhaka, Sylhet and Khagrachari, respectively. In total, 114 government officials (71 men, 43 women) from more than 15 ministries participated in the two-day long intensive trainings. Designed in close coordination with the Cabinet Division, day one of the training focused on records management and digital records management best practices and day two focused on proactive disclosure, gender sensitization, and ways to improve women's access to information.

Half-Day Awareness Raising with High Level Government Official

Attendees participate in a gender exercise where they consider the extent to which they are agree or disagree with certain statements about gender roles in a workshop in late July, 2019.

The Carter Center conducted a half-day training for high level government officials in Dhaka in late July 2019.The Carter Center's Rule of Law Program Director Laura Neuman attended and facilitated the event. Sheikh Mujibur Rahman ndc, Secretary in Charge (Coordination and Reforms), Cabinet Division attended as Chief Guest, and Mr. Sultan Ahmed, Additional Secretary (Reforms wing), Cabinet Division participated as Chairperson. Mr. Randall Olson, Director, Democracy and Governance at USAID, Slavica Radosevic, Deputy Director, Democracy and Governance at USAID also attended the event.

Experience sharing and Lesson Learned Workshop

In mid-September 2019, the Center and Manusher Jonno Foundation held a large event in Dhaka with attendees from local and international civil society groups, the Government of Bangladesh, members of the donor community and others working on the issue of the right to information to reflect on success from the previous three years of programming and consider lessons learned that might inform future program interventions. The event consisted of presentations from program implementing partners, as well as a panel discussion on the role of RTI for women in Bangladesh. Professor Dr. Gowher Rizvi, Adviser to Prime Minister on International Affairs, participated as Chief Guest, while

From left to Right, Special Guest Randall Olson, Chief Guest Professor Dr. Gowher Rizvi, MJF Executive Director Shaheen Anam, Special Guest Martuza Ahmed, Special Guest Sheikh Mujibur Rahman ndc, and Laura Neuman, Rule of Law Program Director at The Carter Center during opening remarks.

Special Guests included Randall Olson, Director, Democracy and Governance, USAID, Martuza Ahmed, Chief Information Commissioner, Information Commission Bangladesh, and Sheikh Mujibur Rahman ndc, Secretary (Coordination & Reforms), Cabinet Division. During his opening remarks, Chief Guest Dr. Rizvi commended the government's commitment to empowering women, but noted that Bangladeshi society remains a patriarchal one, and thus there remains work to be done to empower women and marginalized groups, and that RTI is a powerful tool that serves that purpose.

During opening remarks, Randall Olson expressed his appreciation for the support from the Government of Bangladesh for recognizing the importance of this program and working closely with the Center and our partners, as well as his and USAID's pride in being able to support such valuable work. Sheikh Mujibur Rahman ndc reiterated the power of RTI to hold government accountable and ensure transparency. The Chief Information Commissioner Mr. Martuza Ahmed closed the Special Guest speeches by congratulating the Center on the program and acknowledging that it has played an essential role in extending the right to information for women in Bangladesh.

Awareness-Raising Activities Partner Organizations

The Carter Center partner organizations MRDI and IDEA in Sylhet completed the production of the 12 radio magazine episodes. Each episode, approximately 20 minutes long, included a short drama segment specific to women and right of access to information, RTI song, discussions or interviews with RTI experts and practitioners, as well as a quiz segment. Program listeners were able to submit answers to the quiz segment via SMS, email and Facebook. Of those correct responses submitted, three winners were chosen at random per radio episode. Of a total 4,710 responses submitted via the various methods (1,166 from women and 3,544 from men), 4,443 answers were correct. TUS and IDEA published billboards in various UP offices and other high traffic locations in their upazilas in Khagrachari and Sylhet.

RTI Boot Camp

In March 2019, Carter Center partner organization MRDI held a large, multi-day "residential" RTI Boot Camp in Dhaka with 42 young women participants from Dhaka, Khagrachari and Sylhet. Over the course of three days, the training included sessions of various formats to learn about and gain practical experience using the RTI Act. The training was inaugurated by Information Commissioner Nepal Chandra Sarker. USAID's Director, Democracy and Governance, Randall Olson, AOR and Governance Advisor Rumana Amin were able to attend much of the event. The RTI Boot Camp sessions included different learning methods, such as games, debates, use of songs and theater, video viewing, group work, participatory discussion, and lectures.

Tottho Bondhus, Changemakers and Hotline

To assure that interested women were supported in seeking information, the Center employs a Tottho Bondhu ("Information Friend") in each of the three program districts. The Tottho Bondhus worked closely with MRDI, TUS and IDEA to assist women requesters, while also independently developing relationships within the local communities and government officials and serving as a resource and information liaison. The Tottho Bondhus, armed with a laptop and knowledge of the right of access to information does everything from helping identify the proper office to submit requests, assisting to complete an application, and accompanying women to the office so they were not going alone. Over 200 women were assisted by Tottho Bondhus and Changemakers to make access to information requests. Over 530 people reached through Changemaker Door-to-Door campaigns and more than 100 people assisted by the Information Assistance Hotline.

ঝ) Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Bangladesh)

Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Bangladesh) activities on the Right to Information (RTI) in 2019:

Information Commission of Bangladesh (RTI, BD) has been our implementing partner since 2012. This year, we conducted two activities together as partners.

In July, we organized a workshop on the Right to Information (RTI) Act 2009 for Women journalists in Sylhet division, in association with Bangladesh Nari Sangbadik Kendra (BNSK). In October, we organized a Training of Trainers (TOT) on the Right to Information (RTI) Act 2009 for Designated Officers (DOs) in various government ministries at the Dhaka office of the Information Commission.

Community Dialogues on the Right to Information (RTI Act 2009) have been organized by our partner Bangladesh NGOs Network for Radio & Communication - BNNRC brings together participants representing from government line departments, local government, public representatives, NGOs, CBOs, teachers, pleaders, journalists, media activists, cultural activist and community radio broadcasters to share their practical experiences and queries related on 'Right To Information Act 2009' and have an open dialogue on good local governance.
We supported two of these dialogues in two districts of Bangladesh, one in Rajshahi with Community Radio Boral - FM 99.00 and the other in Satkhira with Community Radio Nalta FM 99.2.

"Development of life and livelihood of marginalized people through Access to Information" was the title of the latest community dialogue on the Right to Information Act 2009 organized jointly by Community Radio Boral - FM 99.00, the Bangladesh NGOs Network for Radio & Communication - BNNRC and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Bangladesh). "We are in this community dialogue to popularize the Right to Information among you citizens, use this opportunity to help us serve you better", Additional Deputy Commissioner Alamgir Kabir told the various stakeholders at the event.

ঞ. Research Initiatives Bangladesh (RIB)

Research Initiatives Bangladesh (RIB's) activities in the year 2019 towards creating awareness on RTI law:

(1) RTI status for 2019:

Location (District)	No. of RTI	Reply received	Appeal	Complaint	Nature of Issue in RTI applications
Nilphamari Rangpur Dinajpur Satkhira Naogaon Rajshahi Cox's Bazar	9080	4780	1486	73	Recovery of cremation ground, fair prices for ambulance services, transparency in teacher selection process, social safety-net program, services from Union and upazila parishad, 1 house 1 farm, organization registration process, various training program for youth development, info on women affairs, child marriages and dowry, water testing to determine level of arsenic, prevention of narcotics and liquor business, environment, fisheries and livestock, drainage construction, electricity connection etc.

(2) Participation at Information fair organized by Information Commission:
In the year 2019 on 29th September RIB participated in the Annual Information fair organized by the Information Commission. In the said fair RIB was allotted a display corner where the work and various publication of RIB were displayed.

(3) Book and leaflet publication on RTI:
RIB is currently implementing a project on RTI supported by World Bank. Under the said project, during month of August 2019 total 500 booklets and 1000 leaflets on RTI and its related theme was printed and disseminated the large number of public. We are confident that the published booklet is going to be very useful to the readers because it covers all possible issues and matters under the RTI law relating to demand side (general people), supply side (designated officers) and adjudicatory body (information commission). Also a set of more than 100 possible RTI questions have also been included with focus on SDG goals and 7th Five Years plan of Government.

(4) Road Show on RTI as part of RTI day observance:
A road show on RTI was organized by RIB in Rangpur, Nilphamari, Satkhira and Naogaon District. That while covering various Upazilas in these districts participants at the road show was able to spread message and awareness on RTI as well as discussed on the process of filling RTI to concerned authority. Through this attempt more than 2000 people from all these covered Upazilas were able to receive messages and learn about RTI. This was regarded by most people as one of the effective mechanism for spreading awareness on RTI law. The road show was comprised of local folk songs on RTI and discussion program.

(5) Local Information Fair:
In the year 2019 information fairs were organized one in Nilphamari, Rangpur and other in Dinajpur district. In these information fairs along with RIB, important local government offices and NGOs gave stalls where they displayed their various works and services. The number of visitors visited these information fairs were in thousands. Through information fairs, people from all walks of life came to learn about RTI law including those who are not involved in any manner under projects implemented by RIB in these districts. Through these annual information fairs it was possible to disseminate knowledge on RTI law and motivate people for greater use of the law to increase demand.

(6) Information fair and RTI workshop in Dhaka:
In the year 2019 RIB organized information fair and RTI workshop in Dhaka at Shilpokola Academy. The event was attended by participants from Nilphamari, Rangpur, Thakurgaon, Dinajpur districts as well as representatives of several Dhaka based organizations also attended the event. There were representations from Information Commission, National Human Rights Commission and national trauma council under Ministry of Women Affairs at the information fair. The RTI workshop turned out to be very effective as participants from district level who have used RTI brought some field level challenges to the notice of Chief Information Commissioner who was present as Chief Guest.

(7) RTI Resource Centre:
RIB has established two RTI Resource Centre in the fields of North zone and one person has been assigned namely Advocacy and Information Officer (AIO) in each resource centre to answer queries on development initiatives, social service as provided by government and any other information which needs to be given including assisting in filling RTI application. These AIOs are also entrusted

with responsibilities to make frequent field visits to remote areas of two districts to disseminate information as well as to answer in case of other queries that come forth. Mostly the work of AIO supervising RTI resource centre is that he/she is responsible to providing information to those who seek information either by coming over to Resource centre or whenever he/she make field visit then during group discussion whenever a query comes up then AIO provide information on that. Besides the work of AIO at resource centre include making people aware about RTI law and helping them in filling up RTI form, appeal and complaint and keeping records of it. That resource centre has been prepared in a way to display some good number of information on service related matters from government to the general public.

(8) Monthly publication on use and status of RTI in the Daily Star newspaper.
RTI team at RIB regularly writes a column on RTI which is published in The Daily Star newspaper on 15th of every month. In the year 2019, twelve monthly articles on various important issues encompassing RTI were published. Copies of above articles published in 2019 are available at RIB's website: www.rib-rtibangladesh.org.

(9) Dialogues between RTI users and government officers:
RIB organized multiple dialogues between RTI users and government officers including designated officers. Such dialogues were turned out to be very effective and fruit bearing because through these dialogues a good relationship emerged between service recipients and providers. These dialogues created an atmosphere where citizen felt empowered to initiate a discussion concerning their rights, entitlements.

ট. The Hunger Project Bangladesh (THP's) & SUJAN (Sushasoner jonno Nagorik)

The Hunger Project Bangladesh (THP's) & SUJAN(Sushasoner jonno Nagorik) activities in the year 2019 towards creating awareness on RTI law

If people get information, good governance will come to the country

Access to information is an important condition of good governance issues especially for ensuring transparency and accountability of the government bodies. A cadre of infomediaries were trained on RTI Act 2009, so that they could play an active role in accessing information themselves and on behalf of the community people. The infomediaries were preferably drawn from the trained animators, women and youth leaders, and citizen committees. Activities of this initiative included follow-up workshop for infomediaries at the sub-district level, popular theater workshops and shows on RTI.

One of the first acts of the new government in 2009 was the formal adoption of the Right to Information Act 2009. The Act empowers citizens to seek and obtain, without showing any reason, any information relating to the work of the government or any other information held by the government, with only a few exceptions. The ostensive purpose of the Act is to make government more transparent and accountable to the people. A commitment to enact an RTI law was part of the election manifesto of the ruling party. After its enactment, the government undertook a number of steps to set the RTI ball rolling. It included the quick establishment of the Information Commission. The latter was given the required support to undertake various activities for proper functioning and promotion of the law. Not much else was done, however, by the government for effective implementation of the law.

With the above context in mind The Hunger Project-BD, which is focused on issues relating primarily to marginalized communities, being convinced about the tremendous value of the RTI law for good governance and promote citizens' rights, decided to undertake a research on the subject primarily to make an attempt to enhance RTI demands in Bangladesh involving professionals and conscious citizens who would use the law to achieve its important objectives.

It was agreed that the specific objective of the research would be the creation of RTI activists among professional groups like journalists, conscious citizens etc. who would facilitate a systematic handling of RTI applications by all public officials and their delivery of information to the information seekers. Similarly a focus was made on empowering marginalized communities who would be exposed to the concept and process of RTI. A particular emphasis was put on developing a synergy in the process of seeking and providing information under the RTI Act and in establishing a more cooperative relationship between seekers and providers of information. The basic idea, of course, was to find ways and tools to help proper implementation of the law.

The Hunger Project Bangladesh (THP's) & SUJAN(Sushasoner jonno Nagorik) activities in the year 2019 towards creating awareness on RTI law:

RTI status for 2019

Location (District)	No. of RTI	Reply received	Appeal	Complaint	Nature of Issue in RTI applications
Khulna, Mymenshing, Barishal, Rangpur Dinajpur Satkhira Naogaon Rajshahi, dhaka, Chitagong, Bogra & Lalmonirehat	12958	9965	1989	34	Recovery of cremation ground, fair prices for ambulance services, transparency in teacher selection process, social safety-net program, services from Union and upazila parishad, 1 house 1 farm, organization registration process, various training program for youth development, info on women affairs, child marriages and dowry, water testing to determine level of arsenic, prevention of narcotics and liquor business, environment, fisheries and livestock, drainage construction, electricity connection etc.

Participation at Information fair organized by Information Commission

In the year 2019 on 29th September THP participated in the Annual Information fair organized by the Information Commission.

Road Show on RTI as part of RTI day observance

A road show on RTI was organized by THP in Naogaon District. That while covering various Upazilas in this districts participants at the road show was able to spread message and awareness on RTI as well as discussed on the process of filling RTI to concerned authority. Through this attempt more than 1200 people from all these covered Upazilas were able to receive messages and learn about RTI. This was regarded by most people as one of the effective mechanism for spreading awareness on RTI law. The road show was comprised of local folk songs on RTI and discussion program.

Local Information Fair

In the year 2019 information fairs were organized one in Dinajpur district. In this information fairs along with THP, important local government offices and NGOs gave stalls where they displayed their various works and services. The number of visitors visited these information fairs were in thousands. Through information fairs, people from all walks of life came to learn about RTI law including those who are not involved in any manner under projects implemented by THP in this district. Through these annual information fairs it was possible to disseminate knowledge on RTI law and motivate people for greater use of the law to increase demand.

RTI Resource Centre

THP has established two RTI Resource Centre in the fields of North zone and one person has been assigned namely Advocacy and Information Officer (AIO) in each resource centre to answer queries on development initiatives, social service as provided by government and any other information which needs to be given including assisting in filling RTI application. These AIOs are also entrusted with responsibilities to make frequent field visits to remote areas of two districts to disseminate information as well as to answer in case of other queries that come forth. Mostly the work of AIO supervising RTI resource centre is that he/she is responsible to providing information to those who seek information either by coming over to Resource centre or whenever he/she make field visit then during group discussion whenever a query comes up then AIO provide information on that. Besides the work of AIO at resource centre include making people aware about RTI law and helping them in filling up RTI form, appeal and complaint and keeping records of it. That resource centre has been prepared in a way to display some good number of information on service related matters from government to the general public.

Dialogues between RTI users and government officers-

THP and SUJAN organized multiple dialogues between RTI users and government officers including designated officers. Such dialogues were turned out to be very effective and fruit bearing because through these dialogues a good relationship emerged between service recipients and providers. These dialogues created an atmosphere where citizen felt empowered to initiate a discussion concerning their rights, entitlements.

Through an intensive process of training, from THP were capacitated to perform the following tasks:

(1) Develop a complete understanding of the law; identify challenges associated with practical use and application of law.
(2) Promote and create enabling conditions for others to use the law.
(3) Enable marginalized, deprived, main and non-mainstream communities, to use the law.
(4) Generate RTI applications that will help the applicants, including those from deprived sections of the population, to develop a sense of belongingness as citizens and ownership of the powers of the state.

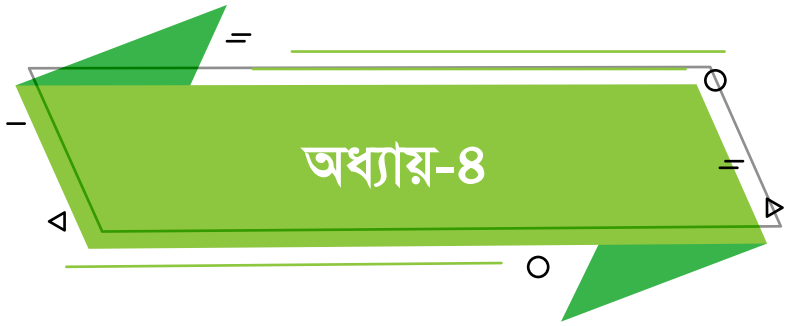

অধ্যায়-৪

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

অধ্যায়-৪
আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। ২০০২ সালে বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আন্দোলন নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলো বুলগেরিয়ার সোফিয়া থেকে এই দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা করে। তারা সেদিন 'Freedom of Information Networks' নামে একটি সংগঠন গঠন করে। এই নেটওয়ার্কের সদস্য দেশগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা তথ্য অধিকার বিষয়ে নিজস্ব ধারণা, কৌশল ও সাফল্যের কাহিনী নিজ নিজ দেশে এই দিনে জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ নেবে। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে ২০১৫ সনের ১৭ নভেম্বর UNESCO ২৮ সেপ্টেম্বর দিনটিকে Resolution 38 C/70 মাধ্যমে "International Day for Universal Access to Information" হিসেবে ঘোষণা করে। তদনুযায়ী তথ্য কমিশন এই দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে।

তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ০২ দিন ব্যাপী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯' উদ্‌যাপন করে। তন্মধ্যে প্রেস কনফারেন্স, ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ; টেলিভিশন ও বেতারে টকশোসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জাতীয় এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তথ্য মেলা, ডিজিটাল পোস্টারে প্রচার, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন, তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদান, সড়ক ডেকোরেশন ও সুসজ্জিত গাড়ি দ্বারা সড়ক প্রচার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ বছর প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুঠোফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে এবং ৫২৮৬ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৩২,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতিমুলক সভা। ১৭.০৭.২০১৯

দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ ঘটিকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কনফারেন্স হলে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে প্রেস কনফারেন্সে তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম, প্রধান তথ্য অফিসার জনাব সুরথ কুমার সরকার, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সাইফুল আলমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে প্রেস কনফারেন্সে তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম, প্রধান তথ্য অফিসার জনাব সুরথ কুমার সরকার, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম এবং প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সাইফুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস কনফারেন্সে মূল বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। প্রধান তথ্য কমিশনার আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়ে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। এই জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার তথা তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। এতে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্র সুসংহত হবে। প্রকৃতপক্ষে তথ্যের অধিকার ছাড়া সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা অকল্পনীয়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ, জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসাবে ২০০৯ সনে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন পাশ করে। আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে। সকল উন্নয়ন কার্যক্রম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্য জনগণকে জানাতে হবে, জনগণের এ সকল অধিকারের তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক। তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকির্পূণ, অরক্ষিত ও প্রান্তিক জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় নিশ্চিত করে তাদের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

তিনি সাংবাদিকদের অবহিত করেন, সরকার চার স্তরে কমিটি গঠন করে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। প্রায় সকল কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনস্বার্থে তথ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রকাশ করে চলেছে। তথ্য কমিশন অনলাইন প্রশিক্ষণ ও ট্রাকিং সিস্টেম চালু করেছে।

সরকার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ই-সেবার মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য ই-তথ্য কোষ চালু হয়েছে। ৫২৮৬ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তৃণমূল সহজেই তথ্য সেবা পাচ্ছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সরকারের সাথে সাথে বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যম জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

নাগরিকেরা আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তথ্য কমিশন তথ্য প্রদান নিশ্চিত করছে। ফলে জনসাধারণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের সাথে সাথে তাদের মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ছে এবং দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ হচ্ছে।

যে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য এই তথ্য অধিকার আইন, তাদেরকে Aware করা, Motivate করা, Educate করা Sensitize করার জন্য প্রয়োজন জনগণের নিকট তথ্যের অধিকার, তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ও এর চর্চা যত বেশী হবে জনগণ তত উপকৃত হবে। আমরা জানি ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অতুলনীয়। উল্লেখ্য, গণমাধ্যম জগত এখন অনেক অবাধ, বিস্তৃত ও কর্মচঞ্চল হয়েছে। তাই সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে জনসেবার মহান দায়িত্ব পালন করতে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক মিডিয়াকে এগিয়ে আসার আহবান জানান প্রধান তথ্য কমিশনার। একইসাথে সারা দেশে দু'দিন ব্যাপী গৃহীত অনুষ্ঠানগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে 'তথ্য সবার অধিকার : থাকবে না কেউ পেছনে আর'/ 'তথ্য পাবে জনগণ, তথ্যে সবার উন্নয়ন' জানিয়ে দিতে আহবান জানান প্রধান তথ্য কমিশনার।

তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম, প্রধান তথ্য অফিসার জনাব সুরথ কুমার সরকার, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম এবং প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সাইফুল আলম বক্তব্য রাখেন । বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি।

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর।" ২৯ সেপ্টেম্বর তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিওদের সমন্বয়ে ঢাকায় ও ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি বেতার, এফ এম রেডিও, ডিবিসি নিউজসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, টক-শো ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী প্রচার করে। দিবস উপলক্ষে ৬৪ টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪ টি উপজেলা তথ্য অফিস কর্তৃক দুই দিনব্যাপী সড়ক প্রচার/মাইকিং করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সারাদেশে ১৭ টি কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে রেডিও ম্যাগাজিন ও টকশো আয়োজন করা হয়। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ এর স্লোগান ছিল 'তথ্য পাবে জনগণ, তথ্যে সবার উন্নয়ন'। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ সকাল ৯.১৫ ঘটিকায় তথ্য কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ হতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন। র‍্যালিতে মাননীয় মন্ত্রীসহ ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়; জনাব মরতুজা আহমদ, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন; জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন; সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস- ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। র‍্যালিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর থেকে আগত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। র‍্যালিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর থেকে আগত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যালি শেষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি। তিনি বলেন, আন্তজার্তিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ এর প্রতিপাদ্য "Access to Information: Leaving no one behind". বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর"। অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এসডিজি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করায় অবাধ তথ্য প্রবাহ ও তথ্যে সকলের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে বলে জানান তথ্য কমিশনার।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তথ্য কমিশনার বলেন, ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে সংবিধানে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করার পাশাপাশি ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক্ স্বাধীনতার অধিকার তথা তথ্য অধিকারকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে বিশ্বসভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটান। দেশে শাসন কার্য পরিচালনার জন্য সহস্রাধিক আইন থাকলেও জনগণকে ক্ষমতায়িত করে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ, রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অন্যতম নিয়ামক শক্তি।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সার্বিক অবস্থা উল্লেখ করে বলেন, তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত সরকারি- বেসরকারি দপ্তরসমূহে ৪২১৮৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয় যারা One stop service provider হিসেবে তথ্য প্রদানে দায়িত্ব পালন করছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩৮২১০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ৫৬১৪১ জন অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট মোট ৯৯,২৩৯ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.৮৫ ভাগ আবেদনের বিপরীতে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। ১০ বছরে ১,২১২টি আপীল আবেদন দায়ের ও নিষ্পত্তি হয়েছে। তথ্য কমিশনে গৃহীত মোট ২৯৪৪ টি অভিযোগ শুনানী শেষে তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়। দেশের প্রায় সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। দেশে জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে মিডিয়া অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন দপ্তরগুলোকে জনসম্পৃক্ত করতে ৯২২৪ টি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। তথ্য কমিশন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সহজতর করার লক্ষ্যে অনলাইন আরটিআই ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করেছে। তথ্য অধিকার আইনের বলেই মন্ত্রলালয় হতে ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রায় ২৮৪৩৮ সংস্থাসমূহের তথ্য সংবলিত ওয়েবপোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' বা 'ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল' প্রস্তুত করা হয়েছে।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ৭০ তম সাধারণ অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গ্রহণের মাধ্যমে ২০১৬-২০৩০ এই পনের বছরের জন্য ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোর রূপরেখা নির্ধারণ করা হয় যা 'এজেন্ডা ২০৩০' বা 'এসজিডি'। সমাজের একজনকেও বাদ না দিয়ে বৈশ্বিক উন্নয়নের সকল অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকারবদ্ধ হন। সকলের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে এসডিজি এর অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশের অর্জন বিষয়ে অবহিত করতে দারিদ্র বিলোপ, ক্ষুধা মুক্তি, সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা প্রভৃতি ইন্ডিগেটর বিষয়ে আলোকপাত করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি।

পরিশেষে তথ্য কমিশনার বলেন, সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সকলের তথ্যে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজের সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকেই উন্নয়ন পথ যাত্রায় সামিল করতে হবে এবং তথ্য অধিকার হবে সেই পথের প্রধান বাহক। তথ্যে অভিগম্যতা যত বাড়বে এসডিজি বাস্তবায়ন তত দ্রুত হবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি বলেন, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে উন্নয়ণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিধারণ করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন সাধনে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল প্রতিটি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর নিমিত্তে তথ্যের অবাধ সরবরাহ, তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সফল বাস্তবায়ন হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে এর সুফল ভোগ করছে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সৃষ্ঠ সচেতনতা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে, রাষ্ট্র উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সুষ্টি হচ্ছে একটি ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ।

ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি বলেন, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ সফল উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনগণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন হবে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন প্রতিমন্ত্রী ।

উক্ত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। তিনি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান। তিনি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনে গৃহীত কর্মসুচি সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার তথা তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে তথ্যের অধিকার ছাড়া সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা অকল্পনীয়। তথ্য অধিকার, তথ্যের আদান প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে। সকল উন্নয়ন কার্যক্রম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্য জনগণকে জানাতে হবে, জনগণের এ সকল অধিকারের তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক। তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকির্পূণ, অরক্ষিত ও প্রান্তিক জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় নিশ্চিত করে তাদের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। আইনটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ও সংবিধানের মূল চেতনারই প্রতিফলন। বলা হয় Information is power and right to information is the right of all other rights. এজন্য প্রয়োজন তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করা। প্রয়োজন জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে তাদেরকে Aware, Educate, Motivate ও Sensitize করা।

প্রধান তথ্য কমিশনার আরো বলেন, জনগণের তথ্য অধিকার দিবস পালন স্বার্থক হবে যদি আমরা সকলে আমাদের সকল কর্ম ও সেবায় সর্বান্তকরণে এ মূলমন্ত্র বিশ্বাস করি ও বাস্তবায়ন করি যে, 'তথ্য সবার অধিকার : থাকবে না কেউ পেছনে আর'/ 'তথ্য পাবে জনগণ, তথ্যে সবার উন্নয়ন'।

জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সর্বোচ্চ অবদান রেখে যারা পুরস্কৃত হন তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন 'আপনাদের এ স্বীকৃতি আমাদের সবাইকে দায়িত্ব পালনে সতত: উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করবে।' অতঃপর আমন্ত্রিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, জনপ্রশাসন সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: আবদুল মান্নান এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. রিজওয়ান-উল-আলম।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সাবেক তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, জনপ্রশাসন সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মো: তৌফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার- ২০১৯

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২০১৯ সালে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত ২০১৯ সালে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী তিনটি কমিটি {অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি} এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা এই সাতটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) নির্বাচিতদের তথ্য অধিকার বিষয়ক সর্বমোট ১৫টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মন্ত্রণালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
০১	প্রথম	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০২	দ্বিতীয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বিভাগীয় কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	প্রশাসনিক বিভাগের নাম
০১	প্রথম	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
০২	দ্বিতীয়	অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল

জেলা কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	জেলার নাম
০১	প্রথম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
০২	দ্বিতীয়	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর

উপজেলা কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	উপজেলার নাম
০১	প্রথম	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
০২	দ্বিতীয়	উপজেলা শিক্ষা অফিস, লালমাই, কুমিল্লা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০১	প্রথম	জনাব উম্মে হাফছা নাদিয়া, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
০২	দ্বিতীয়	জনাব সুব্রত বিশ্বাস দাস, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল

কমিটি:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	কমিটি
০১	প্রথম স্থান	(ক) বিভাগীয় কমিটি ঃ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি- ▪ সিলেট বিভাগীয় কমিটি (খ) জেলা কমিটি ঃ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি- ▪ চট্টগ্রাম জেলা কমিটি (গ) উপজেলা কমিটি ঃ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি- ▪ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা কমিটি

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা
০১	প্রথম	জনাব অরূপ রায়, নিজস্ব প্রতিবেদক, দৈনিক প্রথম আলো
০২	দ্বিতীয়	জনাব ফয়সল ইসলাম, সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক গ্রামের কাগজ, যশোর।

মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: আবদুল মান্নান ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী জনাব উম্মে হাফছা নাদিয়া, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী জনাব সুব্রত বিশ্বাস দাস, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী জনাব অরূপ রায়, নিজস্ব প্রতিবেদক, দৈনিক প্রথম আলো ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী জনাব ফয়সল ইসলাম, সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক গ্রামের কাগজ, যশোর ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কণ্ঠশিল্পী সাব্বিরের কণ্ঠে "যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা" সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। কণ্ঠশিল্পী লুইপার কণ্ঠে লালন সঙ্গীত ধন্য ধন্য বলি তারে পরিবেশিত হয়। সাব্বির ও লুইপার যৌথ কণ্ঠে পরিবেশিত হয় নোঙর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো। সৈয়দা শায়লা আহমেদ লীমার পরিচালনায় "বুকের ভিতর আকাশ নিয়ে একটাই আছে দেশ, গর্ব করে বলতে পারি নাম যে বাংলাদেশ" গানের শিরোনামে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিল্পীদের পরিবেশনায় নৃত্য পরিবেশিত হয়। সর্বশেষ চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রয়াস ফোক থিয়েটার ইনস্টিটিউটের মোঃ মনিরুল ইসলামের পরিচালনায় তথ্য অধিকার বিষয়ক গম্ভীরা পরিবেশিত হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন কণ্ঠশিল্পী সাব্বির ও কণ্ঠশিল্পী লুইপা।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করছেন।

আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান এমপি, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসিসহ অন্যান্য অতিথিগণ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত তথ্য কমিশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্টল পরিদর্শন করেন। এবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য কমিশন, টিআইবি, এমআরডিআই, এমজেএফ, কার্টার সেন্টার, ডিনেট, দিশা, আইন ও শালিশ কেন্দ্র, বিএনএনআরসি, ব্র্যাক ও সুপ্র স্টল দেন ।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ এর তথ্য কমিশনের স্টল পরিদর্শন করছেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান এমপি, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসিসহ অন্যান্য অতিথিগণ।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার দিবসের স্লোগান, প্রতিপাদ্য এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য উপাদান দিয়ে একটি সুসজ্জিত গাড়ি দ্বারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ০২ দিনব্যাপী প্রচার করা হয়। একইসাথে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রস্তুতকৃত টিভিসি, ডকুমেন্টারি অডিও মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুসজ্জিত গাড়ি দ্বারা সড়ক প্রচার।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি এর ০১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের টেমপ্লেট দেয়া হলো:

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য সচিবের বাণীসহ তথ্য অধিকার আইনের উপর ১৪ টি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়।

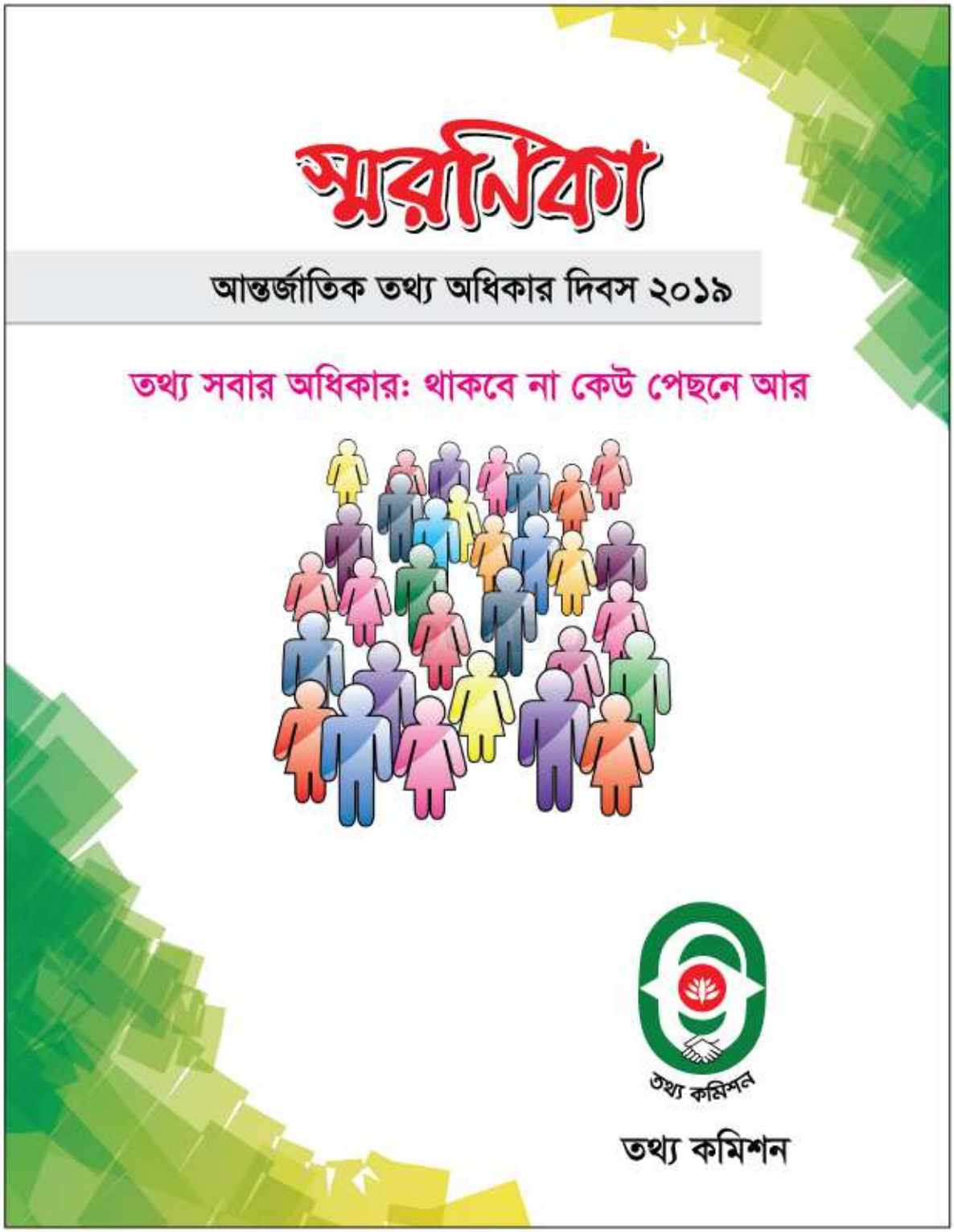

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

অধ্যায় - ৫
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার একটি জনবান্ধব আইন যা সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে এবং প্রকারান্তরে তা সরকারি-বেসরকারি সকল স্তরের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা:

প্রতিবেদনাধীন বছরে তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৯ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের শতকরা হার
১.	মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর	৩৩৮৭	২৬.৩৫%
২.	কমিশনসমূহ	১০৭৩	৮.৩৫%
৩.	জেলা পর্যায়ে	৬৯৯৫	৫৪.৪৩%
৪.	ব্যাংক	৫৪	০.৪২%
৫.	বিশ্ববিদ্যালয়	২৯	০.২৩%
৬.	এনজিও	১৩১৪	১০.২২%
৭.	**মোট**	**১২৮৫২**	**১০০%**

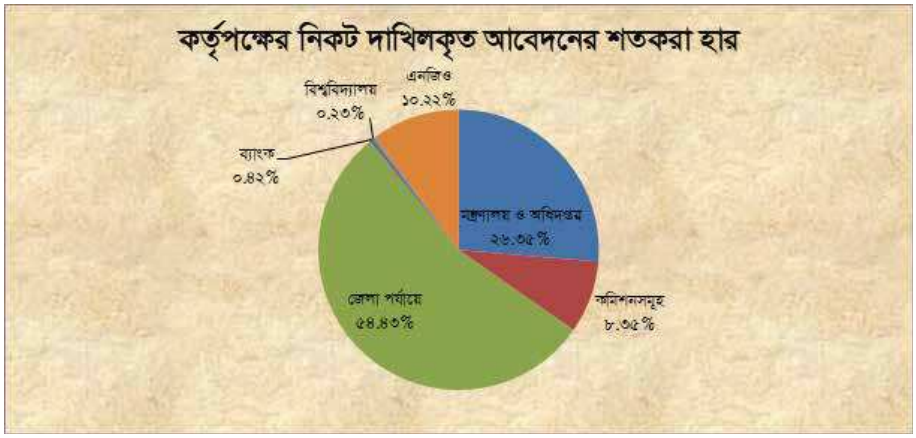

পাইচিত্র: কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের শতকরা হার

২০১৮ সালে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা ছিল ৮,৬৬০টি। উল্লেখ্য, ২০১৯ সনে প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহ জনগণের কাছে তাদের প্রচুর তথ্য স্ব-উদ্যোগে অবমুক্ত করলেও তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বিশেষত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানের ফলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৪৮.৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.২ সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা:

২০১৯ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১২৮৫২ টি। তন্মধ্যে ১২২৭১ টি অর্থাৎ ৯৫.৪৭% আবেদনে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫০৫ টি অর্থাৎ ৩.৯৩%। উল্লেখ্য, ২০১৯ সনের শেষে ৭৬টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
১.	যাচিত তথ্য সরবরাহের সংখ্যা	১২২৭১	৯৫.৪৮%
২.	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৫০৫	৩.৯৩%
৩.	প্রক্রিয়াধীন	৭৬	০.৫৯%
	মোট	**১২৮৫২**	**১০০%**

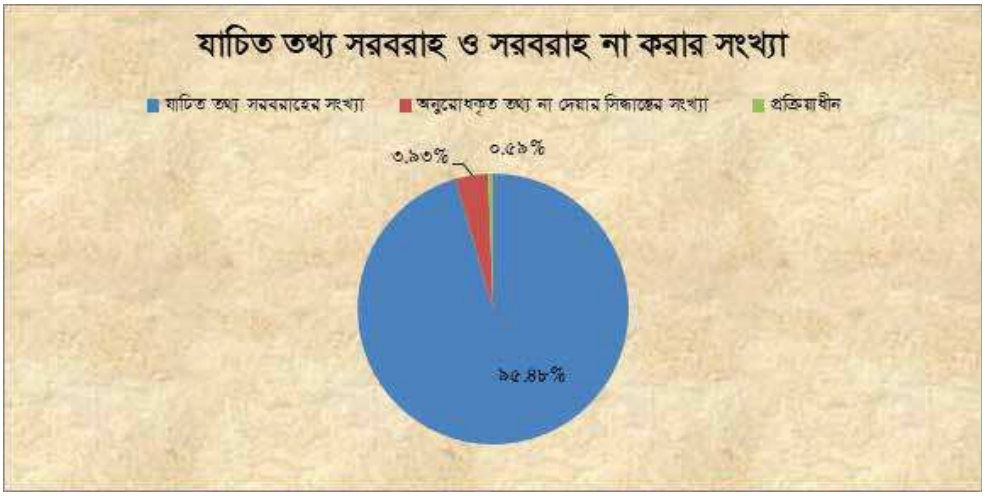

পাইচিত্র: যাচিত তথ্য সরবরাহ ও সরবরাহ না করার চিত্র

প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার বিষয়ে নিম্নরূপ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (খ) এবং ২ (চ) অনুযায়ী প্রদানযোগ্য কোন তথ্য নয়।
খ) তথ্যের মূল্য পরিশোধ না করায়।
গ) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৫ মোতাবেক।
ঘ) সংশ্লিষ্ট শাখায় তথ্য না থাকায়।
ঙ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ৭ এর উপধারা- ঘ, চ, জ, ট ও দ মোতাবেক তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক না হওয়ায়।
চ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করায়।
ছ) যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়।
জ) তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) উপধারা মোতাবেক "তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য" প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়।

এছাড়া, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কতিপয় কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেনি মর্মে দেখা যায়।

৫.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তিঃ

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ২৮৫ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৬৯টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৬টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশন, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম চালু করার কার্যক্রম পাইলটিং করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি **অধ্যায়-৩ এ সংযোজন** করা হয়েছে।

৫.৫ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ	প্রক্রিয়াধীন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১১১৫	১০৭২	৪৩	০	০২	০২	০	২৬২
২.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৩৭৪	৩৬৫	৫	৪	৬	৬	০	১৯৮৪৭
৩.	অর্থ মন্ত্রণালয়	২০০	১৬৫	৩০	৫	১৫	১৪+০১ টি প্রক্রিয়াধীন	০	৫২২
৪.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৮৫	১৮৩	২	০	১২	১১+১ টি প্রক্রিয়াধীন	০	১২৯২
৫.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১২২	১১৯	০	৩	০	০	০	০
৬.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১২১	১২১	০	০	০	০	০	৪৪৯৩৮৫
৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২০	১১১	৯	০	১২	৮+৪ টি প্রক্রিয়াধীন	০	১০৫১
৮.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৯৪	৭৯	১৫	০	৩	৩	০	১০১৬
৯.	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯০	৮৮	০	২	০৪	০৩+০১ টি প্রক্রিয়াধীন	০	১৯৯৮
১০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৬৬	৬১	৫	০	০১	১	০	১১০৪

লেখচিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়

৫.৬ জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী বিভাজন:

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	খুলনা বিভাগ	১৩৯৮	১৩৭৩	২৫	০	৭	৭	০	৮৯০৫
২.	রংপুর বিভাগ	১২৩৫	১১৯৬	৩৯	০	১৫	১৫	০	৬১৭২
৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ	১১৭৫	১১৪৮	২৭	০	১৩	১২+১ টি প্রক্রিয়াধীন	০	১১৮৬৮২
৪.	রাজশাহী বিভাগ	৮৭২	৭৯৭	৭৫	০	৮	৮	০	২৯০৩
৫.	ঢাকা বিভাগ	৭৪৯	৭১৫	২১	১৩	৩৫	৩৫	০	১৪১৪০
৬.	সিলেট বিভাগ	৬০৩	৫৭৭	২৬	০	৪৫	৪৫	০	২৮২৬
৭.	চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৮৩	৫৬২	২১	০	৭	৭	০	১৫৬৯
৮.	বরিশাল বিভাগ	৩৮০	৩৬৯	৯	২	৪	৪	০	৫৪২
৯.	মোট	৬৯৯৫	৬৭৩৭	২৪৩	১৫	১৩৪	১৩৩+১ টি প্রক্রিয়াধীন	০	১৫৫৭৩৯

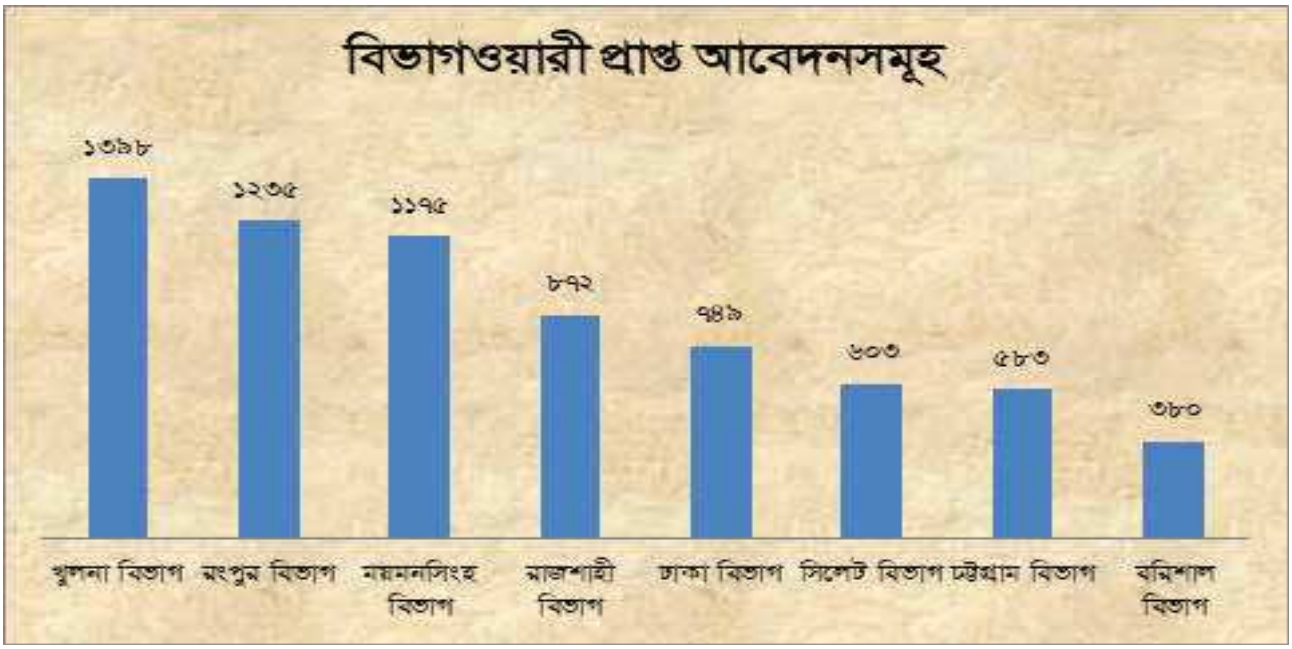

লেখচিত্র: বিভাগওয়ারী প্রাপ্ত আবেদনসমূহের চিত্র

৫.৭ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	নীলফামারী	৬১৩	৫৯৮	১৫	০	৩	৩	০	১০৯৫
২.	খুলনা	৪৮৩	৪৭৭	৬	০	০	০	০	১৫০৭
৩.	যশোর	৪১২	৪০৪	৮	০	৪	৪	০	৫২৬১
৪.	ঢাকা	৩৩১	৩১৮	২	১১	৮	৮		১২২২০
৫.	সুনামগঞ্জ	২৪৫	২৪৪	১	০	৬	৬	০	০
৬.	সিলেট	২৩১	২১৮	১৩	০	৩৪	৩৪		১৯৭৮
৭.	বরিশাল	১৯৩	১৮৯	৩	১	৪	৪	০	৫৪২
৮.	মাদারীপুর	১৭৩	১৬৩	১০	০	০	০	০	০
৯.	রাজশাহী	১৬৫	১৬১	৪	০	০	০	০	২০৮
১০.	রংপুর	১৬৫	১৬১	৪	০	২	২	০	৩৩০

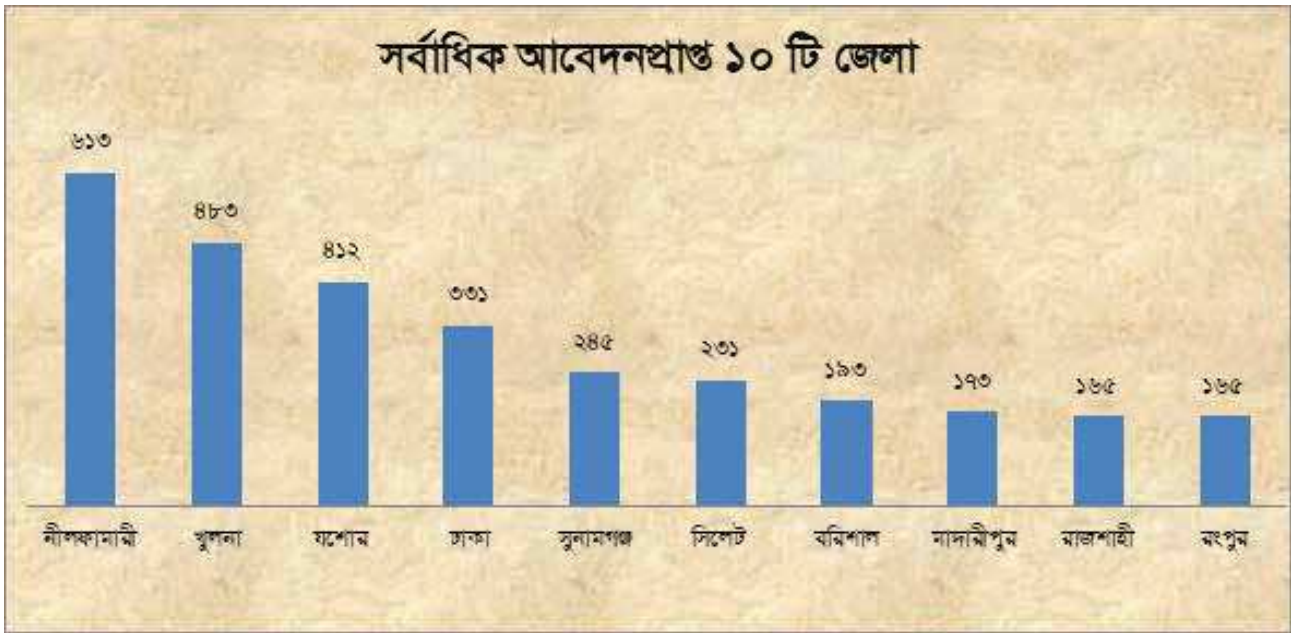

লেখচিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের চিত্র

৫.৮ এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন:

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	টিআইবি	৮৮১	৮৮১	-	-	-	-	-
২.	নাগরিক উদ্যোগ	১৯৯	১৯৯	-	-	-	-	-
৩.	রিক	১৬৫	১৬৫	-	-	-	-	-
৪.	কারিতাস বাংলাদেশ	১২	১২	-	-	-	-	-
৫.	আশা	১১	১১	-	-	-	-	-
৬.	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট	১১	১১	-	-	-	-	-
৭.	কোস্ট ট্রাস্ট	১০	১০	-	-	-	-	-
৮.	দি কার্টার সেন্টার	৯	৬	৩	-	-	-	-
৯.	ব্র্যাক	৮	৮	-	২	২	-	৮/-
১০.	ইউটিএসএ	৫	৫	-	-	-	-	-
১১.	রূপান্তর	৩	৩	-	-	-	-	-

উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত উল্লেখিত ১১ টি এনজিও এর নিকট মোট ১৩১৪ টি তথ্যের আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

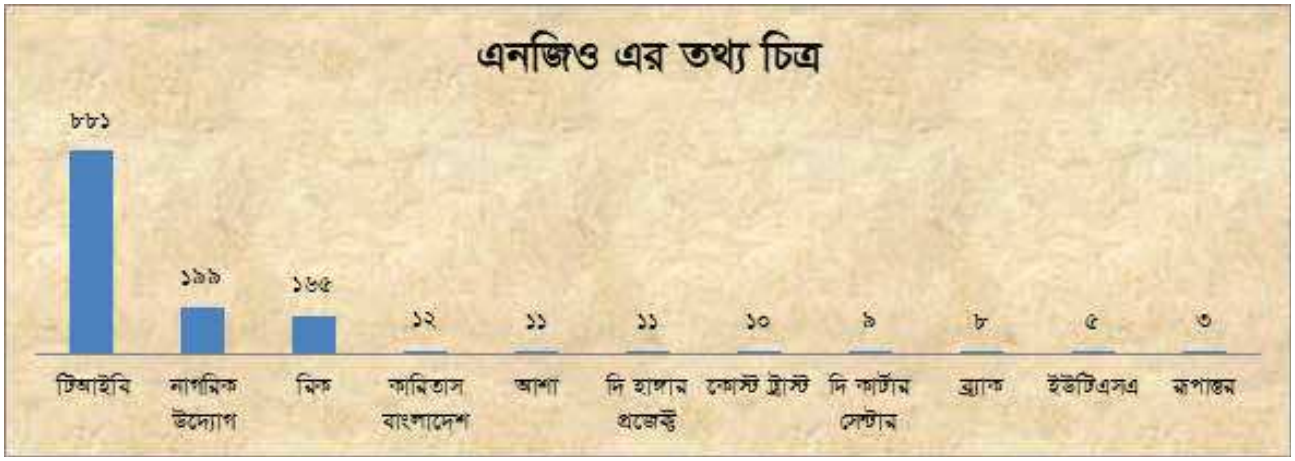

লেখচিত্র: এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন সমূহের চিত্র

৫.৯ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

৫.৯.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ:

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ৩৩৮৭ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৩১২৫ টি (৯২.২৬%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ২০৯ টি এবং ৫৩ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৯ সালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ৭,৩৪,১৪৭/- টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৯৬ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ৮১ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১৫ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা ০২টি।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	সরবরাহকৃত	৩১২৫	৯২.২৬%
০২.	তথ্য সরবরাহ করা হয়নি	২০৯	৬.১৭%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	৫৩	১.৫৭%
	মোট	৩৩৮৭	১০০.০০%

পাইচিত্র: মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণের চিত্র

৫.৯.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ:

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ৬৯৯৫ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৬৭৩৭ টি ৯৬.৩১% তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ২৪৩ টি এবং ১৫ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ১৩৪ টি তন্মধ্যে ১৩৩ টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০১ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন। জেলা থেকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আবেদনপ্রাপ্ত মোট ১,৫৫,৭৩৯/- টাকা আদায় হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রদান করা হয়েছে	৬৭৩৭	৯৬.৩১%
০২.	তথ্য প্রদান করা হয়নি	২৪৩	৩.৪৭%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	১৫	০.২২%
	মোট	৬৯৯৫	১০০.০০%

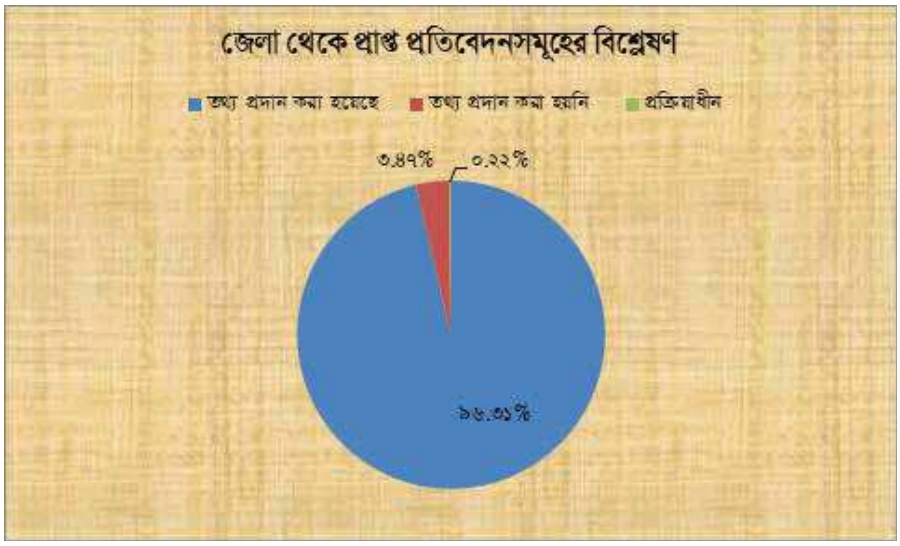

পাইচিত্র: জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের চিত্র

দেশের ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, ফরিদপুর, টাংগাইল, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা এবং ঝালকাঠি অর্থাৎ এই ০৬টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে নীলফামারী জেলায় ৬১৩ টি এবং সর্বনিম্ন শরীয়তপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় ০১টি করে।

৫.৯.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ:

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ১৩১৪টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ১৩১১ টি (৯৯.৭৭%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ০৩ টি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ০২ টি এবং আপীল আবেদন নিষ্পত্তি সংখ্যা ০২ টি। প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায় একটি মাত্র এনজিও চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ৮ টাকা আদায় করেছে। অন্যান্য এনজিওসমূহ চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করেছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রদান করা হয়েছে	১৩১১	৯৯.৭৭%
০২.	তথ্য প্রদান করা হয়নি	৩	০.২৩%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	০	০.০০%
	মোট	১৩১৪	১০০.০০%

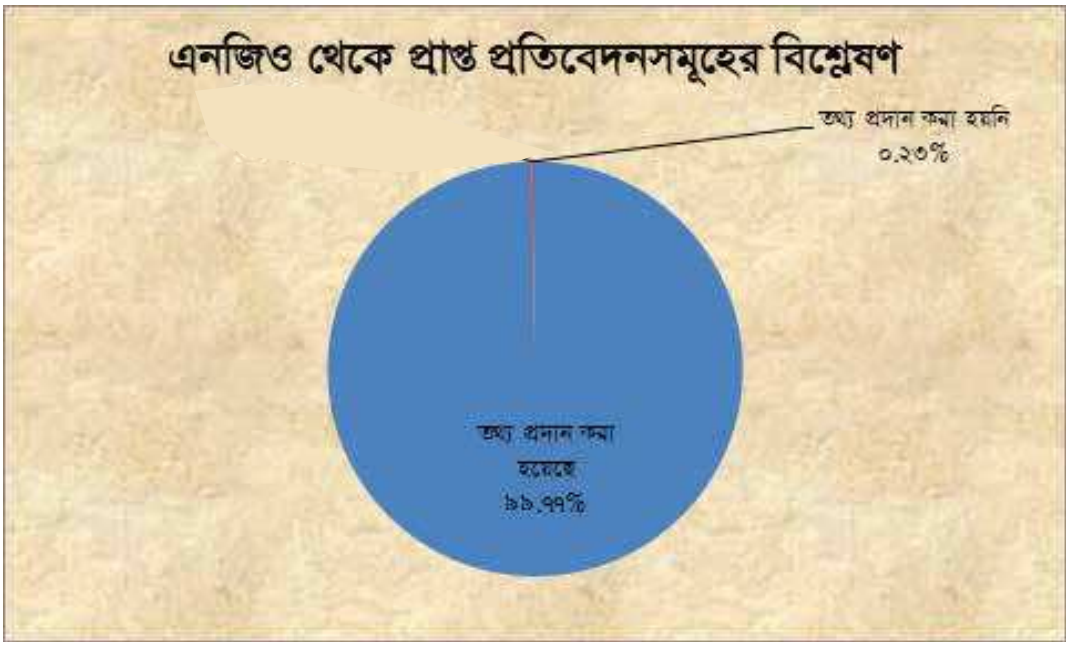

পাইচিত্র: এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

৫.১০ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি:

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের মূল কাজই হচ্ছে জনগণের দায়েরকৃত অভিযোগের আলোকে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করা। নাগরিক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে, তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা, তথ্য চাহিদা

প্রত্যাখ্যাত হলে, কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হলে বা প্রদানে বাধ্য করা হলে যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়, অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা যা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে, আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হলে কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১৩ ও ২৫ ধারা এর আওতায় অভিযোগসমূহ আমলে গ্রহণ, শুনানী গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে থাকে। যেসকল অভিযোগে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সেগুলোর বিষয়ে অভিযোগকারীকে কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৫৬৮টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২১৫০ টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৬টি অভিযোগ কমিশন স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ হিসেবে আমলে নিয়ে শুনানী গ্রহণ করেছে।

৫.১১ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ (বছর ভিত্তিক):

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ধারা ২৫ এর আলোকে দেশের নাগরিকগণ তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে আসছে। কমিশন অনেক ক্ষেত্রে স্ব-প্রণোদিতভাবেও অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ৪২৪টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৫২.৫৪%) যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন দিবসে শুনানির মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৪০৪ টি অভিযোগ ও ২০১৫ সালে ২০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য ৩৮৩টি অভিযোগ পরামর্শ বা সরাসরি তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৩৬ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে তথ্য কমিশনের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ২৪০ টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭১.৪৩%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২০৫টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল। অপর ৯৬টির ক্ষেত্রে অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৫৩৯ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৬ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ৩৬৪টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৬৭.৫৩%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৯৬ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৬৩ টি অভিযোগ উভয় পক্ষের শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৫টি অভিযোগ রীট মামলার প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের সভায় শুনানির পূর্বেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮টি অভিযোগ এবং একই রকম অভিযোগের প্রেক্ষিতে পূর্বের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারিকে অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ০৩টি অভিযোগ। শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১১৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬টি অভিযোগ গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৫২৭ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্ব-প্রণোদিতভাবে ০৩টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করায় শুনানির জন্য মোট অভিযোগের সংখ্যা ৫৩০টি। সভায় সর্বমোট ৪০৩ টি (স্ব-প্রণোদিত ০৩টি সহ) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭৬.০৪%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ২০১৭ সালে ৩১৬ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং অবশিষ্ট ৮৪ টি অভিযোগ ২০১৮ সালে শুনানীর জন্য ছিল। ১টি অভিযোগ রীট মামলার প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কর্তৃপক্ষ হিসেবে গেজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ০১ টি অভিযোগ স্থগিত রাখা হয়েছে। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি এরূপ ১২৭ টি অভিযোগ অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৭৩১ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্ব-প্রণোদিতভাবে ০১টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করায় শুনানির জন্য মোট অভিযোগের সংখ্যা ৭৩২টি। ২০১৮ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ শুনানির জন্য গ্রহণের নিমিত্ত ২৩-০১-১৮, ১১-০২-২০১৮, ১৮-০৩-২০১৮, ১২-০৪-২০১৮, ১০-০৫-২০১৮, ১১-০৬-২০১৮, ১২-০৭-২০১৮, ০৯-০৮-২০১৮, ১৩-০৯-২০১৮, ১৮-১০-২০১৮, ১৮-১১-২০১৮, ১৮-১২-২০১৮, ৩১-১২-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৪৩৮ টি (স্ব-প্রণোদিত ০১টি সহ) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৫৯.৮৪%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ৩১-১২-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩৬৭ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৭১ টি অভিযোগ শুনানির জন্য ২০১৯ সালে দিন ধার্য করা হয়েছে। ৪৬টি অভিযোগ বিবেচনাধীন (স্থগিত/তদন্তাধীন) রয়েছে। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি এরূপ ২৪৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ০১ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পত্র মারফৎ তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৮ সালের অভিযোগমূহের ক্ষেত্রে দু'টি রীট মামলা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৬২৮ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া কমিশন স্ব-প্রণোদিতভাবে ০২টি অভিযোগ গ্রহণ করায় মোট অভিযোগের সংখ্যা ৬৩০টি। এসব অভিযোগসমূহের বিষয়ে ২৪-০১-১৯, ২০-০৩-২০১৯, ২৮-০৪-২০১৯, ২৩-০৫-২০১৯, ২৭-০৬-২০১৯, ২৮-০৭-২০১৯, ১২-০৯-২০১৯, ০৬-১০-২০১৯, ১৩-১১-২০১৯, ১৫-১২-২০১৯ ও ২০-০১-২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ২৮৫টি (স্ব-প্রণোদিত ০২টি ব্যতীত) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৪৫.৩৮%) শুনানির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শুনানির জন্য কার্যক্রম গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ৩১-১২-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২৩৫ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫২ টি (স্বপ্রণোদিত ২টি সহ) অভিযোগ শুনানির জন্য ২০২০ সালে দিন ধার্য করা হয়েছে। ০১ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে শুনানীগ্রহণ শেষে তদন্তাধীন রয়েছে। শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে ১০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ একই হওয়ার কারণে সেগুলো একই অভিযোগভুক্ত (analogous) হিসেবে বিবেচনা করে শুনানীগ্রহণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ৩৪৩ টি অভিযোগের মধ্যে ৩৩০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ০১ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অপর ০১টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দায়েরকৃত রীট মামলাটি চলমান থাকায় পরবর্তীতে বিবেচনার জন্য রয়েছে।

০৫টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগ দাখিলের বিষয়টি পুনরাবৃত্তি ঘটেছে; ০১টি অভিযোগ নথিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে; ০১ টি অভিযোগ অনুলিপি সংক্রান্ত হওয়ায় অনুলিপি নথিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে ও ০১ টি অভিযোগ পুন:উপস্থাপিত হওয়ায় খারিজ করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ০৩ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালের অভিযোগমূহের ক্ষেত্রে ০৪ টি বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলা হয়েছে।

বছরওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের চিত্র:

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ	শুনানির জন্য গৃহীত	শুনানির জন্য গ্রহণের হার
	২০০৯-২০১৪	৮০৭	৪২৪	৫২.৫৪%
	২০১৫	৩৩৬	২৪০	৭১.৪৩%
	২০১৬	৫৩৯	৩৬৪	৬৭.৫৩%
	২০১৭	৫২৭+৩=৫৩০	৪০০+৩= ৪০৩	৭৬.০৪%
	২০১৮	৭৩১+১=৭৩২	৪৩৭+১=৪৩৮	৫৯.৮৪%
	২০১৯	৬২৮+২= ৬৩০	২৮৫+২=২৮৭	৪৫.৫৫%
মোট	২০০৯-২০১৯	৩৫৬৮+০৬= ৩৫৭৪	২১৫০+০৬= ২১৫৬	৬০.৩২%

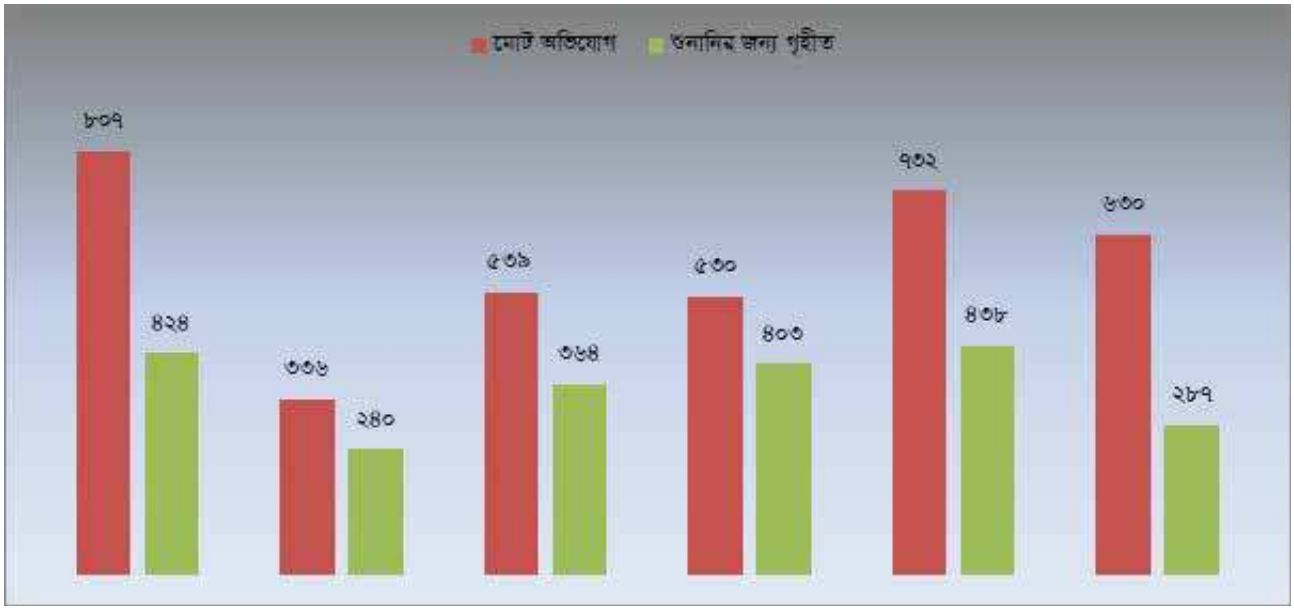

লেখচিত্রঃ অভিযোগ দায়ের ও শুনানী গ্রহণ সংক্রান্ত প্রবণতা

ক. ২০১৯ সালে অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা:

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ	১৯৬
চাকুরীজীবী	১৩
সাংবাদিক	৫১
আইনজীবী	৪
অন্যান্য পেশাজীবী	১৪
মুক্তিযোদ্ধা	৭
সর্বমোট	**২৮৫+ (০২টি স্ব-প্রণোদিত)**

লেখচিত্র: অভিযোগকারীর (শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা

খ. যে সকল দপ্তরের বিরুদ্ধে শুনানীর জন্য অভিযোগ গ্রহণ হয়েছে:

২০১৯ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৬২৮ টি অভিযোগের মধ্যে ২৮৫টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৬২ টি অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ২৩ টি অভিযোগ বেসরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ ও অভিযোগের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত হলো:

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
মন্ত্রণালয়	**২১**
প্রধান কার্যালয়	**৮৬**
বিভাগীয় কার্যালয়	**১৮**
জেলা কার্যালয়	**২০**
উপজেলা কার্যালয়	**৩৪**
থানা/উপজেলা	**০৬**
পৌরসভা/ ইউনিয়ন	**১৪**
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	**২৬**
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড	**২৭**
সিটি কর্পোরেশন	**১০**
ভূমি সংক্রান্ত অফিস সমূহ	**১৮**
অন্যান্য	**০৫**
সর্বমোট	**২৮৫+ (০২টি স্ব-প্রণোদিত)**

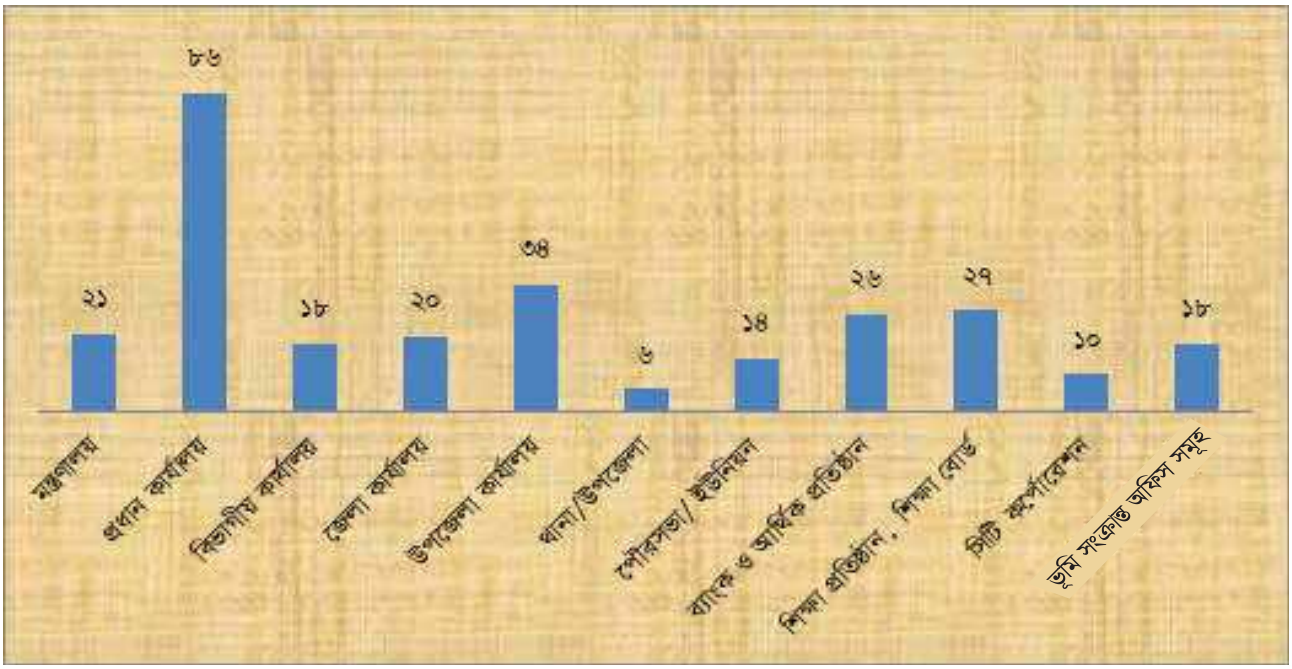

লেখচিত্র: বিভিন্ন দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা

৫.১১ (ক). ২০১৯ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ:

২০১৯ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের মধ্যে ২৮৫টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে যার শতকরা হার ৪৫.৩৮%। শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ অভিযোগই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অফিসসমূহ হলো: প্রধান কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থানা/উপজেলার বিভিন্ন অফিস, জেলা কার্যালয়, ভূমি সংক্রান্ত, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসমূহ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। নিম্নে ছকটি দেখানো হলো:

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের সংখ্যা:

অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	০১
	বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা	০১
	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	০২
	পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	০১
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১
	উপজেলা শিক্ষা অফিস	০৮
	ভূমি অফিসসমূহ	১৮
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০১
	উপজেলা/থানাসমূহ	০৯
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	০৪
	নির্বাহী প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়	০২
	পৌরসভা	০৯
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১
	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (বিউবো)	০২
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	পূবালী ব্যাংক লিমি:	০২
	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	০২
	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়	০৪
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	০৩
	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	০১
	ভূমি মন্ত্রণালয়	০২
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	০৫
	ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	০১
	ইউনিয়ন পরিষদ	০৯
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০১
	উপজেলা নির্বাহী অফিস	০৯
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	০৬
	দুর্নীতি দমন কমিশন	০২
	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	০১
	পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১

অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
	পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	০১
	জেলা পরিষদ	০১
	জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	ঢাকা ওয়াসা	১৩
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	০১
	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	০৭
	উপ-পুলিশ কমিশনার	০১
	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।	০৩
	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম	০৩
	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০১
	কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ ধামরাই, ঢাকা	০১
	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	০৩
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০২
	বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়	০১
	অগ্রণী ব্যাংখ লিমিটেড	০৩
	আরডিআরএস	০১
	রংপুর মেডিকেল কলেজ	০৩
	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমি:	০১
	দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	০৭
	আইন মন্ত্রণালয়	০১
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	০১
	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০২
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	০১
	রূপালী ব্যাংক লিমি:,	০২
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১০
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	০১
	প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০১
	সিভিল সার্জন অফিস	০৪
	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১
	রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়	০২
	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ	০৭
	তথ্য মন্ত্রণালয়	০১
	বাংলাদেশ ব্যাংক	০৩
	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	০২
	বাংলাদেশ বেতার	০২
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	০১

অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	০৫
	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	০১
	নিবন্ধন অধিদপ্তর	০৩
	তথ্য কমিশন	০৪
	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	০২
	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১
	সোবাহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টার	০১
	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	০১
	গণপূর্ত বিভাগ	০১
	পুলিশ সুপারের কার্যালয়	০৪
	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	০১
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	০৩
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০১
	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	০২
	জেলা কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	০১
	জাইকা উপজেলা কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	ডাক অধিদপ্তর	০১
	ট্রাফিক অফিস	০১
	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	১০
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	০১
	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন	০১
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	০১
	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	০১
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	০১
	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	০১
	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	০৩
	মোট-	২৬২
	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৪
	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	০৪
	এনজিও	০৪
	ইন্সুরেন্স কোম্পানি	০১
	মোট=	২৩
সর্বমোট =		২৮৫+০২ টি (স্ব-প্রণোদিত)

৫.১১ (খ). মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ: ২০১৯ সালে তথ্য কমিশনে মোট দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৬২৮টি ও স্ব-প্রণোদিত ০২ টি। মোট ৬২৮ জন অভিযোগকারীর মধ্যে ৫৬৫ জন অভিযোগকারী পুরুষ ও ৮১ জন অভিযোগকারী নারী যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

পুরুষ	৫৪৭	৮৭.১০%
নারী	৮১	১২.৯০%
মোট	৬২৮	১০০%

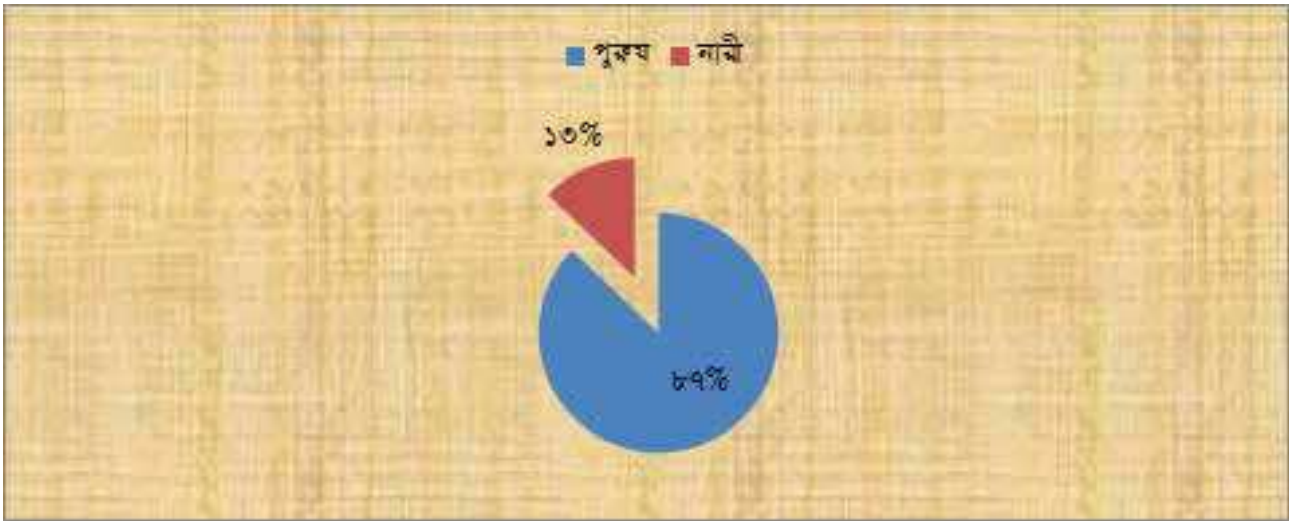

৫.১১ (গ) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ:

ক্রমিক নং	চাহিত তথ্যের বিষয়	অভিযোগ সংখ্যা
১.	তথ্য প্রদানের জন্য আদেশ দেয়ার পর তথ্য না পেয়ে পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের	২৭
২.	নিয়োগ সংক্রান্ত	১৭
৩.	ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত	১৮
৪.	প্রকল্প সংক্রান্ত	১৬
৫.	ভূমি সংক্রান্ত	১৪
৬.	তদন্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত	০৯
৭.	মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই সংক্রান্ত	০৯
৮.	অভিযোগ সংক্রান্ত	০৯
৯.	বিল ভাউচার/মাস্টাররোল সংক্রান্ত	০৭
১০.	বিদ্যালয় সংক্রান্ত	০৭
১১.	সামাজিক নিরাপত্তা (মাতৃত্বকালীন/বিধাব ভাতা) সংক্রান্ত	০৭
১২.	লাইসেন্স সংক্রান্ত	০৬
১৩.	পদন্নোতি সংক্রান্ত	০৮
১৪.	দাখিলকৃত আবেদন াবষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত	০৬
১৫.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত	০৫
১৬.	খাল খনন সংক্রান্ত	০৫

ক্রমিক নং	চাহিত তথ্যের বিষয়	অভিযোগ সংখ্যা
১৭.	ঋণ সংক্রান্ত	০৫
১৮.	আয় ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত	০৯
১৯.	দলিল সংক্রান্ত	০৫
২০.	বদলী সংক্রান্ত	০৫
২১.	বিদ্যুৎবিল সংক্রান্ত	০৩
২২.	জনবল সংক্রান্ত	০৩
২৩.	ছাত্রভর্তি নীতিমালা সংক্রান্ত	০৩
২৪.	মুক্তিযোদ্ধা ভাতা সংক্রান্ত	০৩
২৫.	বন্দর সংক্রান্ত	০৩
২৬.	উচ্ছেদ সংক্রান্ত	০৩
২৭.	পণ্যের মান সংক্রান্ত	০৩
২৮.	আইন/বিধিমালা সংক্রান্ত	০৩
২৯.	অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত	০৩
৩০.	বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত	০২
৩১.	জন্ম নিবন্ধন ও টীকা সংক্রান্ত	০২
৩২.	গণপরিবহন সংক্রান্ত	০২
৩৩.	সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত	০২
৩৪.	সভা সংক্রান্ত	০২
৩৫.	সনদ সংক্রান্ত	০২
৩৬.	ওয়াকফ স্টেট সংক্রান্ত	০২
৩৭.	ভাসমান শিশু সংক্রান্ত	০২
৩৮.	বীমা সংক্রান্ত	০২
৩৯.	পরীক্ষা সংক্রান্ত	০২
৪০.	রেলওয়ে পুলিশ সংক্রান্ত	০২
৪১.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত	০২
৪২.	দুদক মামলা সংক্রান্ত	০২
৪৩.	সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত	০১
৪৪.	মিনি স্টেডিয়াম সংক্রান্ত	০১
৪৫.	ভিডিওফুটেজ সংক্রান্ত	০১
৪৬.	বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত	০১
৪৭.	ট্রাফিক পুলিশ সংক্রান্ত	০১
৪৮.	জজকোর্ট সংক্রান্ত	০১
৪৯.	জলমহাল সংক্রান্ত	০১
৫০.	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত	০১
৫১.	চাকুরি বিধি সংক্রান্ত	০১
৫২.	চাল ক্রয় সংক্রান্ত	০১
৫৩.	সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত	০১
৫৪.	সনদ সংক্রান্ত	০১
৫৫.	সম্মানী সংক্রান্ত	০১
৫৬.	গ্যাস বিল সংক্রান্ত	০১

ক্রমিক নং	চাহিত তথ্যের বিষয়	অভিযোগ সংখ্যা
৫৭.	খাল বিল জলাভূমি সংক্রান্ত	০১
৫৮.	কালভার্ট সংক্রান্ত	০১
৫৯.	কলেজ সংক্রান্ত	০১
৬০.	রাস্তা মেরামত সংক্রান্ত	০১
৬১.	ওষুধ সংক্রান্ত	০১
৬২.	মামলা সংক্রান্ত	০১
৬৩.	এনআইডি কার্ড সংক্রান্ত	০১
৬৪.	বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত বিষযাদি সম্পর্কিত	০১
৬৫.	বার কাউন্সিল সংক্রান্ত	০১
৬৬.	ব্যাংকিং ডিপ্লোমা সংক্রান্ত	০১
৬৭.	পুনর্বাসন সংক্রান্ত	০১
৬৮.	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত	০১
৬৯.	পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত	০১
৭০.	আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত দলিলাদি	০১
৭১.	অপরাধ তদন্ত বিষয়ক	০১
৭২.	গেজেট সংক্রান্ত	০১
৭৩.	গেজেটে নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত	০১
৭৪.	যোগদান সম্পর্কিত	০১
৭৫.	পেনশন সংক্রান্ত	০১
৭৬.	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত	০১
৭৭.	পেমেন্ট স্লিপ	০১
৭৮.	পে স্কেল সংক্রান্ত	০১
৭৯.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পদবী সংক্রান্ত	০১
৮০.	থানায় আটক সংক্রান্ত	০১
	সর্বমোট	২৮৫

৫.১২. শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ:

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমুহের মধ্যে ২০১৯ সালে ৬২৮ (স্বপ্রণোদিত ০২টি ব্যতীত) টি অভিযোগের মধ্যে ২৮৫টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ৩৪৩ টি অভিযোগের মধ্যে ৩৩০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ০১ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অপর ০১টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দায়েরকৃত রীট মামলাটি চলমান থাকায় পরবর্তীতে বিবেচনার জন্য রয়েছে; ০৫টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগ দাখিলের বিষয়টি পুনরাবৃত্তি ঘটেছে; ০১টি অভিযোগ নথিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে; ০১ টি অভিযোগ অনুলিপি সংক্রান্ত হওয়ায় অনুলিপি নথিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে ও ০১ টি অভিযোগ পুন:উপস্থাপিত হওয়ায় খারিজ করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ০৩ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৫.১২ (ক) অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
১.	যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়	৬৪
২.	তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট/ সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়	৩৯
৩.	যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/জবাব/সরবরাহকৃত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়	২৯
৪.	অভিযোগকারী আপীল আবেদন ছাড়াই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ	১৮
৫.	যাচিত তথ্যের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩(ক) প্রযোজ্য হওয়ায়	১৬
৬.	অভিযোগে লেখা অস্পষ্ট হওয়ায়	১৫
৭.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়	১৪
৮.	দায়েরকৃত অভিযোগ সুনির্দিষ্ট (কি কি তথ্য পেয়েছেন/পাননি) না হওয়ায়	১৪
৯.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ	১৩
১০.	যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন না করায়	১২
১১.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন দাখিল সংক্রান্ত প্রমাণক না থাকায়	১২
১২.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৪(২) অনুযায়ী যাচিত 'মতামত' সংক্রান্ত হওয়ায়	১০
১৩.	পূর্বের অভিযোগ রিভিউ করার সুযোগ না থাকায়	০৮
১৪.	যাচিত তথ্যের বিষয়ে ইতোপূর্বে কমিশন কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তি করায়	০৮
১৫.	সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করায়	০৭
১৬.	যাচিত তথ্য আইন অনুযায়ী সুস্পষ্ট না হওয়ায়	০৬
১৭.	অভিযোগ দায়েরের পরে তথ্য প্রাপ্ত হওয়ায় এবং অভিযোগকারী প্রত্যাহার করায়	০৫
১৮.	সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত)	০৫
১৯.	অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রাপ্তি স্বীকার সংক্রান্ত কোন প্রমাণক না থাকায়	০৪
২০.	অভিযোগকারী একই কর্মকর্তা বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন দাখিল করেছেন	০৪
২১.	আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়	০৪
২২.	যাচিত তথ্যের বিষয়ে পূর্ববর্তী সময়ে কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান করায়	০৩
২৩.	যাচিত তথ্য দীর্ঘ সময় পুরোনো হওয়ায়	০৩
২৪.	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী আওতা বহির্ভূত হওয়ায়	০৩
২৫.	তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে স্বাক্ষর না থাকায়	০৩
২৬.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সাথে সংযুক্ত দলিলাদি অস্পষ্ট হওয়ায়-	০৩
২৭.	যাচিত তথ্য বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট হওয়ায়	০২
২৮.	একটি অভিযোগের সাথে একাধিক তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন দাখিল এবং আপীল আবেদন সংযুক্ত করে অভিযোগ দায়ের করায়	০২
২৯.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(খ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ না হওয়ায়-	০১
৩০.	যাচিত তথ্যে উল্লিখিত ঠিকানা স্ব-ব্যাখ্যাত হওয়ায়	০১
৩১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী উল্লেখ না করেই তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করায়	০১
৩২.	কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী অভিযোগ শুনানী গ্রহণকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্যপ্রদান করায়	০১
		৩৩০

৫.১২ (খ) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এমন অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল:

তথ্য কমিশনে যেসব অভিযোগ দায়ের হয়, সেগুলো কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেসকল অভিযোগ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথভাবে দায়ের হয়েছে মর্মে কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে কমিশন শুনানীর কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, যেসকল অভিযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ আইনানুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন বা অভিযোগ দায়ের হয়না, সেগুলোর ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট অভিযোগের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে আবেদন করার পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০১৯ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগগুলো পর্যালোচনাপূর্বক দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আপীল আবেদন না করেই কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অর্থাৎ 'আপীল কর্তৃপক্ষ' কে তা নিয়ে নাগরিকের মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে। অনেক অভিযোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিযোগকারী তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে যেসকল তথ্য চেয়েছেন, সেগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। এক্ষেত্রে 'তথ্য' কী কী এ বিষয়েও জনগণের মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে যেগুলো উপরে বর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগগুলোর সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'তথ্য' ও 'আপীল কর্তৃপক্ষ'- এই দু'টি বিষয় এখনও জনগণের কাছে অস্পষ্ট। এই দু'টি বিষয়ে যদি জনগণের মাঝে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা যায়, তবেই একদিকে জনগণের তথ্য চাওয়ার বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট হবে এবং অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য তথ্য সরবরাহের বিষয়টি সহজতর হবে। আরেকটি বিষয় হল, কোন তথ্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে পাওয়া যেতে পারে- এ বিষয়টিও অনেকসময় নাগরিকের মাঝে দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষসমূহের স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্যপ্রকাশ এই দ্ব্যর্থকতা দূর করতে পারে, জনগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারে।

৫.১৩ তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ:

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে এবং নাগরিকগণ কর্তৃক তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে। কোন নাগরিক তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হলে এবং সেখানে আইনানুযায়ী কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। ২০১১-২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ৫৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি (ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/ বিভাগীয় শাস্তি) প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ২০১১-২০১৫ সাল পর্যন্ত ০৯টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ২০১৬ সালে ০৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালে ২৯টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় এবং ২০১৮ সালে ১০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালে ০২ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

৫.১৪ তথ্য কমিশন: উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ:

কেস স্টাডি:- ১

বিগত ২৩-০১-২০১৯ তারিখের কালের কণ্ঠ পত্রিকায় "টাকায় মিলছে বয়স্ক বিধবা ভাতার কার্ড" প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ গ্রহণ

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ২৩-০৪-২০১৯ ইং)

বিগত ২৩.০১.২০১৯ তারিখে কালের কণ্ঠ পত্রিকায় "টাকায় মিলছে বয়স্ক বিধবা ভাতার কার্ড শিরোনামে প্রকাশিত খবরটি তথ্য কমিশনের গোচরীভূত হয়েছে। অতি দরিদ্র ও অসহায় মানুষজনকে সামাজিক সুরক্ষা/নিরাপত্তাবেষ্টনী প্রকেল্পের আওতায় নিয়ে এসে তাদের জীবন যাপনের পথকে সহজতর করার লক্ষ্যে অর্থাৎ অতি দরিদ শ্রেণীর লোকজনদের সুরক্ষার জন্যই সরকার বিধবা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অতি দরিদ্র শ্রেণীর লোকজনদের ক্ষুধামুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে সারা দেশে দারিদ্র বিলোপের যে পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে উপকারভোগী নির্বাচন থেকে শুরু করে ভাতা বিতরণ পর্যন্ত

প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং কোনরূপ অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরী। কাজেই এই অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩(২) উপধারা প্রয়োগ করা জরুরী বিবেচনায় তথ্য কমিশন প্রকাশিত খবরটিকে একটি স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করছে।

তথ্য কমিশনের গত ২৪-০১-২০১৯ তারিখের সভায় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি পর্যালোচনান্তে স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ হিসেবে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৩-০২-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

গত ১৩-০২-২০১৯ তারিখ শুনানীতে জনাব মো: রাজীব আহসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেতাগী, বরগুনা; জনাব মো: মিজান সালাহ উদ্দিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বেতাগী, বরগুনা; জনাব মো: মাকসুদুর রহমান ফোরকান, চেয়ারম্যান, হোসনাবাদ, ইউপি, বেতাগী, বরগুনা; জনাব মো: নওয়াব হোসেন, চেয়ারম্যান, বিবিচিনি, ইউপি, বেতাগী, বরগুনা; জনাব রাজিবুল ইসলাম, ইউপি সচিব, বিবিচিনি, ইউপি, বেতাগী, বরগুনা; শৈলেন চন্দ্র রায়,ইউপি সচিব, হোসনাবাদ, ইউপি, বেতাগী, বরগুনা; জনাব মো: রেজাউর রহমান ছত্তার, ইউপি সদস্য, বেতাগী, বরগুনা; জনাব মো: আলতাফ হোসেন, ইউপি সদস্য, হোসনাবাদ, ইউপি, বেতাগী, বরগুনাসহ মোট ৮ জন হাজির।

এই অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। শুনানীতে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা রয়েছে বিধায় অধিকতর শুনানীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। অধিকতর শুনানীর জন্য ১৪-০৩-২০১৯ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকসহ সকলকে সমন জারী করা হয়।

গত ১৪-০৩-২০১৯ তারিখ শুনানীতে জনাব মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক(কার্যক্রম-০১), সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা হাজির হয়ে জবাব দাখিল করেন। অন্যান্য প্রতিপক্ষ জনাব মো: রাজীব আহসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেতাগী, বরগুনা; জনাব মো: মিজান সালাহ উদ্দিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বেতাগী, বরগুনা; জনাব মো: নওয়াব হোসেন, চেয়ারম্যান, বিবিচিনি, ইউপি, বেতাগী, বরগুনা; জনাব রাজিবুল ইসলাম, ইউপি সচিব, বিবিচিনি, ইউপি, বেতাগী, বরগুনা; শৈলেন চন্দ্র রায়,ইউপি সচিব, হোসনাবাদ, ইউপি, বেতাগী, বরগুনা; জনাব মো: আলতাফ হোসেন, ইউপি সদস্য, হোসনাবাদ, ইউপি, বেতাগী, বরগুনা হাজির। গৃহীত অভিযোগের বিষয়ে সকল প্রতিপক্ষের বক্তব্য পুনরায় শ্রবণ করা হয় এবং আদেশের জন্য ২৩-০৪-২০১৯ তারিখ ধার্য করা হয়।

প্রতিপক্ষগণের বক্তব্য:

উপপরিচালক (কার্যক্রম-০১) জনাব মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম লিখিত জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেছেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বয়স্কভাতা খাতে ৫ লক্ষ জন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা খাতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার জন এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা খাতে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার জনের বর্ধিত ভাতাসহ যথাক্রমে ৪০ লক্ষ, ১৪ লক্ষ এবং ১০ লক্ষ জনের বরাদ্দ সংস্থান রাখা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮ তারিখ ১৩-০৯-২০১৮ মূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর'১৮) অর্থ ছাড় করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর'১৮) বাবদ ইউনিয়ন ও সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের শাখাভিত্তিক বিভাজন এবং বরাদ্দ প্রস্তুতপূর্বক সমাজসেবা অধিদফতরের স্মারক নম্বর ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮ তারিখ ১১-১০-২০১৮ খ্রি: মোতাবেক উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রেরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর'১৮) বরাদ্দও সমাজসেবা অধিদফতরের স্মারক নম্বর ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখ ২৯-০১-২০১৯ খ্রি: যোগে উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩য় কিস্তির (জানুয়ারি-মার্চ) বরাদ্দ উপজেলা পর্যায়ে প্রেরণের লক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে যা বিল আকারে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।

সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয় ইউনিট, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় (সকল) এবং জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সকল) এর মাধ্যমে ভাতাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভাতার অর্থ বিতরণ বিষয়ে মনিটরিং করা হয়। ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত)-২০১৩ অনুসারে ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণার মাধ্যমে যোগ্য ভাতাভোগী বাছাই ও ভাতাভোগীদের প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা ব্যাংক হিসাব খুলে ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ স্থানান্তারের মাধ্যমে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসারগণ নীতিমালা মোতাবেক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সুবিধাভোগী বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। স্থানীয় চাহিদার তুলনায় কম বরাদ্দ পাওয়ার কারণে যোগ্য সকলকেই তালিকাভূক্ত করা সম্ভব হয় না। অপেক্ষাকৃত বেশি যোগ্য ব্যক্তি যাতে বাদ না পড়ে সে দিকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তদারকি অব্যাহত আছে। তিনি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে ভাতার অর্থ ছাড়করণের আদেশ পাওয়ার পরে দ্রুততম সময়ে অধিদফতর হতে মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ বিভাজন ও মঞ্জুরী প্রেরণ এবং কার্যক্রম মনিটরিং জোড়দারে সচেষ্ট থাকবেন মর্মে জবাবে উল্লেখ করেছেন।

সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম-২) লিখিত জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেছেন যে, দেশের দু:স্থ অবহেলিত পশ্চাৎপদ দরিদ্র, অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্কভাতা, কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকেই ভাতাসমূহ রাষ্ট্রায়াত্ব সোনালী, জনতা, অগ্রণী, বাংলাদেশ কৃষি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে আসছে। সঠিক ব্যক্তি চিহ্নিত করে সহজে, স্বল্পতম সময়ে এবং বিনা হয়রানিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে সুবিধাভোগীদের হাতে ভাতার অর্থ পৌছে দেয়ার নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষাপটে সুবিধাভোগীদের ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক উপায়ে সরাসরি ভাতা অর্থ প্রদানের (G2P) নিমিত্ত সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে এমআইএস এবং ভাতাভোগীদের তথ্য ভান্ডার তৈরিসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গত ১৭ জুলাই, ২০১৮ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় গণভবন হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাপাইনবাবগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ভাতাভোগীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কথা বলে ভাতার অর্থ ইলেকট্রনিক উপায়ে (EFT) বিতরণ করেন এবং তার আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ব্যাংকের অস্থায়ী বুথ হতে সাথে সাথে ভাতার অর্থ গ্রহণ করেন।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যে সারাদেশের সকল ভাতাভোগীর তথ্য উপাত্ত Management of Information System-MIS G NID ভেলিডেশন ও ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে সন্নিবেশ করে শতভাগ ভাতাভোগীকে দ্রুততম সময়ে ভাতার অর্থ তাদের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করার কাজ এগিয়ে চলছে।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (অ: দা:) লিখিত জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেছেন যে, বয়স্ক এবং বিধবা ভাতা গ্রহীতাদের নামের তালিকা ভাতা বিতরণ বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩ এর আলোকে ১৬.২ নং নীতি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সকল ইউনিয়ন হতে তালিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে নীতিমালার ১৮.১ নীতি মোতাবেক উপজেলা ভাতা বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইয়ান্তে চুড়ান্ত অনুমোদন করা হয়। চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদন হওয়ার পর ভাতা গ্রহীতাগণ স্ব-উদ্দ্যোগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ১০/- টাকার একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলে উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়কে অবহিত করেন। ভাতা গৃহীতাদের হিসাব নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত হিসাবে স্থানীয় ব্যাংকের মুল হিসাব হতে অর্থ স্থানান্তর আদেশ যৌথ স্বাক্ষরে (উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসার) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার বরাবর প্রেরণ করা হয়। ভাতা উত্তোলনের জন্য ভাতা গ্রহীতাদের নামে একটি বই পাশ বহি ইস্যু করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ভাতা গ্রহীতাগণ পাশ বহি দাখিল সাপেক্ষে তাহার হিসাবের অনুকুলে জমাকৃত অর্থ ভাতা গ্রহীতার নিকট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করেন। প্রাথমিক নাম বাছাইকল্পে এবং তালিকা প্রণয়নে ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি (ইউনিয়ন চেয়ারম্যান) ও নির্বাচিত ওয়ার্ড সদস্যগণ সাধারণত মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। গত ২৩-০১-২০১৯ তারিখের কালেরকণ্ঠ পত্রিকায় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ভাতা না পাওয়ার বিষয়টি বা আর্থিক লেন-দেন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উপজেলা ভাতা বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি (উপজেলা চেয়ারম্যান) অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এর নিকট লিখিত বা মৌখিকভাবে দাখিল করা হয়নি। তাছাড়া প্রাথমিক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার সময় কোন ওয়ার্ড সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে টাকা পয়সার লেনদেন কেহ করেন কিনা তা তার জানা নেই। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ নভেম্বর, ২০১৮ তে পেয়ে স্ব স্ব ইউনিয়ন থেকে প্রাথমিক ভাতা ভোগীর তালিকা চাওয়া হলেও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে স্বচ্ছতার সহিত প্রাথমিক ভাতাভোগীদের নাম বাছাই করার জন্য অনুরোধ করেছেন। কমিশনের প্রশ্নের জবাবে জানানো হয় যে, ভাতাভোগীদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়না।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিখিত জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেছেন যে, প্রাথমিক নাম বাছাইকল্পে এবং তালিকা প্রণয়নে ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি (স্ব স্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান) ও নির্বাচিত ওয়ার্ড সদস্যগণ সাধারণত মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। গত ২৩-০১-২০১৯ তারিখের কালেরকণ্ঠ পত্রিকায় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ভাতা না পাওয়ার বিষয়টি বা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উপজেলা ভাতা বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি (উপজেলা চেয়ারম্যান) অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (পৌরসভার ক্ষেত্রে) বা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এর নিকট কোন লিখিত বা মৌখিকভাবে দাখিল করা হয়নি। তাছাড়া প্রাথমিক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার সময় কোন ওয়ার্ড সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে টাকা পয়সার লেনদেন করেন কিনা এ বিষয়ে তিনি কোন অভিযোগ পাননি। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে ভাতাভোগী নির্বাচনে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। শুনানীকালে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, স্ব-স্ব ইউনিয়ন ও পৌরসভায় মাইকিং করে নির্দিষ্ট তারিখ (১৭-০২-২০১৯ থেকে ১৯-০২-২০১৯) পর্যন্ত উন্মুক্ত বাছাই করা হয়। স্ব-স্ব ইউনিয়ন কমিটি থেকে প্রাপ্ত তালিকা উপজেলা কমিটিতে ২০-০২-২০১৯ খ্রি. তারিখ অনুমোদন দেওয়া হয় এবং পৌরকমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত তালিকা ১৭-০২-২০১৯ খ্রি. তারিখ অনুমোদন দেওয়া হয় যা উপজেলা ওয়েব পোর্টালের নোটিশ বোর্ডে (www.betagi.barguna.gov.bd) এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে বিবিচিনি ইউনিয়নের সকিনা বিবির বয়স ৭২ বছর বয়স পত্রিকায় দেখানো হলেও বাস্তবে তার বয়স কম। তাছাড়া তিনি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভিজিডি সুবিধাভোগির তালিকায় বিবিচিনি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের তালিকার ক্রমিক নং ১৪৭ তে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেজন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সকিনাসহ পত্রিকায় প্রকাশিত সুবিধা বঞ্চিত সকলকে বয়স্ক, বিধবা/ স্বামী পরিত্যক্ত ও প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া বয়স্ক ও বিধবা ভাতার কার্ড করতে টাকা লেনদেনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বর্ধিত কোটায় ভাতাভোগী (বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী) উন্মুক্তভাবে বাছইয়ের নিমিত্ত নিম্নরূপ সিডিউল অনুসরণপূর্বক বাছাই কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে:

ক্র: নং	ইউনিয়ন	তারিখ	বার	স্থান	সময়
০১	বিবিচিনি ইউনিয়ন	১৮-০২-২০১৯	সোমবার	ইউনিয়ন পরিষদ	সকাল: ৯:০০টা
০২	বেতাগী ইউনিয়ন	১৯-০২-২০১৯	মঙ্গলবার	ইউনিয়ন পরিষদ	সকাল: ৯:০০টা
০৩	হোসনাবাদ ইউনিয়ন	১৯-০২-২০১৯	মঙ্গলবার	ইউনিয়ন পরিষদ	বিকাল: ২:০০টা
০৪	মোকামিয়া ইউনিয়ন	১৯-০২-২০১৯	মঙ্গলবার	ইউনিয়ন পরিষদ	সকাল: ৯:০০টা
০৫	বুড়ামজুমদার ইউনিয়ন	১৮-০২-২০১৯	সোমবার	ইউনিয়ন পরিষদ	সকাল: ৯:০০টা
০৬	কাজিরবোদ ইউনিয়ন	১৮-০২-২০১৯	সোমবার	ইউনিয়ন পরিষদ	বিকাল: ২:০০টা
০৭	সরিষামুড়ি ইউনিয়ন	১৭-০২-২০১৯	রবিবার	ইউনিয়ন পরিষদ	সকাল: ৯:০০টা

হোসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লিখিত জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেছেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইউনিয়ন বয়স্ক/বিধবা ভাতা বাস্তবায়ন কমিটির সভা এখন পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়নি। আরও উল্লেখ থাকে যে, মাসিক সভায় এখন পর্যন্ত আলোচ্যসূচীতে আলোচনা করা হয়নি। প্রাথমিক নাম বাছাইকল্পে এবং তালিকা প্রণয়নে ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও নির্বাচিত ওয়ার্ড সদস্যগণ সাধারণত মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পত্রিকায় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ভাতা না পাওয়ার বিষয়টি বা আর্থিক লেন-দেন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবের নিকট মৌখিক বা লিখিতভাবে পাওয়া যায়নি। অভিযোগ আসলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারপরেও পত্রিকায় প্রকাশিত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। শুনানীকালে তিনি বলেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইউনিয়ন বয়স্ক/বিধবা ভাতাভোগীদের অগ্রীম তালিকা দাখিল করতে বলা হয়েছে। অত:পর সকল সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনান্তে সংযুক্ত ছকে ভাতাভোগীদের অগ্রীম তালিকা দাখিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

এই অভিযোগে অভিযুক্ত সকল প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব এবং শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮) এর বরাদ্দপত্র দেওয়া হয়েছে ১৩-০৯-২০১৮ তারিখ এবং অধিদপ্তর থেকে ব্যাংকের শাখাভিত্তিক বিভাজন করে ১১-১০-২০১৮ তারিখে উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দপত্র প্রেরণ করা হয়। শুধুমাত্র এই তথ্য থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, মন্ত্রণালয় থেকে অধিদপ্তর পর্যায়ে এবং অধিদপ্তর থেকে উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদানে বিলম্ব হয়েছে। যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ জুলাই, ২০১৮ তারিখে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন করেন, সেখানে উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান করতেই এত বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অন্যদিকে ভাতাভোগীদের নির্বাচনের বিষয়ে দেখা যায় যে, ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১৩ এবং ১৬.২ নং নীতিতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যসহ ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে ১৬.৪ নং নীতিতে কমিটির কর্মপরিধি উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর ১ নং ক্রমিকেই বয়স্কভাতা প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করে তালিকা প্রণয়ন এবং ২নং ক্রমিকে প্রণীত তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ উপজেলা কমিটির নিকট দাখিল করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তৎপর ১৮.১ নং নীতিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ উপজেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ১৮.২ নং নীতিতে প্রাপ্ত প্রাথমিক তালিকা যাচাই করে তালিকা চূড়ান্ত করে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাস উত্তীর্ণ হলেও প্রাথমিক তালিকাই প্রস্তুত করা হয়নি যা অত্যন্ত দু:খজনক। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত এই স্ব-প্রণোদিত কেসটির প্রথম শুনানী গত ১৩-০২-২০১৯ তারিখে গ্রহণের পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সমাজসেবা অফিসার তৎপর হয়ে ১৭-০২-২০১৯ থেকে ১৯-০২-২০১৯ তারিখ এই ৩ দিনের মধ্যেই প্রাথমিক তালিকা সম্পন্ন করে ইউএনও এর ছবিসহ ভাতাভোগী বাছাই এর খণ্ডচিত্র প্রেরণ করেছেন এবং ১৪-০৩-২০১৯ তারিখের শুনানীতে জানিয়েছেন যে, উপকারভোগী বাছাই এর জন্য তালিকা প্রস্তুত করার নিমিত্ত প্রতিটি ইউনিয়নে মাইকিং করার ফলে আগত সকল ভাতা প্রার্থীদের উপস্থিতিতেই তাদের বক্তব্য শুনে ভাতা পাবার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি যোগ্য কোন ব্যক্তি বাদ না যায় সেদিকে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে তালিকা তৈরী করা হয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশিত সুবিধা বঞ্চিত সকলকে ভাতার আওতায় আনা হয়েছে এবং ২০-০২-২০১৯ তারিখে তালিকা উপজেলা কমিটিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপজেলা কমিটি সচেতন হলে এই বাছাই কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৮ মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করতে পারতেন যা করা হয়নি। বাছাইয়ের কাজ জমিয়ে রাখার ও তদারকীর অভাবের ফলেই নিম্নস্তরে দুর্নীতি করার সুযোগ সৃষ্টি হয় যার ফলে সরকারের মহতী উদ্যোগ অনেক সময়েই বাধাগ্রস্থ হয়। এই স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড এসডিজির ১নং লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচনের সাথে জড়িত যা এ ধরনের বিলম্বের ফলে বিঘ্নিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে আশার কথা এই যে, প্রথম শুনানীর পর পরই ১ সপ্তাহের মধ্যে এই কাজ সম্পাদন করা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ও এর সাথে জড়িতদের দায়িত্ব পালনে সজাগ করেছে। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর ৩ নং প্রবিধির তপশিল ১ এর ৯ নং ক্রমিকে উল্লিখিত সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের আওতায় বাছাইকৃত তালিকাভুক্ত সকল উপকারভোগীর তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হলেও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি যা আইন লঙ্ঘনের শামিল ও শাস্তিযোগ্য। তবে এই অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসন যে তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন তা বিবেচনা করে নমনীয় হয়ে কমিশন কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। মন্ত্রণালয় থেকে অধিদপ্তর পর্যায়ে এবং অধিদপ্তর থেকে উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদানে বিলম্ব পরিহার করে যে সময়ের জন্য বরাদ্দ সেই সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য সকল উপকারভোগীর উপস্থিতিতে তালিকা যথাযথ প্রক্রিয়ায় উন্মুক্তভাবে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, ২০১৩ অনুসরণ করে প্রস্তুতপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ডে এবং উপজেলার ওয়েবসাইটে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে নির্দেশনা দিয়ে এই অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। যেহেতু সামাজিক সুরক্ষা/নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পের আওতায় দেশের দরিদ্র শ্রেণীর জনগণকে দারিদ্রমুক্ত ও ক্ষুধামুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে সারাদেশে দারিদ্র বিলোপের যে পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে উপকারভোগী নির্বাচন থেকে শুরু করে ভাতা বিতরণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা আনয়নপূর্বক যারা কোনরূপ অনিয়ম/দুর্নীতির সাথে জড়িত হবে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরী বিবেচনায় উপর্যুক্ত স্ব-প্রণোদিত নির্দেশনা অনুসরণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং সকল জেলা প্রশাসক বরাবর আদেশের অনুলিপি প্রেরণ করা হোক। সচিব, তথ্য কমিশন, কমিশনের পক্ষ থেকে পত্রসহকারে এই আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩। প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক ১ মাসের মধ্যে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

এ স্ব-প্রণোদিত অভিযোগটি গ্রহণ এবং শুনানীঅন্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে তথ্য কমিশন কর্তৃক কতিপয় পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার দেশের উন্নয়নে যেসকল কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে, হতদরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, সেগুলো প্রকৃত অর্থে জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ। তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকলে জনগণ যেমন জানতে পারবে তারা কী কী পেতে পারে, কীভাবে পেতে পারে, তেমনি কর্তৃপক্ষসমূহ স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ডসমূহ, সুবিধাভোগীদের তালিকা-এসব উন্মুক্ত করে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ রাখতে পারবে, এসব সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর প্রকল্পের আওতায় প্রকৃত হতদরিদ্র মানুষেরাই এই সুবিধাগুলো পেতে পারবে। অপরদিকে তথ্যের অভাবে, না জানার কারণে প্রকৃত হতদরিদ্র জনগণের এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

কেস স্টাডি:- ২

জন্ম-মৃত্যু সনদ, বিবাহ সনদ প্রভৃতি বিভিন্ন সনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ

অভিযোগকারী ০৬-১২-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মো: সেলিম উদ্দিন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ভাঁড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ, পো: ভাউডাঙ্গা, উপজেলা: পাবনা সদর, জেলা: পাবনা বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- দ্বিতীয় বিবাহ না করার সনদ প্রাপ্তি সংক্রান্ত। অভিযোগকারীর স্বামী মো: কামরুল হাসান (মরহুম) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা শাহাজানপুর, জেলা- বুগড়া, সরকারী চাকুরীতে কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরপরই ভাঁড়ারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিগত ১৮-০৮-২০১৬ খ্রি: তারিখে 'দ্বিতীয়" বিবাহ না করার সনদ প্রদান করেন। তার স্বামীর পেনশন ও আনুতোষিক ভাতাদি সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা পর্যালোচনা পূর্বক হালনাগাদ সময়ের "দ্বিতীয় বিবাহ না করার সনদ" প্রদান করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। কারণ বিগত সনদটি প্রায় ০২ বছর ০৩ মাস ১৫ দিন পূর্বে প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে হালনাগাদ সময়ে 'দ্বিতীয় বিবাহ না করার সনদ' আবশ্যক।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০১-২০১৯ তারিখে জনাব মো: আবু সাঈদ খান, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ভাঁড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ, পো: ভাউডাঙ্গা, পাবনা সদর, পাবনা বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৬-০২-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২০-০৩-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।
অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্য ২৪-০৪-২০১৯ তারিখ এর পরিবর্তে ০২-০৫-২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশক্রমে জানানো হয়।

ধার্য ০২.০৫.২০১৯ তারিখে অভিযোগকারী হাজির হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদ সচিব এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান যৌথ স্বাক্ষরে জবাব ডাকযোগে প্রেরণ করে গরহাজির। উক্ত জবাব পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তি ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সমন জারী করা হয়। একইসাথে শুনানীর ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় কারণ দর্শানোর নোটিশও প্রদান করা হয় ।

গত ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। ন্যায় বিচারের স্বার্থে পরবর্তি ২৭-০৫-২০১৯ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং চেয়ারম্যান, ভাড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ, পাবনা সদর, পাবনা সহ মোট তিন (০৩) জনের প্রতি সমন জারী করা হয় এবং একইসাথে শুনানীর ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় কারণ দর্শানোর নোটিশও প্রদান করা হয় । এছাড়া শুনানীতে গরহাজির থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাবনা সদরকেও পত্র প্রেরণ করা হয় । অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। তবে চেয়ারম্যান, ভাড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের মাধ্যমে জবাব দাখিল করে গরহাজির থাকেন ।

অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার যাচিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন ।

প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন যে, তথ্যের আবেদন প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান বরাবর নথিটি উপস্থাপন করা হলে তিনি তা অনুমোদন করেননি বিধায় তিনি অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য দিতে পারেননি । তিনি বর্তমানে কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন । তিনি অপর প্রতিপক্ষের পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত জবাব কমিশনে দাখিল করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী গত ০৬.১২.২০১৮ তারিখে 'দ্বিতীয় বিবাহ না করার সনদ' প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন । উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পর ভাড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত সনদ তৈরী করে চেয়ারম্যান এর নিকট পেশ করেন । চেয়ারম্যান তাকে বলেন যে, তার শ্বশুরবাড়ী থেকে তার ভাসুর মোস্তফা হাসান ফারুক অভিযোগকারী শামীমা নার্গিসকে 'দ্বিতীয় বিবাহ না করার সনদ' আপাতত: প্রদান না করার জন্য আবেদন দাখিল করেছেন । তাই আপাতত: সনদ প্রদান করা যাবে না । তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা সদর, বরাবর সনদ প্রাপ্তির আবেদন করেছেন । কিন্তু পরবর্তীতে এ বিষয়ে সনদ দেওয়া হয়নি ।

অভিযোগকারীর স্বামী কর্মকালীন মৃত্যুবরণ করার পর তার পেনশন ও অন্যান্য সুবিধাদি মৃত পেনশনারের স্ত্রীর প্রাপ্য । এক্ষেত্রে অভিযোগকারীর 'দ্বিতীয় বিবাহ না করার সনদ' প্রয়োজন বিধায় অভিযোগকারী তা প্রদানের জন্য ইউপি চেয়ারম্যান এর নিকট আবেদন করেছেন । কিন্তু এটি না দেওয়ার জন্য অন্য কেউ কোন আবেদন করলে তাকেই দ্বিতীয় বিবাহ করার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে যা জনাব হাসান ফারুক তার আবেদনের সাথে দাখিল করেননি । সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সনদ প্রদান না করার জন্য কারো চরিত্র হনন করে আবেদন করা অযৌক্তিক এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(জ) ধারায় এ ধরণের বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হলে তা মানহানির সামিল । উক্ত আবেদনকারী অভিযোগকারী শামীমা নার্গিস কর্তৃক দ্বিতীয় বিবাহ করার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দাখিল করতে পারলে ইউপি চেয়ারম্যান 'দ্বিতীয় বিবাহ না করার সনদ' প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারতেন । ইউপি চেয়ারম্যানের এহেন আচরণের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(৫) এবং ১০(৬) উপধারা অনুযায়ী তাকেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানকে সমন ও কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু উক্ত ইউপি চেয়ারম্যান তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী যে তথ্য প্রকাশযোগ্য নয় তা উল্লেখ করে জবাব দাখিল করে অভিযোগকারীর সম্মান হানি করেছেন । কারণ তিনি তার ২য় বিবাহ করার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি । বরং প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সরবরাহ না করে বরং তথ্য সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপধারা ২৭(১)(খ) ও ২৭(৩) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত নথি চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করায় তিনি এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য বলে কমিশন একমত পোষণ করে ।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব মো: সেলিম উদ্দিন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ভাঁড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ, পো: ভাউডাঙ্গা, পাবনা সদর, পাবনা কে নির্দেশ দেওয়া হলো। ভাঁড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে তথ্য সরবরাহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হলো।

২। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(৫) এবং ১০(৬) উপধারা অনুযায়ী জনাব মো: আবু সাঈদ খান, চেয়ারম্যান,ভাঁড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ, পো: ভাউডাঙ্গা, পাবনা সদর, পাবনা কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গণ্যে উক্ত আইনের ২৫(১১) (খ) উপধারার ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) উপধারা এবং ২৭(৩) উপধারা অনুযায়ী ৫০০০/- টাকা জরিমানা করা হলো এবং তার উক্তরূপ আচরণকে অসদাচরণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। সংশ্লিষ্ট ভাঁড়ারা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবু সাঈদ খান এর বিরুদ্ধে তথ্য সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টির অভিযোগে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক, পাবনা/বগুড়া বরাবর এই আদেশের কপি ফরওয়ার্ডিং সহকারে প্রেরণ করার জন্য সচিব, তথ্য কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হলো ।

৫। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

কেস স্টাডিঃ- ৩

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের বৈধতা ও সঠিকতা যাচাই

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ২৬-০৫-২০১৯ ইং)

অভিযোগকারী ১৭-০৪-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (আরটিআই), আগারগাঁও, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. হরী মাদব মন্ডল, পিতা-গোপাল চান মন্ডল, মাতা-নন্দরানী মন্ডল, গ্রাম: পাচখোলা, পো: সাতারকুল, থানা-বাড্ডা, জেলা-ঢাকা। জন্ম তারিখ: ০২/০৩/১৯৬০, এনআইডি নং ১৯৬০২৬১০৮২০০০০০২ উল্লেখিত ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক যাহার নাম ভারতীয় ভোটার তালিকায় নিম্নোক্ত। নাম-নবদ্বীপ ভৌমিক, পিতা- অকিল ভৌমিক, বাড়ীর নং-এন ০০৬০, বয়স-৫৮, গ্রাম/ মহল্লা/ রাস্তা-চৌগাছা, গ্রাম পঞ্চায়েতের, নাম: দেউলী, ব্লক-চাকদহ, থানা- চাকদহ, মহকুমা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন নং - ৭৪১২২২। উল্লেখিত ব্যক্তি একজন ভারতীয় নাগরিক অথচ তার নাম পরিবর্তন করে গোপনে কিভাবে বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে এনআইডি গ্রহণ করেছে তাহার তথ্য। একই ব্যক্তি বাংলাদেশ এবং ভারতের নাগরিক হতে পারে কিনা? আর এই তথ্যে তৈরি করতে কোন কোন কর্মকর্তা জড়িত থেকে এই অনৈতিক কাজের সহযোগিতা করেছেন তাহাদের নাম পদবীসহ দপ্তর।

২. উল্লেখিত ব্যক্তি নবদ্বীপ চন্দ্র, পিতা- অকিল চন্দ্র, মাতা- নন্দরাণী, স্ত্রী- পার্বতীরাণী, গ্রাম:পোনাবো, গোলাকান্দাইল ইউনিয়নে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ০৫-০৮-১৯৮৩ ইং তারিখে বসবাস করিয়াছেন যাহার ভাটার ক্রমিক নং-৩৮। উল্লেখিত ব্যক্তি সাতারকুল ইউনিয়ন পরিষদে হরিমাদব মন্ডল নাম ধারন করিয়া ভোটার হন সে সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা আছে কিনা।

৩. উল্লেখিত ব্যক্তির নামে হরি মাদব মন্ডল, আইডি নং-২৬১০৪৮২০৯১৯২৪ ভোটার তথ্য সনাক্তকারী এবং রমজান আলী তথ্য সংগ্রহকারী ১৯-০১-২০১০ ইং তারিখে গোলাকান্দাইল, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর নবদ্বীপ চন্দ্র যাহাতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম না আসে তাহার জন্য আবেদন করেছিলেন।

১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৫-০১-২০১৯ তারিখে মহা-পরিচালক, জাতীয় পরিচয়পত্র অনুবিভাগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০৩-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৮-০৪-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়েছে। আজ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই হাজির।

৩। অভিযোগকারী বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আপীল করলেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না পেয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশনে বর্তমান অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন।

৪। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন যে, যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হবে মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনৈক ভারতীয় নাগরিক নবদ্বীপ চন্দ্র,পিতা- অকিল চন্দ্র, গ্রাম- চৌরাস্তা,থানা- চাকদহ,মহকুমা- কল্যাণী, জেলা -নদীয়া তার নাম পরিবর্তন করে গোপনে ঢাকা জেলার বাড্ডা থানার সাতারকুল গ্রামের খসড়া ভোটার তালিকায় হরী মাদব মন্ডল, পিতা- গোপাল চান মন্ডল নামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার অন্তর্ভুক্তি বাতিলের জন্য জনৈক হরিচান মন্ডল আবেদন করেন। উক্ত অভিযোগটি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাচন অফিসার, গুলশান, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়। তৎপর তিনি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন স্মারক নং ১৭.০২.২৬২৬.০০০.৫১.০০২.১২-১০৮ তারিখ ২২.০৫.২০১৯ মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। যেহেতু তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে দাখিল করেছেন, সেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের কপি সরবরাহ করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ঠ) উপধারা অনুযায়ী কোন বাধা নেই । তবে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য কমিশনের কিছু করণীয় নেই । এমতাবস্থায়,দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

উপরে বর্ণিত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য তথা সংশ্লিষ্ট তদন্ত প্রতিবেদনের কপি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব ফয়সল কাদের, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (আরটিআই), আগারগাঁও, ঢাকা কে নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

কেস স্টাডিঃ- ৪

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে তথ্য পেলেন জনাব সমীর কুমার মালো

আবেদনকারী ২৩-১২-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মৌলি আজাদ, উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- উপর্যুক্ত বিষয়ে যাঁচাইকৃত সঠিক তথ্য ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমেরিকা- বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সম্পর্কিত চাহিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইট ঠিকানা www.abuniversitz.edu.bd
  সংখ্যক স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০১৮.১১৩.১৪.৬, ০৪ মার্চ ২০১৮ (কপিযুক্ত) ইউনিভার্সিটির সঠিক তথ্য কিনা যাচাইকরণ। অতএব জনাব, উক্ত অনুরোধকৃত ইউনিভার্সিটির সম্পর্কিত চাহিত সঠিক তথ্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মৌলি আজাদ, উপ-পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৭-০১-২০১৯ তারিখে ইউজিসি/জনসংযোগ/তথ্য অধিকার/২০১৮/৪৯২ নং স্মারকমূলে জনাব সমীর কুমার মালো-কে "খ. আপনার আবেদনে যে ওয়েবসাইটের উল্লেখ রয়েছে সেটি কমিশনের ওয়েবসাইট নয়। উল্লেখ্য আপনার আবেদনপত্রে উল্লেখিত প্রশ্ন কিংবা আপনি প্রকৃতপক্ষে কি জানতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তারপরও কমিশন থেকে উক্ত তথ্য প্রদান করা হল। প্রদত্ত তথ্যে আপনি সন্তুষ্ট না হলে সুস্পষ্টভাবে প্রশ্ন পাঠালে কিংবা আপনি কি তথ্য জানতে চেয়েছেন তা স্পষ্টীকরণ করলে সুবিধা হয়। প্রয়োজনে আপনি কমিশনে এসে আপনি কি ধরনের তথ্য পেতে আগ্রহী তা স্পষ্টীকরণ করা হলে আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা হবে" মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। এছাড়াও একই স্মারকে জনাব মৌলি আজাদ, উপ-পরিচালক কর্তৃক অপর একটি পত্র অভিযোগকারীকে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে উল্লেখ রয়েছে আপনার ২৮-১২-২০১৮ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের মতে আপনি আমবান বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ওয়েব সাইটের কথা বলেছেন তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত। তাই তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে আপনাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ১০-০২-২০১৯ তারিখে ড. এ.কে.এম শামসুল আরেফিন, পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর আপীল আবেদন করেন। ড. এ কে এম শামসুল আরেফিন, পরিচালক (জনসংযোগ ও তথ্য অধিকার বিভাগ) ইউজিসি ১৭-০২-২০১৯ তারিখে ইউজিসি/জনসংযোগ/তথ্য অধিকার/২০১৮/১৪৮৮ নং স্মারকমূলে জনাব সমীর কুমার মালো-কে "কমিশন থেকে উক্ত তথ্য আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। আপনার আবেদনপত্রে উল্লিখিত ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করলে তা বারবার ফেরত আসে। অর্থাৎ আপনার আবেদনপত্রে উল্লেখিত ঠিকানা সঠিক নয়। আপনার সঠিক ঠিকানা ও পরিচয় কমিশন কর্তৃপক্ষের জানা প্রয়োজন" মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী প্রার্থিত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় ১৪-০৩-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ২৮-০৪-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। ২৭-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির হয়ে সময়ের আবেদন দাখিল করেন।

৫। সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ১৭-০৬-২০১৯ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৬। ১৭-০৬-২০১৫ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই হাজির।

৭। অদ্য ১৭-০৬-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট নন।

৮। অদ্য ১৭-০৬-২০১৯ তারিখ শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট নয়, যেটুকু বোধগম্য হয়েছে তা সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অবৈধ ক্যাম্পাস উচ্ছেদ করা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাজ নয় এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ। ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে তা ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। যেটার মামলা চলমান সেগুলি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও যেটুকু বোধগম্য হয়েছে তা সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

কেস স্টাডি:- ৫

অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য পেলেন ডাক বিভাগ মাধ্যমে।

অভিযোগকারী কর্তৃক ডাক অধিদপ্তর থেকে কিছু তথ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম-পদবী সংগ্রহের জন্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে পরিচালক (ডাক) জনাব তরুন কান্তি সিকদার জানান যে, "মহাপরিচালকের নামে আবেদন দাখিল করতে হবে"।

সেমতে মহাপরিচালকের বরাবরে গত ০৮-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুরোধপত্র দাখিল করা হলে পরিচালক (ডাক) জনাব তরুন কান্তি সিকদার স্বাক্ষরিত স্মারক নম্বর: "নথি নং ১৪.৩১.০০০০.০৩৯.৪৪.০০২.১৮/৬৮, তারিখ: ২১-০৫-২০১৯ খ্রিঃ " সম্বলিত এক পৃষ্ঠা পত্রের মাধ্যমে কতিপয় তথ্য প্রেরন করেন।

২। উক্ত সরবরাহকৃত তথ্যের শেষাংশ স্পষ্ট নহে এবং সরবরাহকৃত তথ্য, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৫) মোতাবেক প্রত্যয়নকৃতও নহে বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৪ অনুযায়ী আপীল দায়ের করণার্থে আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডি ইত্যাদি জানা আবশ্যক বিধায় তা অবহিত করণের জন্য গত ২৬ মে ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর বরাবরে আবেদন দাখিল করা হয়। অদ্যপি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ইত্যাদি জানানো হয়নি বিধায় আপীল আবেদন দায়ের করা সম্ভব হয়নি" জানিয়ে অভিযোগকারী ২১-০৭-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ১২-০৯-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১০-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। অদ্য ২৩-১০-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই হাজির।

৫। অদ্য ২৩-১০-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম পদবী জানতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তা পাননি।

৬। অদ্য ২৩-১০-২০১৯ তারিখ শুনানীতে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন। ডাক বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক (ডাক) হিসেবে অন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর দায়িত্ব পালন করছেন। ইতোমধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যদি ডাকযোগে প্রেরণ করেছেন। তথ্য প্রস্তুত রয়েছে আদালতেই প্রদান করতে পারবেন।

পর্যালোচনা

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, সেহেতু অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক

কেস স্টাডি:- ৬
জনাব মোছা: মাহফুজা বেগম তথ্য পেলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে

অভিযোগকারী ০৫-১১-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে (১) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, (২) পরিচালক (প্রশাসন) ও সভাপতি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি, (৩) উপ-পরিচালক (প্রশাসন) বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-
১. পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডব্লিউএ) পদে মোছা: মাহফুজা বেগম, রোল নং- ১৫৩০৪০১৯ এবং রত্না বেগম, রোল নং-১৫৩০৪০০৮ এদের লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি প্রযোজ্য।
২. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২৬-০৬-২০১৫ ইং, সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ
৩.লিখিত পরীক্ষা ২৩-০৩-২০১৮ ইং, শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
৪. লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ১৬-০৪-২০১৮ ইং, সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন
৫. মৌখিক পরীক্ষা ১৬-০৫-২০১৮ ইং
৬. চূড়ান্ত ফলাফল ২৭-০৯-২০১৮ ইং

২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: ইফতেখার রহমান, উপ-পরিচালক (পার্সোনেল) ০৬-১২-২০১৮ তারিখে ৫৯.১১.০০০০.১৫০.০১১.০০৫.২০১৮-৩১৭৬ নং স্মারকমূলে সহকারী পরিচালক (ধর্ম), আইইএম ইউনিট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পরিবার পরিকল্পনা অধিপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-কে যাচিত তথ্য প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে জনাব আব্দুল বাতেন, সহকারী পরিচালক (ধর্ম), আইইএম ইউনিট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ০৬-১২-২০১৮ তারিখে পপঅ/অইইএম/তথ্য-১৪৪৩/২০১৮/১৭১৭ নং স্মারকমূলে জনাব মোছা: মাহফুজা বেগম-কে "০২ পৃষ্ঠা তথ্যাদির মূল্য বাবদ সর্বমোট ০৪ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের কপি তথ্য গ্রহণের পূর্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করতে হবে" পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ০৮-০১-২০১৯ তারিখে

জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও আশানুরূপ ফলাফল তথা উক্ত নম্বরপত্রদ্বয়ের কোন কপি না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০১-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২০-০৩-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্য ২৪-০৪-২০১৯ তারিখ এর পরিবর্তে ০২-০৫-২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশক্রমে জানানো হয়।

৫। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূল রেজাল্ট সিট থেকে যাচিত ২ জনের প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করে তথ্য সরবরাহ করেছেন দেখা যায়। এতে অভিযোগকারী সন্দেহ প্রকাশ করায় মূল নম্বর শীটসহ কাগজপত্র পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত অধিকতর শুনানীর জন্য পরবর্তি ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ ও তৎপর ২৬.০৫.২০১৯ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর,৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ সহ মোট (০৩) তিন জনের প্রতি সমন জারী করার আদেশ দেওয়া হয় । অদ্য ২৬.০৫.২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালকের প্রতিনিধি হাজির হয়ে মূল নম্বর সিট এর সত্যায়িত কপি দাখিল করেন।

৬। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার যাচিত সঠিক তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন।

৭। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরপত্রের কপিসহ জবাব দাখিল করে তার বক্তব্যে বলেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। কাজেই তিনি অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৯.১১.০০০০.১৫০.০১১.০০৫.২০১৮-৩১৭৬ তারিখ ০৬.১২.২০১৮ মাধ্যমে যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন । কিন্তু অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অদ্যকার শুনানীতে প্রতিপক্ষ জবাবের সাথে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ফলাফল সিটের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করেছেন যা কমিটির সদস্যগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Management Information Systems এর চেয়ারম্যান ড. মো: হেলাল উদ্দিন আহম্মদ এবং উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আকরাম হোসাইন কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা: মোঃ সারোয়ার বারী কর্তৃক সত্যায়িত । অধিকন্তু মৌখিক পরীক্ষার নম্বরশীটে জেলা প্রশাসক, রংপুর সহ আরো ২ জন সদস্যের স্বাক্ষর দেখা যায়। উক্ত উভয় ফলাফল সিটে প্রদর্শিত নম্বর এবং ০৬.১২.১৮ তারিখে উক্ত ৩১৭৬ নং স্মারকপত্রে উল্লিখিত নম্বর একই নম্বর দেখা যায় । কাজেই পুনরায় তথ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া সমীচীন নয় বলে কমিশন একমত পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা শেষে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করায় জনাব মো: আব্দুল বাতেন,সহকারি পরিচালক (ধর্ম) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর,আইইএম ইউনিট, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ কে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

কেস স্টাডিঃ- ৭

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তথ্য পেয়েছেন জনাব মো: মতিয়ার রহমান

অভিযোগকারী ১১-০২-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা: নবাবগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রকল্পের নীতিমালা পেতে চাই।

১.(ক) দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ২০১৮ ইং সালে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রকল্পের সংখ্যা সহ চাষীদের নামের তালিকা পেতে চাই এবং তাদের নির্বাচন করার সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

১.(খ) দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ২০১৮ ইং সালে ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমান জানতে চাই এবং বরাদ্দের ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: কামাল হোসেন, ক্ষেত্র সহকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ০৩-০৩-২০১৯ তারিখে ৩৩.০২.২৭৬৯.৫০১.৩৭.০০১.১৮.৯৮ নং স্মারকমূলে জনাব মো: মতিয়ার রহমান-কে " তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৮ এর উপধারা ৪ মোতাবেক আপনাকে তথ্য প্রাপ্তির সকল ব্যয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করতে হবে। আপনার আবেদনের চাহিদা অনুসারে তথ্যের কাগজ পত্রের ফটোকপি ও ডাক খরচ বাবদ নিম্নে বর্ণিত অর্থ আইনের ধারা ৯ এর উপধারা ৬ মোতাবেক ০৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো" মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী সরকারি কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে দুইশত পঞ্চাশ টাকা জমা প্রদান করেন (চালানের ফটোকপি সংযুক্ত)। এরপরেও যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৩-২০১৯ তারিখে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, দিনাজপুর বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১৮-০৪-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৩-০৫-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৫-০৬-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়েছে। অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার যাচিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অতঃপর শুনানীকালেই তিনি যাচিত তথ্য অভিযোগকারীকে প্রদান করেন এবং অভিযোগকারী তা বুঝে নেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ না করেই মূল্য পরিশোধের পত্র প্রদান যথাযথ হয়নি । তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য নির্ধারনপূর্বক পত্র দিতে হবে । যাহোক ইতোমধ্যে অভিযোগকারী তথ্যের মূল্য বাবদ ২৫০ টাকা জমা প্রদান করেছেন । ফলে তথ্য সরবরাহ না করা শাস্তিযোগ্য হলেও তথ্য প্রস্তুত করে শুনানীকালেই সরবরাহ করায় কমিশন নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করার আদেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা শেষে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগের শুনানীকালেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় জনাব শামীম আহমদ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা: নবাবগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর কে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

উপর্যুক্ত অভিযোগগুলো ছাড়াও আরও বহু অভিযোগ রয়েছে যেগুলো কমিশন আমলে নিয়ে শুনানী গ্রহণ করেছে এবং আরও অভিযোগ শুনানীর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করাই কমিশনের মূল লক্ষ্য।

তথ্য কমিশনের দায়েরকৃত অভিযোগের কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র **অধ্যায়-৬ এর পরিশিষ্ট-ঘ** তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫.১৫(ক)- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জ সমূহ:

তথ্য অধিকার আইনের এক দশকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন-

০১. আইনটি সম্পর্কে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতার অভাব ফলে দুর্নীতি প্রতিরোধে এ আইনটি ফলপ্রসু অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

০২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভৌত সুবিধাদির অভাব। অনেক ক্ষেত্রে বদলি, পদোন্নতি বা অবকাঠামোগত কারণে তথ্য প্রদান ব্যাহত হয়।

০৩. যে সকল কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্বে তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত তাদের পর্যাপ্ত দক্ষতা না থাকায় এ আইন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

০৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নাম এবং পদবী প্রদর্শন না করার প্রবণতা।

০৫. তথ্য প্রদানের একটি আবেদন পাওয়ার পর কোন কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন কি না, তা জানার জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নির্দেশনা চান। তথ্য প্রদান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভীতির কারণে এমনটি হয়। তিনি আশঙ্কা করে তথ্য দিয়ে হয়তো কোন বিপদে পড়তে পারেন। নিজেকে সুরক্ষিত করতে এ ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

০৬. অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই এটি ও তথ্য অধিকার আইনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা করছে।

০৭. প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি প্রস্তুতির অভাব।

০৮. বেসরকারী সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা।

০৯. তথ্য অধিকার আইনের ৫ (১) ধারা ও তথ্য অধিকার আইন (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা), ২০১০ প্রবিধান অনুসারে তথ্য সংরক্ষিত হচ্ছেনা ফলে স্ব-প্রণোদিত ভাবে তথ্য প্রকাশ কিংবা কেউ তথ্য চাইলে তথ্য দিতে না পারা বা অসম্পুর্ণ তথ্য প্রাপ্তির অন্যতম কারণ।

১০. প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না থাকায় কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদানে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

১১. অনেক সময় যে সব তথ্য চাওয়া হয় তা সুনির্দিষ্ট নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হয়রানি করার জন্য তথ্য চাওয়া হয়।

৫.১৫ (খ)-তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ:

১. তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন- সরকারী বিভিন্ন নীতিমালা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী সুবিধা, স্থানীয় সরকারের বাজেট, পারিবারিক আদালত, বিচার বিভাগ, আইন ও শাসন বিভাগ কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে নিয়মিত অবহিতকরণ, কমিউনিটি রেডিও ও স্থানীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনটির ব্যাপক প্রচার ইত্যাদি। বেসরকারী সংগঠন এবং গণমাধ্যমকে এ ক্ষেত্রে আরো জোরালো ভুমিকা পালন করতে হবে। কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ হতে পারে এর অন্যতম মাধ্যম।

২. তথ্য অধিকার আইনের সুফল অর্জনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

৩. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মৌলিক অধিকারগুলো পুরোপুরি নিশ্চিত করতে হলে নারীর কাছে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। নারীর তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে এ বিষয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে।

৪. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের পরিমান ও পরিধি আরো বৃদ্ধি এবং আবশ্যিকভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৫. ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা।

৬. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা), ২০১০ প্রবিধানমালা আলোকে ইনডেক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ করা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৭. তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪ স্তরের কমিটিকে আরো কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে, এজন্য বাজেটের প্রয়োজন রয়েছে।

৫.১৬ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব: চলতি ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কশিনের বাজেট নিম্নরূপ:

কোড-	১৩১০০৯১০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়		
কোড নং	খাতের নাম	২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
৩১১১১	অফিসারদের বেতন	১১৭.০০	৫৮.৫০	৫৪.৩৭
৩১১১২	কর্মচারীদের বেতন	৩৬.৫০	১৮.২৬	১৭.৯৬
৩১১১৩	ভাতাদি	১৪৮.২১	৭৪.১০	৬৬.১৫
৩২৩১১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৫৬১.২৯	২৮০.৬৪	১১৯.২৫
৩৪২১৫	কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড	১৫.০০	৭.৫০	৭.৫০
৩২৫৭১	গবেষণা	৫.০০	২.৫০	০.০০
৪১১২১	মূলধন মঞ্জুরী	১৭.০০	৮.৫০	১.১৯
	সর্বমোট =	৯০০.০০	৪৫০.০০	২৬৬.৪২

৫.১৭ নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব:

১। যিনি তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করবেন তার তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্টতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।
২। ডাক যোগে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ডাক খরচ হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
৩। নারীদের তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে আরও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৪। মোবাইলে তথ্য প্রাপ্তির জন্য এ্যাপ তৈরি করা প্রয়োজন।
৫। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরো গতিশীলতার জন্য ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ধারাবাহিক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৬। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে তথ্য কমিশন অফিস চালু।
৭। শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।
৮। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও জেলাওয়ারি তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ।

৯। সরকারী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে অবহিতকরণের কর্মসূচি গ্রহণ।

১০। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(৩) ধারায় আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা ১৫(পনের) দিনের পরিবর্তে ১৫(পনের) কার্যদিবস হওয়া প্রয়োজন।

১১। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হয়রানি করার জন্য তথ্য চাওয়া হয়। এ হয়রানি রোধে আইনটি রিভিউ বা নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তাদের সমস্যা ও করণীয় নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা যেতে পারে।

১২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি আইনটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নাগরিকের উপযোগী (braille পদ্ধতি) করে সংস্কার করা:

১৩। জনগণের সেবা প্রাপ্তিতে সকল অফিসের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির ফরম গ্রহণ ছাড়াও ফন্ট ডেস্কে তথ্য প্রাপ্তির ফরম সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৪। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্ব স্ব অফিসের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। এক্ষেত্রে প্রতিমাসে একটি রিপোর্ট প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে।

১৫। পরিবর্তনযোগ্য তথ্যগুলো নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে মাসে ওয়েব পোর্টাল ভিজিট করার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান।

১৬। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নাগরিককে কোন কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারবে, কোন কোন তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য নয় এবং যে সকল সংস্থা অব্যাহতি প্রাপ্ত তার তালিকা কার্যালয়ে প্রদর্শন করতে হবে।

১৭। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানী সরকার বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ সভা আয়োজনে নির্দেশনা প্রদান ।

১৮। জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি ব্যাপক প্রচার করা।

১৯। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জেলার তথ্য বাতায়নে auto text to speech প্রযুক্তি চালু করা যেতে পারে।

৫.১৮ যেসব কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার বিষয়ক উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন:

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত তথ্য অধিকার বিষয়ক উদ্ভাবনী পদ্ধতি
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ।	১। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীর জন্য স্থানীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে ২। তথ্য অধিকার আইনকে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন ও জনগনকে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক ভিডিও ক্লীপ তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ৪। মত বিনিময় সভা, ইউনিয়ন পর্যায়ে ঢোল সহরত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য মানিকগঞ্জ জেলার উপজেলা সমূহে মত বিনিময় সভা করা হয়েছে। একই সাথে ইউনিয়ন পর্যায়ে ঢোল সহরতের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ৫। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অধিকতর প্রচারের জন্য এ কার্যালয়ে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লেতে নিয়মিত আইনের উপর নির্মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। ৬। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের অন লাইনে জেলা ও ঢাকাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত তথ্য অধিকার বিষয়ক উদ্ভাবনী পদ্ধতি
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	১। নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে সেবা প্রদানের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৯ এ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৪। জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ৫। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ৬ । জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যকে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে সরবরাহযোগ্য সকল সেবাকে পর্যায়ক্রমে অনলাইন সেবার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৭ । বিভিন্ন বিভাগের তথ্যাবলী নিয়মিত ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার বিষয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একাধিকবার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ৮ । জনসাধারণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেইজ নিয়মিত হালনাগাদ ও মনিটরিং করা হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, বাগমারা,রাজশাহী	উপজেলাসহ পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে তথ্য ও সেবা সম্পর্কিত নাগরিক সভা আহবান
কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা।	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার ফোন নম্বর এবং অফিসের ফোন নম্বর ফেসবুকসহ অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা।
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	১। তথ্য গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফরমেটের কপি পিকেএসএফ-এর রিসেপশন ডেস্কে সংরক্ষণ করা আছে। ২। পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটের মেন্যুতে ইনফরমেশন নামক একটি ট্যাব সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ওয়েবসাইটের উক্ত ট্যাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের বিষয়টি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করে জনসাধারনকে সচেতন করা হচ্ছে।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	ক) সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের ফ্রন্ট ডেস্কের পাশে "সেবা গ্রহীতার মতামত বক্স" স্থাপন করা হয়েছে। খ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং দেয়া হয়ে থাকে।

৫.১৯ উপসংহার:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের একদশক অতিবাহিত হয়েছে। এই আইনটি প্রণয়নের ফলে তথ্যের জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ এর মাধ্যমে একসময় কতিপয় বিষয় ছাড়া কোন তথ্য প্রকাশ করা হতো না। অপরদিকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তথ্য উন্মুক্তকরণের জোয়ার। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করছে, প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে তথ্য প্রকাশের প্রবল নেটওয়ার্ক। আইনটির বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন সংখ্যা এবং তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে।
তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বজায় রাখতে তথ্য কমিশন একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেলেও এই প্রবাহমানতা বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের। সকল প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব স্ব তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে এই প্রবাহ বজায় রাখলে তবেই এই আইনটির প্রণয়ন সফল হবে, তৈরি হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রতিষ্ঠা পাবে সুশাসন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে নাগরিকগণের তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন এবং অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নাগরিকগণ ক্রমেই এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য চাইতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এই আবেদনগুলো করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের ধারণা এখনও সুস্পষ্ট নয়। সুস্পষ্ট তথ্য চাওয়া অর্থাৎ আইনের আওতায় যে বিষয়সমূহ তথ্যের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত, সেগুলোর বিষয়ে জনগণের মাঝে এখনও স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়নি। অপরদিকে তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহকারী কর্মকর্তাগণের মাঝেও অস্পষ্ট ধারণা বিরাজমান। বিশেষ করে বিভিন্ন এনজিও, ব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এসব প্রতিষ্ঠানসমুহে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মাঝে তথ্য সরবরাহের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং এই আইনটিকে অধিক পরিমাণে জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহলেই "তথ্য চাওয়া" এবং "তথ্য সরবরাহ" -এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র সৃষ্টি হবে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বাস্তবায়নের একটি সফল চিত্র পাওয়া যাবে, যা টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অধ্যায়-৬

পরিশিষ্টসমূহ

তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

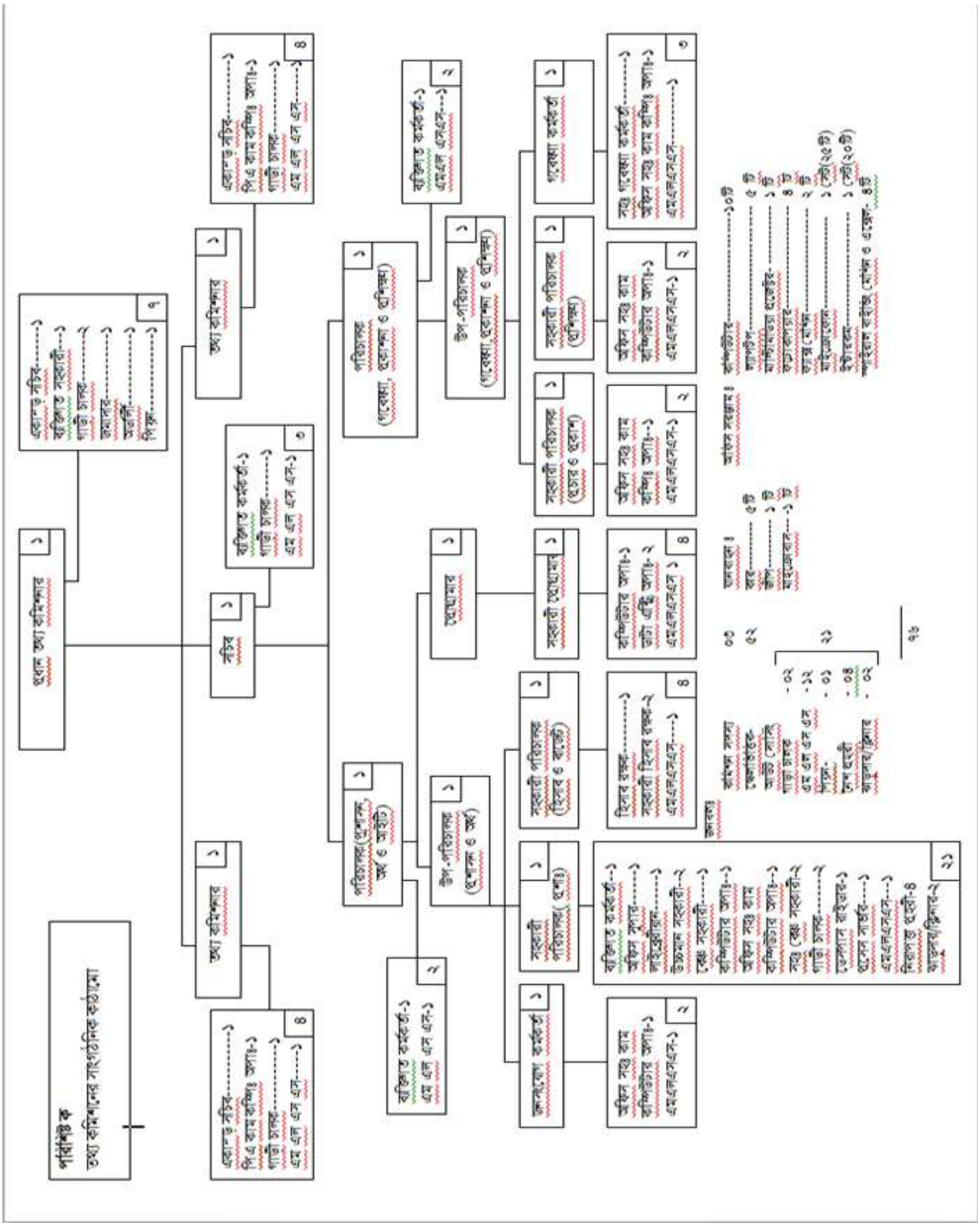

মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদ্বয়

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	ফোন	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
১.	**জনাব মরতুজা আহমদ** প্রধান তথ্য কমিশনার	১০১	৯১১৩৯০০		০১৭৩০-৫৯৯৫৮৯ cic@infocom.gov.bd
২.	**জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*** তথ্য কমিশনার	১০৩	৯১১০৬৭৫		০১৭৩০-৩২১১৬২ (অফি) ic1@infocom.gov.bd, suraiya123@yahoo.com
৩.	**জনাব আবদুল মালেক** তথ্য কমিশনার	১০২	৯১১০৭৫৫		০১৭১৫-৭৮০৮৫০ ic2@infocom.gov.bd,

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	ফোন	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
১.	**জনাব সুদত্ত চাকমা** সচিব	১০৪	৯১১১৫৯০		০১৭১৯-২৪৭১৯১ secretary@infocom.gov.bd
২.	**জনাব জে. আর. শাহ্‌রিয়ার** পরিচালক (প্রশাসন)	১০৫	৪৮১১০৬৩২	৯০২৬৯৩০	০১৫১৭-২৬৩৫৩৩ director.admin@inficom.gov.bd
৩.	**ড. মোঃ আঃ হাকিম** পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৬		৫৫১২২৭৮৫	০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@gmail.com
৪.	**জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান** উপপরিচালক (প্রশাসন)	১০৮	৪৮১১০৬৩০	৪৭২১০৮২১	০১৫৫২-৩২২১৯১ sikha4219@gmail.com
৫.	**এ, কে, এম, তারিকুল আলম** উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১১৬	৪৮১১০৬৩১		০১৭১৩-০১১৩১৫ dd.rpt@infocom.gov.bd , tariq9519@yahoo.com
৬.	**জনাব মোহাম্মদ গোলাম কবির** প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১০	৪৮১১০৬৪৭		০১৭১২-২২৮৯৭৬ ps.cic@infocom.gov.bd
৭.	**তাসলিমা আহমেদ পলি** তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১২			০১৭১৮-৬৪৭০০৯ ahmedpoly3@gmail.com
৮.	**জনাব শাকিলা রহমান** সহকারী পরিচালক (প্রচার ও প্রকাশনা)	১১৬		-	০১৫৫২৩০৬১৪৮ srahmandu@yahoo.com
৯.	**জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন** সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১১৫	৪৮১১০৬৪৯	-	০১৭১০৬৮৫৯৮৭ doinfocom@gmail.com, manik09823@yahoo.com
১০.	**জনাব হেলাল আহমেদ** সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১১৭	৪৮১১০৬৪৮	-	ad.admin@infocom.gov.bd
১১.	**জনাব শাহাদাৎ হোসেইন** সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	১১৩	৯১১৪৮৮৮	-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ ad.acc@infocom.gov.bd shphydu@yahoo.com
১২.	**রাবেয়া হেনা** গবেষণা কর্মকর্তা	১০৯	৫৮১৫১০০৯	-	০১৭২২-০৬৪৮৮০ hena.ju@gmail.com
১৩.	**জনাব লিটন কুমার প্রামাণিক** জনসংযোগ কর্মকর্তা	১১৯	৯১৩৭৩৩২	৫৫০২৪৮৫৪	০১৭১০-৪৩৭২৬৬ pro@infocom.gov.bd
১৪.	**জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম** সহকারী প্রোগ্রামার	১২২		-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ tariqulislam3791@gmail.com
১৫.	**জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২০		–	০১৭২৩-৫০১৮৭০ md.kibria70@gmail.com
১৬.	**লাবনী সরকার** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২১		–	০১৯২৯-৫১৩০৫১ labonyruic@gmail.com
১৭.	**মুন্না রানী শর্মা** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	–		–	০১৯২৯-৩৫৩৪৬৪ munnaicb@gmail.com
১৮.	**জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন** সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	-		-	০১৯১৬-৬৭৮৫২৮ ismail82lax@yahoo.com

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	ফোন	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
১.	**আসমা আক্তার** লাইব্রেরীয়ান	১২৩		-	০১৭৭৭-৩২৯৭৮১ asmalibinfo@gmail.com
২.	**জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম** হিসাব রক্ষক	১১৮		-	০১৭৪০-৯০১৯৬৭ mkislam1982@gmail.com
৩.	**জনাব মোঃ জাবির বিন আহসান** অফিস সুপার	–	৯১৩৭৪৪৯	–	০১৭১৭-৪২৩৪৬৭ zabirbinahsan@gmail.com
৪.	**জনাব মোঃ মিজানুর রহমান** কম্পিউটার অপারেটর	১১৪		–	০১৭১০-১৮৭৬৬৪ co1@infocom.gov.bd
৫.	**জনাব আবু রায়হান** পিএ টু সিআইসি				০১৭১৭-১৪৩৮০৩ pa.cic.bd@gmail.com
৬.	**জনাব মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান খান** বেঞ্চ সহকারী	-	-	-	
৭.	**শারমিন সুলতানা** উচ্চমান সহকারী			–	০১৯১৩-০৫১৬৪৬
৮.	**মৌ-রানী বিশ্বাস** ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৯২৭-৬৮১২৩১ mourupa@yahoo.com
৯.	**জনাব মোঃ মামুন** ডিইও	-	-	-	০১৭৩৭-৯৬৮৬৩১ mamun.icb@gmail.com it@infocom.gov.bd
১০.	**জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা** সহকারী হিসাব রক্ষক	-	-	-	০১৯২২-১৬৪৪৭৫ sohelrana0706@gmail.com
১১.	**জনাব সুজিত মোদক** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৭১০-২৫৬৪৩৯ Sujiticb@gmail.com
১২.	**জাকিয়া সুলতানা লাখি** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৬৮২-০৩৩৬৯০
১৩.	**মোঃ সাইদুর রহমান** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯১৩-৪৬২৯১৯
১৪.	**মোঃ সালাউদ্দিন** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭১৮-১৫৩৪৪২ ০১৯১৮-১৫০৪৪২
১৫.	**মোঃ জালাল শেখ** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯২৩-২১৬৪৭০
১৬.	**মোঃ আবুল কালাম** গাড়ীচালক (সিআইসি)	-	-	-	০১৮১৪-২০৩০০৩ ০১৭৬০-৭২৩৭৭৬
১৭.	**জীহান প্রামাণিক** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬০-৬৮১৫৪০, ০১৯১২-৭৫২৬০৯
১৮.	**মোঃ মোজাফফর হোসেন** গাড়ীচালক	-	-	-	
১৯.	**জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৯৭৭০৫৭৬৫
২০.	**মোঃ মোক্তার হোসেন** ডেসপাস রাইডার	-	-	-	০১৮১৮-৬৫৬১৩০
২১.	**মোঃ রুবেল শেখ** প্রসেস সার্ভার	–	–	–	০১৭৭৭৩২৯৭৮২
২২.	**মোঃ জামিল হোসেন** জমাদার	-	–	–	০১৯৩৪-৩২৪১৭৪
২৩.	**মোঃ মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু** অর্ডারলি	–	–	–	০১৫৫২-৪৪৭০১০

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত আউট সোর্সিং এ নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	ফোন	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
১.	জনাব জয় ঘোষ পিয়ন	–	–	–	০১৭৮৮৯৬৫৪০১
২.	জনাব রনি ঘোষ অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৩.	জনাব আঙ্গুরী খাতুন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭০৬-৮৫১৮৬৫
৪.	জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৮-৪৫৪৪৯৮
৫.	জনাব মোঃ ইমন হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৪৭-৭২৪৭১৮
৬.	জনাব মো: মারুফ খান অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৬০-৪৩৩৯৯০
৭.	জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৮১৪২৬৬৫০
৮.	মোছাঃ মর্জিনা খাতুন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৬১০৩৭০৪০
৯.	মোঃ সুমন হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৮-০৫৯১০৫
১০.	মোঃ আশিকুর রহমান আশিক অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৫১৮৫৮২১
১১.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৮১৮-২০৪৮২৩
১২.	মোঃ সায়হাম উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৩২৭২২০৬৫
১৩.	মোঃ হেলাল উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৩৮-৮১০৪৬১
১৪.	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৮৩-১৩৪০৭২
১৫.	জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৪০-৭০০৭৪৮
১৬.	মোঃ জসীম উদ্দিন নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৫৬-২৯৪৪৯৯
১৭.	মোঃ শরিফুল ইসলাম (তুহিন) নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭২০১২২৪২৯
১৮.	শ্রী-রাজু ক্লিনার	–	–	–	০১৬৭৫-৪৯৪৫২৮
১৯.	লতা রানী ক্লিনার	–	–	–	০১৭০৯-৯৪২০৭৬

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯

১। শিরোনাম: এ নীতিমালা "তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

২। পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করবেন। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

৩। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে সাংবাদিকদের কার্যক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচিতদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রতি ক্ষেত্রে (চ ব্যতীত) দুইটি করে (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রদান করা হবে। যথা:

(ক) মন্ত্রণালয়
(খ) বিভাগীয় কার্যালয়
(গ) জেলা কার্যালয়
(ঘ) উপজেলা কার্যালয়
(ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি)
(ছ) তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা

অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য যেকোনো কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, আপীল কর্তৃপক্ষ বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি:

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা কার্যালয় /উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের

নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য নিম্নের ছকে উল্লিখিত সূচকে মোট ১০০ নম্বর (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে ৫০ নম্বর) বিবেচনা করা হবে:

ছক: পুরস্কারযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়//উপজেলা কার্যালয় নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন	১০
২	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইট মূল্যায়ন	১০
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	১০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ	১০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবীসহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশ ১. ওয়েবসাইট ও ২. বিলবোর্ড/নোটিশবোর্ডে প্রকাশ।	 ০৫ ০৫
৬	১. তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	০৫ ০৫
৭	১. দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ২. আপীল নিষ্পত্তির হার	০৫ ০৫
৮	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	১০
৯	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (ঊর্দ্ধক্রমানুযায়ী)	১০
১০	অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১০

ছক: পুরস্কারযোগ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	অনলাইন প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর	২০
২	১. তথ্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত আবেদন সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	১০ ১০
৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (ঊর্ধ্বক্রমানুযায়ী)	২০

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কমিটি) নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ ১. তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান ২. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ৩. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI ক্যাম্প আয়োজন ৪. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI মেলা আয়োজন ৫. তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারী তৈরী (নাটক/গান/অন্যান্য)	 ৮ ৮ ৮ ৮ ৮
২	তথ্য প্রদান ইউনিট সংখ্যা ও নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা এবং নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সংখ্যা (নারী ও পুরুষ)।	৫+৫+১০=২০
৩	তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন- ১. আলোচনা সভা ২. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩. র‍্যালী ৪. যোগাযোগ উপকরণ তৈরী/ বিতরণ	 ০৫ ০৫ ০৫ ০৫
৪	নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা এবং প্রেরিত/প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর সংখ্যা	১০+১০=২০

ছকঃ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিক নির্বাচনের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর
১.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা?	১০
২.	অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য তিনি গত ১ বছর আরটিআই ফরমেট অনুযায়ী মোট কতগুলো আবেদন করেছেন এবং কতগুলোর তথ্য পেয়েছেন?	১০
৩.	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো প্রতিবেদন সংবাদপত্রে (প্রিন্ট মিডিয়া) প্রকাশিত হয়েছে?	১০
৪.	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো প্রতিবেদন টেলিভিশনে প্রকাশিত হয়েছে?	১০
৫.	প্রতিবেদনের মান কেমন তা বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন	২০

বিঃদ্রঃ প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য ৩ নং ক্রমিক প্রযোজ্য এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকদের জন্য ৪ নং ক্রমিক প্রযোজ্য।

৬। তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন:

প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করবেন।

কমিটি:

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	আহবায়ক
তথ্য কমিশনার-১, তথ্য কমিশন	সদস্য
তথ্য কমিশনার-২, তথ্য কমিশন	সদস্য
সচিব, তথ্য কমিশন	সদস্য
পরিচালক (গ.প্র.প্র.), তথ্য কমিশন	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

গঠিত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করবেন। কমিটিতে প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৮। পুরস্কারের মান:

পুরস্কার হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং প্রথম পুরস্কার ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। অসাধারণ অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(০৪-০৯-২০১৯)

(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন, ঢাকা।

পরিশিষ্ট (ঘ)

জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের আদেশ সংক্রান্ত কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ১৭/২০১৯

অভিযোগকারী: জনাব সাঈদ আহমেদ কবীর,
পিতা: মোজাম্মেল হক,
ঠিকানা: বাড়ি- ১৫/এ, রোড-৩, ধানমন্ডি,
আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।

প্রতিপক্ষ: জনাব মো: আ: খালেক মল্লিক
উপসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জ্বালানী ও খনিজ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ১৭-০৬-২০১৯ ইং)

আবেদনকারী ২৫-০৯-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকারআইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মো: আ: খালেক মল্লিক, উপসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জ্বালানী ও খনিজ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কক্সবাজার জেলার মহেশখালী পাহাড়ি এলাকায় প্রায় ১৯২ একর সংরক্ষিত বনভূমিতে জ্বালানি তেলের ডিপো নির্মাণের জন্য যে আবেদন করেছে (সংযুক্তিসহ) তার কপি।

২. পাঁচগুণ গাছ লাগানোর শর্তে মহেশখালীর পাহাড়ি এলাকার সংরক্ষিত বনভূমিতে জ্বালানি তেলের ডিপো নির্মাণের জন্য সরকার হতে যে অনুমতি দেয়া হয়েছে সে অনুমতি পত্রের কপি।

৩. "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত প্রকল্প পত্রের কপি।

৪. "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের ইআইএম (Environmental Impact Assessment)- এর কপি।

৫. তেলের ডিপো নির্মাণের জন্য মহেশখালী বনের কয়েক হাজার গাছ কাটার বিষয়ে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে কিনা? অনুমোদন দিয়ে থাকলে তার কপি।

৬. পাঁচগুণ গাছ লাগানোর বিষয়ে কোন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে কিনা? কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়ে থাকলে তার কপি।

৭. কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়ে থাকলে কর্মপরিকল্পনায় যেসব প্রজাতির গাছ লাগানোর কথা বলা হয়েছে তার তালিকা।

০২। আবেদনকারীরচাহিত ৪ নং "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের ইআইএ এর কপি ব্যতীত ১-৭ নং ক্রমিকের চাহিত অন্যান্য তথ্য প্রদান করেন। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বিগত ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে আবেদনকারীকে জানানো হয় যে, প্রকল্পের ইআইএ (Environmental Impact Assessment) একটি সরকারী গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট যা সাধারণের হস্তান্তর হলে অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত BAvBG Gi Terms of Reference (Tor) অনুমোদন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের কপি প্রদান করেন। আবেদনকারী ১৫-১১-২০১৮ তারিখে জনাব আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনিম, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জ্বালানী ও খনিজ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ২৪-১২-২০১৮ তারিখে আপীলকারীর উপস্থিতিতে আপীল শুনানী করেন এবং আবেদনকারীর উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করে আবেদন না-মঞ্জুর করেন মর্মে জানিয়ে দেন। এমতাবস্থায় অভিযোগকারী ২১-০১-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। তথ্য কমিশনের গত ২০-০৩-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীরজন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগেরবিষয়ে ২২-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্য ২২-০৪-২০১৯ তারিখ এর পরিবর্তে ২৯-০৪-২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানানো হয়।

০৫। ২৯-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীতে উভয় পক্ষ হাজির।

০৬। ২৯-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন। সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ৪ নং ক্রমিকে "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের ইআইএ এর কপি তিনি পাননি। এটা পাবলিক ডকুমেন্ট বিধায় এটা তার প্রাপ্য মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

০৭। ২৯-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে ৪নং ক্রমিকের তথ্য ব্যতীত অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৪নং ক্রমিকের চাহিত ইআইএ এর কপি সরবরাহ করা হলে অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

০৮। অধিকতর শুনানীর প্রয়োজনীয়তা থাকায় আগামী ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য কওে উভয় পক্ষের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৯। ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে উভয় পক্ষ হাজির।

১০। ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের ইআইএ এমন কোন দলিল না যাতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

১১। ১৪-০৫-২০১৯ তারিখশুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাতার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমদানীকৃত ক্রুড অয়েলএবং ফিনিশর্ড প্রোডাক্টস সহজে নিরাপদে স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ (এসপিএন) ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি সরকার গ্রহণ করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে, বাৎসরিক হিসেবে যাপ্রায় ৮০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে জি টু জি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এসপিএম প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ১২ ধারার বিধান অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ছাড়পত্র গ্রহণকালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর বিধি ৭ এর উপবিধি (৬)-ঘ এর (আ) মোতাবেক"লাল" শ্রেণীভূক্ত প্রকল্প হিসেবে EIA (Environmental Impact Assessment) সম্পাদন শেষে পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) বরাবর প্রকল্পের EIA এর অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২০-০৪-২০১৭ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক EIA অনুমোদিত হয়। এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Impact Assessment) প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ILF Consulting Engineers, Germany উক্ত EIA রিপোর্ট প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক দীর্ঘ সময় ব্যয় করে তাদের কারিগরী অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞসুলভ মূল্যায়নপূর্বক EIA রিপোর্ট সম্পাদন করেছে। উক্ত EIA রিপোর্ট একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) এবং এতে প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী, বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে।

এমতাবস্থায় আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক উক্ত EIA রিপোর্ট তাকে প্রদান করা হলে তাতে প্রকল্পের (ব্যবসায়িক ও কারিগরিক) অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদেও (Intellectual Property) তথ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের হস্তগত হয়ে পড়তে পারে। যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এমতাবস্থায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৭ এ (ঘ) নিম্নোক্ত বিধানঅনুযায়ী আবেদনকারীকে চাহিত তথ্যাবলি তাকে প্রদান করতে কর্তৃপক্ষবাধ্য নয়। উল্লেখ্য, এরকম বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ অর্জনের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নকারী পক্ষকে প্রায় পাঁচ কোটি আশি লাখ টাকা প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হয়েছে।

উপধারা (ঘ): কোন তথ্য প্রকাশে রফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেএইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

তাছাড়া উপরোক্ত তথ্য প্রকাশের ফলে বাস্তবায়নাধীন রাষ্ট্রের একটি অতীব গুরুত্বর্পূণ প্রকল্পের তথ্যাবলী আবেদনকারী ব্যক্তির হস্তগত হলে তার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনভাবে তা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে গেলে ভবিষ্যতে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা সংস্থা প্রাপ্ত তথ্য হতে লাভবান হতে চেয়ে তথ্যাবলীর অপব্যবহার করতে পারে। তাতে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত পক্ষসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এপ্রেক্ষিতে একই আইনের (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯) ধারা ৭ এর 'ণ' এর নিম্নোক্ত বিধানঅনুযায়ী ও আবেদনকারী কর্তৃক চাহিত তথ্যাবলী প্রদান করতে কিংবা প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়।
উপধারা (ণ): কৌশলগত ও বাণিজ্যিককারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

১২। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে ও উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। অধিকতর শুনানীর প্রয়োজনীয়তা থাকায় ২৮-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে উভয় পক্ষের প্রতি সমন জারী করা হয়।

১৩। ২৮-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে উভয় পক্ষ হাজির।

১৪। অভিযোগকারী শুনানীতে তার চাহিত সম্পূর্ণ তথ্যাদি অর্থাৎ ৪ নং ক্রমিকে উল্লিখিত তথ্যাদি পুনরায় প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন।

১৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুনানীতেএ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে দেশের জ্বালানী খাতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্থ করতে পারে মর্মে পুনরায়তার আশংকার কথা ব্যক্ত করেন। এবংএক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ধারা ৭(ঘ) এবং ৭(ণ) বিবেচনায় তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় বলে কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন।

১৬। আদেশের জন্য ১৭-০৬-২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

পর্যালোচনা

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল এবং ফিনিশর্ড প্রোডাক্টস সহজে নিরাপদে, স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি সরকার গ্রহণ করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে, বাৎসরিক হিসেবে যা প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে জি টু জি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ১২ ধারার বিধান অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ছাড়পত্র গ্রহণকালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর বিধি ৭ এর উপবিধি (৬)-ঘ এর (আ) মোতাবেক "লাল" শ্রেণীভূক্ত প্রকল্পহিসেবে EIA (Environmental Impact Assessment) সম্পাদন শেষে পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) বরাবর প্রকল্পের EIA এর অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২০-০৪-২০১৭ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক EIA অনুমোদিত হয় এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance) প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের ইআইএ রিপোর্টে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী, বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে। উপরোক্ত তথ্য প্রকাশের ফলে বাস্তবায়নাধীন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের তথ্যাবলী আবেদনকারী ব্যক্তির হস্তগত হলে তার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনভাবে তা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে গেলে ভবিষ্যতে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা সংস্থা প্রাপ্ত তথ্য হতে লাভবান হতে চেয়ে তথ্যাবলীর অপব্যবহার করতে পারে। তাতে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত পক্ষসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

অভিযোগকারী কর্তৃক চাহিত ১-৭ দফা তথ্যের মধ্যে ৪ নং ব্যতীত অন্যান্য দফার তথ্য ইতোমধ্যে প্রদান করেছেন। দেশের জ্বালানী চাহিদাপূরণের ক্ষেত্রে "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন" প্রকল্পটি গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ চলমান। প্রকল্পের EIA (Environmental Impact Assessment) ডকুমেন্টটি জনস্বার্থে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ধারা ৭(ণ) অর্থাৎ কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্চনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য কর্তৃপক্ষ প্রদান করতে বাধ্য নয় মর্মে কমিশন একমত হন।

সিদ্ধান্ত

দেশের জ্বালানী চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন" প্রকল্পের EIA (Environmental Impact Assessment) ডকুমেন্টটি জনস্বার্থে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ধারা ৭(ণ) অর্থাৎ কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্চনীয় গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ২৪/২০১৯

অভিযোগকারী: জনাব কাজী আফজাল হোসেন
পিতা: কাজী তোফাজ্জেল হোসেন
ঠিকানা: ২০ ইব্রাহীমপুর, ৫ম তলা, ঢাকা
সেনানিবাস, কাফরুল, ঢাকা-১২০৬

প্রতিপক্ষ: জনাব মো: শাহীন খান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পূবালী ব্যাংক লি:
প্রধান কার্যালয়, ২৬, দিলকুশা, সি/এ, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ ঃ ২৮-০৫-২০১৯ ইং)

অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত ৩৭৮/২০১৮ নং এবং ৩৭৯/২০১৮ নং অভিযোগের শুনানীর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে নির্ধারিত তথ্য মূল্য পরিশোধ এবং জনাব আহমেদ এনায়েত মঞ্জুর, জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মানব সম্পদ বিভাগ, পূবালী ব্যাংক লি:, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০-কে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), যাচিত তথ্য ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারী পুনরায় ০৫-০২-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। তথ্য কমিশনের গত ২০-০৩-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। ২৩-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই হাজির।

৪। ২৩-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার বাবা কাজী তোফাজ্জল হোসেন পূবালী ব্যাংকের সাব-একাউন্টেট থেকে জুনিয়র অফিসার হিসেবে ১৯৭৫ সালে প্রমোশন পান। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক লি: এর জুনিয়র অফিসার ছিলেন এবং বিগত ১৯৮০ সালে অন্যায়ভাবে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। তার পক্ষে আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক যে পেনশন বা অন্যান্য ভাতাদি প্রদান করা হলেও তার হিসেবে সঠিক নয়।

৫। ২৩-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কাজী তোফাজ্জল হোসেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক লি: এর জুনিয়র অফিসার হিসেবে চাকুরী করেন এবং একটি চেক জালিয়াতির অভিযোগে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। আদালতে মামলা হলে হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক তার সকল পাওয়া ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে এবং তার পক্ষে পুনরায় কোর্টে মামল করা হলে আদালত মামলাটি খারিজ করে। অভিযোগকারী পুনরায় আদালতে মামলা করেছেন। যেহেতু সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রায় ৩০-৪০ বছরের পুরাতন তাই কাজী তোফাজ্জল হোসেন এর সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদি অফিসে সংরক্ষিত নেই। তথাপি বিষয়টির মানবিক দিক বিবেচনা করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করে কাগজপত্র জোগাড় করতে চেয়েছেন এবং সেগুলি সরবরাহ করেছেন।

অদ্য কমিশন, আবেদনকারীকে পূবালী ব্যাংক লি: কর্তৃক কোন্ কোন্ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ তথ্য আংশিক সরবরাহ করা হয়েছে যা সরবরাহ করা হয়নি সে সম্পর্কে বিস্তারিত/ছক আকারে প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেয়। একই সাথে পূবালী ব্যাংক লি: কর্তৃপক্ষকে চাহিত কোন্ কোন্ তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে এবং কোনগুলি আংশিক বা সরবরাহ করা হয়নি তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ জবাব প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬। অধিকতর শুনানীর জন্য ০৮-০৫-২০১৯ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি প্রতি সমন জারী করা হয়।

৭। ০৮-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই হাজির।

৮। ০৮-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী কোন্ কোন্ তথ্য আংশিক সরবরাহ করা হয়েছে বা সরবরাহ করা হয়নি সে সম্পর্কে বিস্তারিত ছক আকারে প্রদান করেন।

৯। ০৮-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন্ কোন্ তথ্য আংশিক সরবরাহ করা হয়েছে বা সরবরাহ করা যায়নি সে সম্পর্কে বিস্তারিত ছক আকারে প্রদান করেন।

১০। উভয়পক্ষের জবাব বিশ্লেষণ করে ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ আদেশের জন্য দিন ধার্য করা হয়।

১১। ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই গরহাজির।

১২। ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ উভয়পক্ষের জবাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পুনরায় উভয়পক্ষের জবাব বিশ্লেষণ করে ২৮-০৫-২০১৯ তারিখ আদেশের জন্য দিন ধার্য করা হয়।

১৩। অদ্য ২৮-০৫-২০১৯ তারিখে আবেদনকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়পক্ষের দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনা করা হয় এবং তালিকার ক্রমানুযায়ী প্রত্যেক আবেদনের বিষয়ে উভয়ের বক্তব্য শোনা হয় উভয়পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জবাব ও বক্তব্য পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারী ২, ৩, ৮, ১২, ১৩, ১৬ ও ২১ নং ক্রমিকের তথ্য পেয়েছেন; ৫ ও ৬ নং ক্রমিকের তথ্য সুনির্দিষ্ট নয়; ৯, ২০ নং ক্রমিকের তথ্য প্রয়োজন নেই মর্মে জানিয়েছেন এবং ২৩ নং ক্রমিকের তথ্য প্রযোজ্য নয়। এ বিষয়ে নিম্নলিখিতভাবে পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রমিক নং	আবেদনের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব	পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত
১.	পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের সার্ভিস রুল ১৯৭২-২০০০ পর্যন্ত যে কয়টি হয়েছে তার সবগুলো	পূবালী ব্যাংক (এমপ্লয়ীজ) সার্ভিস রেগুলেশন, ১৯৮১ এর পূর্বে পূবালী ব্যাংকে কোন আলাদা সার্ভিস রুল ছিল না। সরকারী সার্ভিস রুল প্রযোজ্য ছিল।	এসটাবলিশমেন্ট ম্যানুয়াল এ যদি থাকে তা সরবরাহ করা যেতে পারে।
২.	১৯৭২-২০০০ সাল পর্যন্ত সকল বেতন স্কেল।	পে-স্কেল-১৯৭৮, ১৯৮৯, ১৯৯৪ ও ১৯৯৮ এর ফটোকপি দেয়া হয়েছে।	তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	আবেদনের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব	পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত
৩.	১৯৭২-৭৩ সালে বেসরকারি ব্যাংক থেকে যে অধ্যাদেশ জাতীয়করণ হয়েছে সেই অধ্যাদেশ।	দ্য বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২ এর ফটোকপি দেয়া হয়েছে।	তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
৪.	বাংলাদেশ সরকারের জাতীয়করণের কারণে বেতন স্কেল ও সুযোগ সুবিধার কোন পরিবর্তন হলে সে সংক্রান্ত ডকুমেন্টস।		বেতন স্কেলের কপি দেয়া যেতে পারে।
৫.	একইভাবে জাতীয়করণের কারণে বেতন স্কেল ও সুযোগ সুবিধার কোন পরিবর্তন হলে সে সংক্রান্ত ডকুমেন্টস।	দ্য বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) (এমেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এবং চীফ মার্শাল ল এড্যামিনিস্ট্রেটর অর্ডার এর ফটোকপি দেয়া হয়েছে।	সুনির্দিষ্ট নয়।
৬.	এছাড়াও ১৯৭২-২০০০ সাল সময়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ পরিবর্তন/পুনবিন্যাস/বাতিল করা হয়েছে। সেই বাতিলকৃত/পুনবিন্যাস পদের তালিকা এবং নতুন/পরিবর্তিত তালিকা প্রয়োজন।	বিভিন্ন বছরের বেতন স্কেল এর যে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যাবে এবং সেখানে উল্লেখ আছে।	সুনির্দিষ্ট নয়।
৭.	বাতিলকৃত পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পূর্বতন পদ হতে নতুন কোন পদাধিকারী হয়েছেন সেগুলোর তালিকা। উল্লেখ্য যে, এই তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত হতে হবে। যেখানে উল্লেখ থাকবে কোন পদটির পরিবর্তে কোন পদ সৃষ্টি হয়েছে অথবা পদটির পুন:নামকরণ হয়েছে।	২০০৩ সালের পদবিন্যাস ব্যতীত অন্য কোন রেকর্ড না থাকায় তথ্য দেয়া যায়নি।	২০০৩ সালের পদবিন্যাস দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট কোন রেকর্ড নেই বিধায় প্রয়োজন নেই।
৮.	এছাড়াও ১৯৭২-২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে ভবিষ্যৎ তহবিলের (পিএফ) Procedure of deposit/contribution, maintaining account & payment, বিপরীতে সুদ প্রদানের হার।	দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশনস অব দ্যা ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি. এপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং ১৯৯৩-১৯৯৪ থেকে ১৯৯৪-২০০০ পর্যন্ত ভবিষ্যত তহবিলের (পিএফ) সুদের হার এর ফটোকপি দেয়া হয়েছে।	তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
৯.	১৯৭২-২০০০ সালের মধ্যে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা নির্দেশনা এবং Procedure যদি এই সময়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় তাহলে সে সংক্রান্ত কাগজও প্রয়োজন।	দ্য রাবলিক সার্ভেন্ট (রিটায়ারমেন্ট) এক্ট, ১৯৭৪ এর ফটোকপি। বর্তমানে অবসর গ্রহণের বয়স সীমা ৫৯ বছর। কপি প্রদান করা হয়েছে।	প্রয়োজন নেই

ক্রমিক নং	আবেদনের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব	পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত
১০.	আমাদের আরো জানা প্রয়োজন ১৯৭২-২০১৮ সালের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অবসর নিলে কোনরূপ রিক্রিয়েশন ভাতা, ছুটি ভাতা এবং অন্য কোন ভাতা প্রাপ্য হবেন কি? অর্থাৎ অবসর গ্রহণ করলে কি প্যাকেজ পাবেন?	০১-১১-২০০০ তারিখ হতে গ্রাচুইটি দ্বিগুণ করা হয়েছে। এর পূর্বে গ্রাচ্যুইটি একগুণ ছিল। এই সংক্রান্ত তথ্য প্রস্তুত আছে।	প্রস্তুতকৃত তথ্য প্রদান করা যেতে পারে।
১১.	পূবালী ব্যাংক লি. প্রতি বছরই ভালো মুনাফা করছে। ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত অর্জিত মুনাফার উপর কি পরিমাণ বোনাস দিয়েছে।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে ২০০০ সাল পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক প্রবলেম ব্যাংক ছিল তখন প্রফিট বোনাস দেয়া হয়নি।	২০০০ সাল পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক প্রবলেম ব্যাংক ছিল তখন প্রফিট বোনাস দেয়া হয়নি মর্মে জানিয়ে দেয়া যায়।
১২.	অবসর গ্রহণ/প্রদান করলে কয়টি গ্রাচুইটি প্রাপ্য হবে সেটি ১৯৭৬-২০০০ সাল পর্যন্ত বিস্তারিত জানালে বিশেষভাবে উপকৃত হবো।		তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
১৩.	বর্তমান অর্গানোগ্রাম এবং ১৯৯৯ সালের অর্গানোগ্রাম প্রয়োজন।		তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
১৪.	৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তার চাকুরী চলে যাবার নীতিমালা। চাকুরী বিধি ১৯৮০ সাল অনুসারে।	চাকুরী বিধি অনুযায়ী ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশন এর মাধ্যমে তথা বিভাগীয় মামলার মাধ্যম। ব্যাংকের আলাদা কোন চাকুরী বিধি ছিল না। সরকারী সার্ভিস রুল প্রযোজ্য ছিল।	এস্টাবলিশমেন্ট ম্যানুয়াল এ যদি থাকে তা সরবরাহ করা যেতে পারে।
১৫.	১৯৭৫ সালে সরকারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তা সমমানের অফিসারের যে গ্রেড হবে তার লিখিত কনফরমেশন। পূবালী ব্যাংক লি. এর ১৯৭৭-৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৯, ১৯৯৪, ১৯৯৮ সালের ৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তা সমমানের অফিসারের যে গ্রেড	বর্তমান পদ সোপান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ক্রমিক নং ২-তে প্রদত্ত বেতন স্কেলের কপিতেও পদক্রম বর্ণিত আছে। ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার পদায়ন জুনিয়র অফিসারই ছিল। আলাদা কোন গ্রেড নেই।	তথ্য প্রত্যয়ন করে দিতে হবে।
১৬.	পূবালী ব্যাংক লি. এর সার্ভিস রুল ১৯৯৯-২০০৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ		তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
১৭.	১৯৯৯-২০০৭ সাল পর্যন্ত ৬ষ্ঠ গ্রেডের বেতন স্কেল।	পে-স্কেল-১৯৭৮, ১৯৮৯, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০৩ ও ২০০৬ এর সার্কুলার এর ফটোকপি দেয়া হয়েছে।	২০০৩ সালের পে-স্কেলের তথ্য দেয়া যেতে পারে।

ক্রমিক নং	আবেদনের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব	পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত
১.	Salary structure of a Grade 6 Officers with 8 (eight) increments in 1977 i.e. Basic of Tk. 615/- in the National Pay Scale 375-400-25-525-EB-35-975, in 1978, 1981, 1989, 1994, 1998, 2001, 2007 & 2016 considering yearly 1 (one) increment. ব্যাংকের ৬ষ্ঠ গ্রেডের ১৯৭২-২০০৭ সাল সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনে পরিবর্তিত পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পূর্বতন পদ হতে নতুন কোন পদাধিকারী হয়েছেন সেগুলোর তালিকা, তদানুযায়ী ব্যাসিক, ভাতাদি এবং সুবিধাদি উল্লেখ যে, এই তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত হতে হবে। যেখানে উল্লেখ থাকবে কোন পদটির পরিবর্তে কোন পদ সৃষ্টি হয়েছে অথবা পদটির পুন:নামকরণ হয়েছে।	বিষয়টি ক্রমিক নং ২-তে উল্লেখিত পে-স্কেলের সার্কুলার অনুযায়ী পদগুলো বিন্যস্ত হয়েছে।	তথ্য নহে।
২.	Full PF Statement of Index No. M-27 of জনাব তোফাজ্জল হোসেন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত। আমাদের আরো জানা প্রয়োজন ২০০০ ও ২০০৭ সালে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অবসর নিলে কোনরূপ এলপিআর, রিক্রিয়েশন ভাতা, ছুটি ভাতা এবং অন্য কোন ভাতা প্রাপ্য হবেন কি? অর্থাৎ ২০০৭ সালে অবসর গ্রহণ করলে কি প্যাকেজ পাবেন?	মানব সম্পদ বিভাগের ১৯-১২-২০০৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/মসবি/বকেয়া বেতন ভাতা/১২৫৯৫/০৭ এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে যা তিনি প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। যেহেতু তার চাকুরী ১৯৯৯ সালে শেষ হয়েছে এই জন্য ১৯৯৯ সালের পর তার কোন পিএফ স্টেটমেন্ট হয়নি।	ইতোমধ্যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
৩.	পূবালী ব্যাংক লি. প্রতি বছরই ভালো মুনাফাকরছে। ১৯৭৭-২০০৭ পর্যন্ত অর্জিত মুনাফার উপর কি পরিমাণ বোনাস দিয়েছে।	১৯৭৭ সালের কোন রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ২০০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক প্রবলেম ব্যাংক ছিল এবং প্রফিট বোনাস দেয়া হয়নি	২০০০ সাল পূর্ব পর্যন্ত পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক প্রবলেম ব্যাংক ছিল তখন প্রফিট বোনাস দেয়া হয়নি জানিয়ে দেয় যেতে পারে।
২১.	অবসর গ্রহণ/প্রদান করলে কয়টি গ্রাচুইটি প্রাপ্য হবে সেটি ২০০০ ও ২০০৭ সাল অনুযায়ী জানালে বিশেষভাবে উপকৃত হবো।	১৯৯৯ সালে চাকুরীর বয়স শেষ হওয়ার কারণে ২০০০ ও ২০০৭ সালের গ্রাচুইটি জনাব তোফাজ্জল হোসেনের জন্য প্রযোজ্য নয়। ০১-১১-২০০০ তারিখ হতে গ্রাচ্যুইটি দ্বিগুণ করা হয়েছে। এর পূর্বে গ্রাচ্যুইটি একগুণ ছিল।	তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	আবেদনের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব	পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত
২২.	পূবালী ব্যাংক লি. এর ১৯৯৫, ১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৯, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০০, ও ২০০৭ সালের সরকারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তা সমমানের অফিসারের যে পদবী ও স্কেল হবে তার লিখিত কনফরমেশন।	১৯৭৫ সালে ব্যাংকটি সরকারী ছিল বিধাই সেই সময়কার ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদবী ও স্কেল সরকারী নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। এরূপ তথ্য সংরক্ষিত নেই।	তথ্য সংরক্ষিত নেই জানিয়ে দেয়া যেতে পারে।
২৩.	সাব-একাউন্টেন্ট হতে ৬ষ্ঠ গ্রেডের জুনিয়র অফিসার হিসাবে ১৯৭৫ সালে ২৫-১১-১৯৭৫ তারিখের স্কেলের সালে দুটি ইনক্রিমেন্টসহ বেতন ফিক্সেশন ১৯৮১ সালে ৬ষ্ঠ গ্রেডের অফিসার হিসাবে উক্ত স্কেলে আগের ৭টি ইনক্রিমেন্টসহ বেতন ফিক্সেশন, ১৯৯৮ সালে ৬ষ্ঠ গ্রেডের অফিসার হিসাবে উক্ত স্কেলে আগের ৭টি ইনক্রিমেন্টসহ বেতন ফিক্সেশন সাথে আগের ফিক্সেশনের পরবর্তী সকল ইনক্রিমেন্ট যোগ হয়ে তৎকালীন বেতন কি হবে? উল্লেখ্য যে, তাকে ১৯৭৭ সাল থেকে বেতন ফিক্সেশন না করে কম বেতন দেয়া হয় যা পরবর্তীতে বিভিন্ন কোর্ট রায়ের মাধ্যমে বাতিল করেছিল।	১৯৭৭ সালে সরকারী নিয়মে বেতন ফিক্সেশন হয়েছে। প্রাপ্ত রেকর্ড অনুযায়ী মানব সম্পদ বিভাগের ১৯-১২-২০০৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/মাসবি/বকেয়া বেতন ভাতা ১২৫৯৫/০৭ এর মাধ্যমে জনাব মো: তোফাজ্জল হোসেনকে তার সকল প্রাপ্য বকেয়া দেওয়া হয়েছে।	প্রয়োজন নেই।
২৪.	চাকুরী সময়কালে ছুটি নগদায়নের পদ্ধতি কি?	সার্ভিস রুল অনুযায়ী পূবালী ব্যাংকে অফিসার স্তরের কর্মকর্তাগণের ছুটি নগদায়নের কোন বিধি নেই।	সার্ভিস রুলে উল্লিখিত তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।
২৫.	জনাব তোফাজ্জল হোসেন ২৫-১১-১৯৭৫ তারিখে তাঁর সর্বশেষ সরকারি চাকুরী বিধির ৬ষ্ঠ গ্রেডে যে প্রমোশন পেয়েছিলেন তার একটি ছাড়া কনফরমেশন। এটি বর্তমান তারিখে হলেও চলবে।	২৫-১১-১৯৭৫ তারিখে ইস্যুকৃত পদোন্নতি পত্রের ফটোকপি গত ২৬-১২-২০১৮ তারিখের পত্রের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।	তথ্য প্রত্যয়ন করে দেয়া যেতে পারে।
২৬.	জনাব তোফাজ্জল হোসেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান না করার অর্থাৎ বন্ধ রাখার অফিস অর্ডার।	সার্ভিস রুল অনুসারে (অধ্যায়-৯)	সংরক্ষিত থাকলে সরবরাহযোগ্য।

সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সত্যায়িত করে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মো: শাহীন খান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পূবালী ব্যাংক লিমি:, প্রধান কার্যালয়, ২৬, দিলকুশা, সি/এ, ঢাকা--কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪১/২০১৯

অভিযোগকারী ঃ জনাব মেহেজাবীন আলম চৌধুরী
পিতা: মরহুম ডা: মির্জা আলম চৌধুরী
ঠিকানা: ২/এ হেনা'স এপার্টমেন্টস, ৫৫
ল্যাবরেটরী রোড, ঢাকা-১২০৫।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. উম্মে সালেমা
অধ্যক্ষ
ও
দায়িত্ব প্রাপ্তকর্মকর্তা (আরটিআই)
উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩/৩, ফুলার রোড ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ ঃ ১৭-০৬-২০১৯ ইং)

অভিযোগকারী ২৭-১২-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে (১) ড. উম্মে সালেমা, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা (আরটিআই), উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

তথ্য-১। উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেহেজাবীন আলম চৌধুরীর চাকুরীর বয়সসীমা নির্ধারণ ও পাওনা সম্পর্কিত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন এর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় যেখানে ১৭-০৯-২০১৮ ইং তারিখে মেহেজাবীন আলম চৌধুরী বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন। উক্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করিয়াছেণ। উক্ত প্রতিবেদনের সত্যায়িত কপি।

তথ্য-২: উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের ২০৯ তম সভার সিদ্ধান্তসমূহসহ পূর্ণ বিবরণী রেজুলেশন) এর সত্যায়িত কপি।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০২-২০১৯ তারিখে ড. মো: আখতারুজ্জামান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), চেয়ারম্যান, গর্ভনিং বডি, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন। যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৪-০৩-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২০-০৩-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহন করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৪-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়েছে।

৪। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্য ২৪-০৪-২০১৯ তারিখ এর পরিবর্তে ০২-০৫-২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশক্রমে জানানো হয়।

৫। অভিযোগকারী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। পরবর্তি ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সমন জারী করা হয়েছে একই সাথে শুনানীর ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় কারণ দর্শানোর নোটিশও প্রদান করা হয়েছে।

৬। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির। সময়ের আবেদন মঞ্জুরপূর্বক পরবর্তি ১৭-০৬-২০১৯ তারিখে দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়েছে। আজ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই হাজির।

৭। অভিযোগকারী বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আপীল করলেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না পেয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশনে বর্তমান অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন।

৮। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তার আইনজীবী তাদের বক্তব্যে বলেন যে, রেজুলেশন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রকাশের অধিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। তাই অভিযোগকরীর তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের প্রধান হচ্ছেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং তার কাছেই যাচিত তথ্যাদি সংরক্ষিত রয়েছে। কাজেই সম্পূর্ণ রেজুলেশনে কপি দেওয়া ঠিক হবে কিনা সে বিষয়ে কমিশনের নির্দেশনা প্রার্থনা করেন। তবে কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণ করে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হবে মর্মে তারা নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দপ্তরেই অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সংরক্ষিত রয়েছে এবং অধ্যক্ষ নিজেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এই অভিযোগে যাচিত তদন্ত প্রতিবেদনটি অভিযোগকারীর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির ২৫.১১.২০১৮ তারিখের রেজুলেশনে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যসহ অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকায় শুধুমাত্র অভিযোগকারীর বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও আলোচনার অংশটুকুই অভিযোগকারীর প্রাপ্য বলে কমিশন একমত পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত

উপরে বর্ণিত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নবলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদির মধ্যে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি নং ২৫.১১.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০৯ তম সভার রেজুলেশনের অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অংশটুকু তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য ড. উম্মে সালেমা, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৪/২০১৯

অভিযোগকারী ঃ
মোছা: মাহফুজা বেগম
স্বামী: মো: আহসান হাবিব
ঠিকানা: গ্রাম-দুধিয়া বাড়ী, ০৬ নং
টুকুরিয়া ইউনিয়ন, ১ নং ওয়ার্ড
ডাকঘর-টুকুরিয়া, উপজেলা: পীরগঞ্জ
জেলা: রংপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ
জনাব মো: আব্দুল বাতেন
সহকারী পরিচালক (ধর্ম)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
আইইএম ইউনিট
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ ঃ ২৬-০৫-২০১৯ ইং)

অভিযোগকারী ০৫-১১-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে (১) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, (২) পরিচালক (প্রশাসন) ও সভাপতি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি, (৩) উপ-পরিচালক (প্রশাসন) বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডব্লিউএ) পদে মোছা: মাহফুজা বেগম, রোল নং- ১৫৩০৪০১৯ এবং রত্না বেগম, রোল নং- ১৫৩০৪০০৮ এদের লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি প্রযোজ্য।
২. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২৬-০৬-২০১৫ ইং, সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ
৩. লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ২৩-০৩-২০১৮ ইং শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
৪. লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ১৬-০৪-২০১৮ ইং সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন
৫. মৌখিক পরীক্ষা ১৬-০৫-২০১৮ ইং
৬. চূড়ান্ত ফলাফল ২৭-০৯-২০১৮ ইং

২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: ইফতেখার রহমান, উপ-পরিচালক (পার্সোনেল) ০৬-১২-২০১৮ তারিখে ৫৯.১১.০০০০.১৫০.০১১.০০৫.২০১৮-৩১৭৬ নং স্মারকমূলে সহকারী পরিচালক (ধর্ম), ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, আইইএম ইউনিট, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা কে যাচিত তথ্য প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে জনাব আব্দুল বাতেন, সহকারী পরিচালক (ধর্ম), আইইএম ইউনিট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ০৬-১২-২০১৮ তারিখে পপঅ/অইইএম/তথ্য-১৪৪৩/২০১৮/১৭১৭ নং স্মারকমূলে জনাব মোছা: মাহফুজা বেগম-কে "০২ পৃষ্ঠা তথ্যাদিও মূল্য বাবাদ সর্বমোট ০৪ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্য সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের তথ্য গ্রহণের পূর্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করতে হবে" পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ০৮-০১-২০১৯ তারিখে জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন, সচিব ও আপীর কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও আশানূরূপ ফলাফল তথা উক্ত নম্বরপত্রদ্বয়ের কোন কপি না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০১-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২০-০৩-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৪-২০১৯তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্য ২৪-০৪-২০১৯ তারিখ এর পরিবর্তে ০২-০৫-২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশক্রমে জানানো হয়।

৫। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূল রেজাল্ট সিট থেকে যাচিত ২ জনের প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করে তথ্য সরবরাহ করেছেন দেখা যায়। এতে অভিযোগকারী সন্দেহ প্রকাশ করায় মূল নম্বরশীটসহ কাগজপত্র পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত অধিকতর শুনানীর জন্য পরবর্তী ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ ও তৎপর ২৬.০৫.২০১৯ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫সহ মোট (০৩) তিন জনের প্রতি সমন জারী করার আদেশ দেওয়া হয়। অদ্য ২৬.০৫.২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালকের প্রতিনিধি হাজির হয়ে মূল নম্বর সিট এর সত্যায়িত কপি দাখিল করেন।

৬। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার যাচিত সঠিক তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন।

৭। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরপত্রের কপিসহ জবাব দাখিল করে তার বক্তব্যে বলেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। কাজেই তিনি অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৯.১১.০০০০.১৫০.০১১.০০৫.২০১৮-৩১৭৬ তারিখ ০৬.১২.২০১৮ মাধ্যমে যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অদ্যকার শুনানীতে প্রতিপক্ষ জবাবের সাথে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ফলাফল সিটের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করেছেন যা কমিটির সদস্যগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Management Information Systems এর চেয়ারম্যান ড. মো: হেলাল উদ্দিন আহম্মদ এবং উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আকরাম হোসাইন কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা: মো: সারোয়ার বারী কর্তৃক সত্যায়িত। অধিকন্তু মৌখিক পরীক্ষার নম্বরশীটে জেলা প্রশাসক, রংপুরসহ আরো ২ জন সদস্যের স্বাক্ষর দেখা যায়। উক্ত উভয় ফলাফল সিটে প্রদর্শিত নম্বর এবং ০৬.১২.১৮তারিখে উক্ত ৩১৭৬ নং স্মারকপত্রে উল্লিখিত নম্বর একই নম্বর দেখা যায়। কাজেই পুনরায় তথ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া সমীচীন নয় বলে কমিশন একমত পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা শেষে নিম্নবলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করায় জনাব মা: আব্দুল বাতেন, সহকারী পরিচালক (ধর্ম), ও দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা (আরটিআই), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, আইইএম ইউনিট, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ কে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৩/২০১৯

অভিযোগকারী ঃ
১। জনাব মো: সফিকুল ইসলাম
পিতা: মো: মাহতাব উদ্দীন
ঠিকানা: ইসলামনগর, ১১ নং ওয়ার্ড
পোষ্ট-ঠাকুরগাঁও, উপজেলা
জেলা: ঠাকুরগাঁও।
২। জনাব মো: সাকের উল্লাহ
পিতা: মৃত ইসমাইল হোসেন
ঠিকানা: ইসলামনগর, ১১ নং ওয়ার্ড
পোষ্ট- ঠাকুরগাঁও রোড
উপজেলা ও জেলা: ঠাকুরগাঁও।

প্রতিপক্ষ ঃ
জনাব বিপ্লব কুমার সিংহ রায়
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
ঠাকুরগাঁও।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ ঃ ৩০-০৭-২০১৯ ইং)

অভিযোগকারীদ্বয় গত ১৬-০১-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসাওে জনাব বাবুল হোসেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঠাকুরগাঁও বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নবলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক. খাদ্য মন্ত্রণালয়/ খাদ্য অধিদপ্তর থেকে আপনার ঠাকুরগাঁও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর দপ্তরে পাঠানো, ২০১৮ সালের বোরো মৌসুমের আরম্ভ থেকে সংগ্রহ মৌসুমের শেষ দিন পর্যন্ত বোরো চাল সংগ্রহের জন্য সকল সংগ্রহ আদেশ এর ফটোকপি আকারে তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

খ. খাদ্য মন্ত্রণালয় এর অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর আওতায় ২০১৮ বোরো মৌসুম ও ২০১৮-১৯ আমন মৌসুম চাল কল মালিকদের কাছ থেকে চাল সংগ্রহের জন্য মিলিং ছাটাই ক্ষমতা নির্ধারণকৃত, ঠাকুরগাঁও ও পীরগঞ্জ উপজেলার সার্ভে প্রতিবেদনের হুবহু ফটোকপি আকারে তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধকরা হলো।

গ. গত ২০১৮ বোরো সংগ্রহ মৌসুমে চাল কল মালিকদের সাথে সরকারের চাল সংগ্রহ/ ক্রয় চুক্তি করার শেষ তারিখ কত ছিল? উক্ত শেষ তারিখ পর্যন্ত চুক্তিকৃত চাল কল মালিকদেও সংখ্যা কত? উক্ত চুক্তিকৃত চাল কল মালিকদের কাছ থেকে মোট সংগৃহিত /ক্রয়কৃত চালের পরিমাণ; মিলের/ চালকলের নাম, মালিকের নাম, মোট সংগৃহিত/ ক্রয়কৃত চালের পরিমাণ, মালিকের নাম, মিলের নাম, মিলের ঠিকানা, লাইসেন্স নম্বর, চুক্তির তারিখে লাইসেন্স চলমান থাকার প্রমাণ স্বরূপ লাইসেন্স নবায়ন/ ইস্যু ও লাইসেন্স ফি এর চালান নং ও চালানের তারিখ রেজিষ্ট্রার খাতার লাইসেন্স রেকর্ড এর ক্রমিক নং সহকারে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী তথ্যগুলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঘ. আপনি/আপনার দপ্তর গত ২০১৮ সনের ১ লা মে থেকে ২০১৮ সালের ৩০ শে নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের কাছে চাল বিক্রয়ের জন্য উপযোগী যে সমস্ত রাইস মিলের লাইসেন্স দিয়েছেন সেই সমস্ত রাইস মিলের নাম, মালিকের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

রেকর্ডকৃত লাইসেন্স এর রেজিষ্ট্রার খাতার ক্রমিক নং	চালকল/ মিলের নাম ও মালিকের নাম	লাইসেন্স ওয়ারী ঠিকানা	লাইসেন্স নম্বর	লাইসেন্স ফি এর চালান নং ও চালানের তারিখ	প্রথম চুক্তি বরাদ্দের পরিমাণ	দ্বিতীয় চুক্তি বরাদ্দের পরিমাণ	তৃতীয় চুক্তি বরাদ্দের পরিমাণ	চতুর্থ চুক্তি বরাদ্দের পরিমাণ	মোট চুক্তিকৃত বরাদ্দে/ ক্রয়কৃত চালের পরিমাণ

শুধুমাত্র ঠাকুরগাঁও ও পীরগঞ্জ উপজেলার তথ্যগুলি দেওয়ার অনুরোধ করা হলো।

ঙ. আপনার ঠাকুরগাঁও জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর দপ্তরের আওতাধিন সকল অটোমেটিক রাইস মিলের, খাদ্য মন্ত্রণালয় এর অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী মিলিং ছাটাই ক্ষমতা নির্ণয় প্রতিবেদন/ সার্ভে কপির হুবহু ফটোকপি আকারে তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০২ -২০১৯ তারিখে জনাব মো: রায়হানুল কবির, বিভাগীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিভাগীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর দপ্তর, রংপুর বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০৪-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৩-০৫-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৫-০৬-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়েছে।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। পরবর্তী ১০-০৭-২০১৯ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়েছে একই সার্থে ধার্য তারিখে মুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশও প্রদান করা হয়েছে।

৫। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ হাজির। অধিকতর শুনানীর জন্য আগামী ৩০-০৭-২০১৯ তারিখ দিন ধার্য উভয় পক্ষের প্রতি সমন জারি করা হয়েছে। অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী গরহাজির। দায়িত্বকপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

৬। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি হিসেবে মোট ২৩২ পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন । তবে তিনি ট্রেজারী চালানের কপি দাখিল করেননি ।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবণএবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্য পাওয়ার জন্যই শুনানীতে হাজির হননি। ২৩২ পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহ করা হলেও তথ্যেও মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের ট্রেজারী চালানের কপি কমিশনে দাখিল করেননি। কাজেই উক্ত ট্রেজারী চালানের কপি কমিশনে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা শেষে নিম্নবলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করায় জনাব বিপ্লব কুমার সিংহ রায়, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঠাকুরগাঁও কে অব্যাহতি দেওয়া হলো এবং আদায়কৃত অর্থ ট্রেজারীতে জমার স্বপক্ষে চালানের সত্যায়িত কপি এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে তাকে কমিশনে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ১০১/২০১৯

অভিযোগকারী : জনাব নাজমুল হুদা মিনা
পিতা: নুরুল হুদা মিনা
ঠিকানা: টিআইবি, মাইডাস সেন্টার
(লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি# ৫, রোড# ১৬
(নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৯।

প্রতিপক্ষ : জনাব এস.এম. আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ২০-০৮-২০১৯ ইং)

আবেদনকারী ২০-০২-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব এস.এম. আসাদুজ্জামান, পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত তথ্য একান্ত প্রয়োজন।

ক) আসনভিত্তিক মোট ও নারী-পুরুষ ভোটারের সংখ্যা।
খ) ৩০০ টি আসনের মোট ও নারী-পুরুষ ভোটারের সংখ্যা।
গ) আসনভিত্তিক প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা এবং ভোট প্রদানকারী নারী-পুরুষ ভোটার সংখ্যা (উভয় ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে বৈধ ও বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যাসহ)।
ঘ) নির্বাচন কমিশনে প্রদত্ত আসনভিত্তিক নির্বাচনী অভিযোগের সংখ্যা ও ধরন, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ।
ঙ) ৩০০ টি আসনের প্রতিটিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ব্যয়ের রিটার্নে প্রদত্ত তথ্য।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: আশাদুল হক, সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) ২৫-০৩-২০১৯ তারিখে ১৭.০০.০০০০.০৪০.২২.০০৩.১৮-৬৭ নং স্মারকমূলে জনাব নাজমুল হুদা মিনা-কে "উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার ২০-০২-২০১৯ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আপনার চাহিত ক. আসনভিত্তিক মোট নারী ও পুরুষ ভোটের সংখ্যা এবং খ. ৩০০ টি আসনের মোট নারী ও পুরুষ ভোটারের সংখ্যা এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো" মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুযায়ী আবেদনকৃত তথ্যসমূহের মধ্যে আংশিক তথ্য প্রদান করা হয় এবং বাকি তথ্যসমূহ না দেওয়ার কোনো কারণ জানানো হয়নি বিধায় অভিযোগকারী ০৯-০৪-২০১৯ তারিখে জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচন ভবন, আগাঁরগাও, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ২৭-০৬-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২১-০৭-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। ২১-০৭-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির।

৫। সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে পরবর্তী ২০-০৮-২০১৯ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৬। অদ্য ২০-০৮-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে প্রতিনিধি হাজির।

৭। শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ক্রমিক 'ক' ও 'খ' এর তথ্য পেয়েছেন কিন্তু ক্রমিক 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' এর তথ্য তিনি পাননি।

৮। শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে প্রতিনিধি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সময় স্বল্পতার জন্য বিস্তারিত তথ্য দেয়া সম্ভব ছিল না। যতটুকু সম্ভব তা সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ক্রমিক নং 'গ' এর বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নিকট নারী-পুরুষ ভোট প্রদানের হিসাব পৃথকভাবে নেই। যা রাখার আইনগত বিধানও নেই। ক্রমিক 'ঘ' এর বিষয়ে নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সারাদেশে ৩০০ আসনের জন্য ১২২ টি নির্বাচনি তদন্ত কমিটি গঠন করে। উক্ত নির্বাচনি তদন্ত কমিটি ঢাকা অঞ্চল হতে ২৯টি, চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে ০৫টি, খলনা অঞ্চল হতে ২৪টি, রাজশাহী অঞ্চল হতে ২০টি, ময়মনসিংহ অঞ্চল হতে ২৫টি, ফরিদপুর অঞ্চল হতে ০৬টি, সিলেট অঞ্চল হতে ০২টি এবং রংপুর অঞ্চল হতে ১১টি রিপোর্ট প্রেরণ করে। সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানমতে নির্বাচন পূর্ব কোন অনিয়ম বা আচরণবিধি লংঘনের অভিযোগ আনয়ন করা হলে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি উক্ত অভিযোগের তদন্ত করে। ফলে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি যে রিপোর্টগুলো দাখিল করে তা নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম বা আচরণবিধি লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত রিপোর্ট। নির্বাচনি তদন্ত কমিটি হতে প্রাপ্ত রিপোর্টগুলো কমিশনে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টগুলোর মধ্যে ০১টি ব্যতীত অন্য কোন রিপোর্টে নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম বা আচরণবিধি লংঘনের সত্যতা পরিলক্ষিত না হওয়ায় এবং তদপ্রেক্ষিতে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি কোন সুপারিশ না করায় রিপোর্টগুলো Non actionable হেতু নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তবে একটি রিপোর্ট ২৯৭ কক্সবাজার-৪ আসনের প্রার্থী আবদুর রহমান বদি এর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লংঘনের অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলেও আইনগত সুযোগ না থাকায় তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি মর্মে উল্লেখ করেন। ক্রমিক নং 'ঙ' এর বিষয়ে প্রার্থীগণ ব্যয়ের রিটার্ন রিটার্নিং অফিসার বরাবর দাখিল করেন। এজন্য ব্যয়ের রিটার্ন প্রাপ্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বরাবর আবেদনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন মর্মে জবাবে উল্লেখ করেছেন। কমিশন অবশিষ্ট তথ্যের ব্যাপারে অভিযোগকারীকে জবাব প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করলে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচিত আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগকারীকে অবশিষ্ট তথ্যের জবাব সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত অবশিষ্ট তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব এস.এম. আসাদুজ্জামান, পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ১২১/২০১৯

অভিযোগকারী : মোছা: হোসনে আরা বেগম
স্বামী: মৃত. আলী হোসেন তালুকদার
ঠিকানা: বারইপুকুরিয়া, ডাক: বাট্রা
ভাটপাড়া উপজেলা: তারাকান্দা
জেলা: ময়মনসিংহ।

প্রতিপক্ষ : জনাব মো: লাল হোসেন
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ৩০-০৭-২০১৯ ইং)

আবেদনকারী ০৭-০৪-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মো: সলিমুল্লাহ, পরিচালক (উন্নয়ন) (যুগ্মসচিব) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ, জাতীয় স্কাউট ভবন (১১ তম ও ১২ তম তলা), আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) অভিযোগকারীর স্বামীর অনলাইনকৃত ডিজি নং ১৬১২৩৮। তিনি অনলাইনে যথাসময়ে আবেদন করা স্বত্বেও কেন জামুকা থেকে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট ২০১৭ সালে তালিকা প্রেরণ করা হয়নি তার বিবরণ সম্বলিত কপি।

খ) তাহলে কাদের যাচাই-বাছাই করা হল এর বিবরণ কপি।

গ) ২০১৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত নতুন মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রতিবেদন, দ্বিধা বিভক্ত নামের নতুন মুক্তিযোদ্ধার তালিকা এবং নামঞ্জুরকৃত নতুন কপি। মুক্তিযোদ্ধার তালিকা ক, খ, গ এর প্রতিবেদন এর সত্যায়িত কপি।

৯। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০৫-২০১৯ তারিখে জনাব এস.এম আরিফ-উর-রহমান, ভারপ্রাপ্ত সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০৬-২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

১০। তথ্য কমিশনের গত ২৭-০৬-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৭-২০১৯ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

১১। ২৯-০৭-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারীর পক্ষে তার ছেলে হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে প্রতিনিধি হাজির।

১২। শুনানীতে অভিযোগকারীর পক্ষে ছেলে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি যাচিত তথ্যাদি পাননি। তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাচাই বাচাইয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন।

১৩। শুনানীতে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে প্রতিনিধি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর আবেদন ফুলপুর উপজেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। তার যাচিত অন্যান্য তথ্যাদি উপজেলা অফিস সংরক্ষণ করে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে কমিটি কর্তৃক যার পুরো প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। দ্বিধা বিভক্ত তালিকা এবং নন মুক্তিযোদ্ধা তালিকা পৃথকভাবে রয়েছে। তৎপর অধিকতর শুনানী ও আদেশের জন্য পরবর্তী ৩০-০৭-২০১৯ তারিখ ধার্য করা হয়।

১৪। অদ্য ৩০-০৭-২০১৯ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী গরহাজির। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। তিনি বলেন যে, অভিযোগকারীর আবেদন উপজেলায় প্রেরণের বিষয়ে তাকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে এবং কপি তাকে দেখানো হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত 'ক' ক্রমিকের তথ্য মৌখিকভাবে জানালেও তাকে কোন কপি সরবরাহ করেননি। যেহেতু আবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলায় প্রেরণ করা হয়েছে, সেহেতু 'খ' ক্রমিকে যাচিত তথ্যের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া 'গ' ক্রমিকে যাচিত তথ্য যেহেতু উপজেলা অফিসে সংরক্ষিত হয়, সেহেতু সংশ্লিষ্ট উপজেলা থেকে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। কাজেই উপজেলা অফিস থেকে 'গ' ক্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর 'ক' ক্রমিকে যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মো: লাল হোসেন, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, ঢাকা-১০০০-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো। অন্যদিকে 'গ' ক্রমিকে যাচিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসে আবেদন করতে পারেন।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১১৫৯০, ৪৮১১০৬২৯, ৪৮১১০৬৩১, ৪৮১১০৬৩০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯১১০৬৩৮, ই-মেইল : cic@infocom.gov.bd
ওয়েব-সাইট: www.infocom.gov.bd